# প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের (কর্মরত)
# ডি. এল. এড. কোর্স (২ বছর)
# (দূরশিক্ষা মাধ্যম)

# First Language
# বাংলা

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি. কে. - ৭/১, সেক্টর - ২, সল্টলেক
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১২
দ্বিতীয় প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০১৪

Neither this book nor any keys, hints, comments, notes, meanings, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the President, West Bengal Board of Primary Education.

প্রকাশক
অধ্যাপক ড: মানিক ভট্টাচার্য্য, সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ভবন
ডি. কে. - ৭/১, সেক্টর - ২,
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

# Prelude

It gives us immense pleasure to announce that a Two-year D.El.Ed Course, ODL Mode (approved by N.C.T.E) is about to commence as a result of the collaborative efforts of the WBBPE with the Govt. of West Bengal in the School Education Deptt. after having overcome all the obstacles. This is going to solve the problems of the existing in-service untrained Primary Teachers of our state in the context of N.C.F. - 2005, N.C.F.T.E.-2009 and RTE Act-2009 as well. It has been decided that this two year teacher-training course will be conducted in the Open Distance Learning Mode under the aegis of the West Bengal Board of Primary Education for the next three years. Following the order of the School Education Department, W.B., a team of experts comprising eminent educationists, representatives of N.C.T.E and IGNOU has very sincerely prepared the syllabus, study materials, guide books for the trainees and the Coordinators and Counsellors of the 2 year D.El.Ed Course (ODL Mode) under the supervision of WBBPE. The curriculum and Syllabus of the core papers, four method papers with one compulsory optional paper out of two and four practical papers have been framed. Separate year wise study materials have been prepared for each paper and approved by NCTE.

The WBBPE will be glad if these study materials and guide books, which have been developed following the norms of the Open Distance Learning Mode, prove to be fruitful.

The WBBPE welcomes constructive suggestions and feedback for the improvement of these publications. The West Bengal Board of Primary Education would also like to convey sincere gratitude to all the eminent academicians from the NIOS, NCTE, IGNOU, SCERT, West Bengal DIETs, PTTIs and the Syllabus Committee and all others involved in the process of composition, editing and publication of these books.

December, 2012

President
West Bengal Board of Primary Education

# আমাদের কথা

জাতীয় পাঠক্রমের রুপরেখা - ২০০৫, জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা শিক্ষক শিক্ষণ ২০০৯ শিশুর বিনাব্যয়ে বাধ্যতামুলক শিক্ষার অধিকার আইন - ২০০৯ এর প্রাসঙ্গিক ধারা উপধারা মাথায় রেখে আমাদের ২ বছরের দূর শিক্ষার মাধ্যমে ডি. এল. এড. কোর্সের পাঠক্রম, পাঠ্যবিষয় ও আনুষঙ্গিক বিষয় ও রুপরেখা স্থির করা হয়েছে। এই তিনটি আবশ্যক বিষয় যাতে শিক্ষক শিক্ষিকাগণের ধারণা, কার্য্যপ্রণালী ও চিন্তনের মধ্যে আসে, আমাদের বর্তমান কোর্সের মূল উদ্দেশ্য সেটাই। RTE Act বা শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে সব শিক্ষকের স্পষ্ট ধারনা থাকা প্রয়োজন। শ্রেণি কক্ষে শিক্ষক যে প্রণালীতে বা পদ্ধতিতে বিষয় উপস্থাপন ও আলোচনা করবেন, তাতে তাঁকে মনে রাখতে হবে, শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোযোগ, জিজ্ঞাসাকে সঙ্গী করে নিয়ে তিনি পাঠে অগ্রসর হচ্ছেন। শ্রেণি পাঠনের বেশ কিছু সময় যেন শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে ব্যয় করা হয়।

শিক্ষার্থীদের বিষয় জানবার অধিকার আছে। মনে রাখা দরকার পঠন-পাঠন হবে শিক্ষার্থী বান্ধব এবং শিশু কেন্দ্রিক। অনুসৃত হবে কর্মভিত্তিক, আবিষ্কার ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া। শিশুকে সমস্ত রকম মানসিক ভীতি ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত করে স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশে সাহায্য করতে হবে। শিশুর বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯-এর ২৯নং ধারার আটটি উপধারা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে শিশুর জ্ঞানের উপলব্ধি ও প্রয়োগ ক্ষমতার নিরবিচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন করতে হবে।

শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে আপনার নতুন ভূমিকার কথা আপনি মনে রাখবেন-এই অনুরোধ।

আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টা সফল হবেই।

ডিসেম্বর, ২০১২

অধ্যাপক ডঃ মানিক ভট্টাচার্য্য
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

## *Preface for the Second Edition*

Modules of Two Year D. El. Ed Course were first prepared in the year 2012 for the teachers' training of in-service Primary Teachers of West Bengal through ODL mode. The modules were very much popular to its clienteles and were effective in imparting training. In the mean time the curricula of Primary Education and of regular Two Year D. El. Ed. have been changed. With a view to incorporate those changes in the Primary Teachers' Training the content and style of presentation have also been changed in the modules of Two Year D. El. Ed. (ODL) Course for the next session. Hope this module would enjoy more support from its clienteles. Any suggestion for the improvement of this module will be thankfully received.

With best wishes to all,

December, 2014.

Prof.(Dr.) Manik Bhattacharya

**President**

**WBBPE**

বাংলাভাষা পাঠদানে এবং অনুশীলনে পঃ বঃ বিদ্যালয় বিশেষজ্ঞ
কমিটি প্রণীত বাংলা পুস্তক বিশেষ জরুরি

# সূচিপত্র


**পাঠ একক ১—** প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির প্রচলিত বাংলা (প্রথম ভাষা) পাঠ্যসূচির বিশদ ও পর্যাপ্ত জ্ঞান, মাতৃভাষা শিক্ষার প্রারম্ভিক স্তরে ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

**পাঠ একক ২—** প্রারম্ভিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা।

**২.১—** মাতৃভাষা শিক্ষার বিভিন্ন দক্ষতা

**২.২ —** মাতৃভাষা শিক্ষাদানের কয়েকটি পদ্ধতি

**২.৩—** মাতৃভাষা শিক্ষা সহায়ক উপকরণের গুরুত্ব

**পাঠ একক ৩—** জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

**পাঠ একক ৪—** প্রতিবেদন রচনা, অনুচ্ছেদ রচনা, পত্র রচনা, শিক্ষণ পদ্ধতি (প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত)

**পাঠ একক ৫—** উচ্চারণ ও বানান সমস্যা, তার প্রতিকার ও পদ্ধতিসমূহ।

**পাঠ একক ৬—** সামর্থ্যভিত্তিক প্রাক্ শিক্ষানবিশী পাঠটীকা ও শিক্ষানবিশী পাঠপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ।

**পাঠ একক ৭—** নিরবচ্ছিন্ন-সামগ্রিক মূল্যায়ন ও অভীক্ষাপত্র প্রস্তুতকরণ।

**পাঠ একক ৮—** প্রক্রিয়াভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা।

## পাঠ একক -১

# প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির প্রচলিত বাংলা (প্রথম ভাষা) পাঠ্যসূচির বিশদ ও পর্যাপ্ত জ্ঞান, মাতৃভাষা শিক্ষার প্রারম্ভিক স্তরে ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

**গঠন**

১.১ ভূমিকা

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি

১.৪ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি

১.৫ সারসংক্ষেপ

১.৬ অনুশীলনী

## ১.১ ভূমিকা

প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষাদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়।

- শোনা, বোঝা, বলা, পড়া ও লেখায় ছাত্রছাত্রী যেন পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে —এই দিকগুলি লক্ষ্য রেখে বইটি রচিত হয়েছে।
- প্রারম্ভিক স্তরে শিক্ষার্থীরা বাক্য গঠনের উপায় সহজে শিখতে পারবে।
- প্রারম্ভিক স্তরে ভাষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবে।
- মাতৃভাষা বাংলা পঠন পাঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যেন স্বদেশ প্রীতি, দেশপ্রেম, মূল্যবোধ গড়ে উঠতে পারে, তার সহায়তা করার জন্য বাংলা সাহিত্যের পাঠ্যসূচি রাখা হয়েছে
- বাংলা ভাষার মাধ্যমে সহজ সরল ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে
- শিক্ষার্থীরা তাদের সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

## ১.২ উদ্দেশ্য

- সাধারণ বক্তব্য বোধসহ শোনা, অপরিচিত কথাবার্তা, আলাপ বুঝতে পারবে।
- মৌখিক নির্দেশাবলী শুনে স্বাভাবিক কথা বলতে পারবে।
- যথাযথভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।
- কবিতা, গল্প, জীবনী, সামাজিক জীবনযাত্রাবিষয়ক রচনা, দেশ বিদেশের মানুষের কথা ও শিশুর জীবন কথা. দেশাত্মবোধক গল্প, কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।

- ভ্রমণ কাহিনী, নাটকের অংশ, হাস্যকৌতুক পড়তে ও লিখতে পারবে।
- অপরিচিত বস্তু এবং বিষয়কে অবলম্বন করে ৩/৪ টি বাক্যে লিখতে পারবে। প্রচার পত্র, চিঠি এবং শিশু পাঠ্য পত্রিকা পড়তে ও লিখতে পারবে।
- সুস্পষ্ট ভাবে লিখতে পারবে, যতি চিহ্ন সহ পড়তে পারবে এবং বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের ব্যবহার করতে পারবে, অভিধান ব্যবহার করতে পারবে।

## ১.৩ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি

**প্রথম শ্রেণি :** আমার বই — পাঠ্যপুস্তকে বাংলা, ইংরেজি ও গণিত তিনটি বিষয়কে সমন্বিত আকারে পরিবেশন করা হয়েছে। বইটিতে শিক্ষার্থীকে হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সামর্থ্যে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটি রং বেরঙের ছবি দিয়ে সাজানো। Activity Based Learning বা সক্রিয়তা ভিত্তিক শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী উপভোগ করবে। এতে শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হবে এবং পরবর্তী কালে আগ্রহ বজায় থাকবে। বইটিতে শিক্ষার্থীরা নিজের কাজ নিজে করবে। ফলে বইটি শিক্ষার্থীদের একান্ত নিজের বলে মনে হবে এবং এর আকর্ষণে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এছাড়া বইটিতে শিখনকে আনন্দদায়ক করে তোলার প্রয়াস করা হয়েছে।

এই বইটিকে শিক্ষার্থীর একান্ত নিজস্ব বই হিসেবে শিশুর নাম, মায়ের নাম, বাবার নাম, বিদ্যালয়ের নাম, বাড়ির ঠিকানা ইত্যাদি জায়গা আছে। বিভিন্ন ছবি ও শব্দের মাধ্যমে বর্ণ চিনবে ও ছবিতে যা যা আছে তা চিহ্নিত করবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর নিজে দেখা, চেনা অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ছবিতে রং করে আনন্দ পাবার সুযোগ পাবে। কারণ শিক্ষার শুরুতে শিশু ঘরোয়া পরিবেশের কথা ঘরোয়া ভাষাতে শিখবে। এছাড়া অভিজ্ঞতা লব্ধ শব্দ দিয়ে ছবি দেখে গল্প বলার মাধ্যমে। শিশু ভাষার প্রয়োগ করতে পারবে। ক্রমশঃ শিশু ভাষা পাঠে দক্ষ হয়ে উঠবে।

শিশু প্রকৃতি, জীব জগৎ, জড়ো জগৎ অর্থাৎ পশু-পাখি মাস, ঋতু, ফুল, হাট ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে শিশুর নিজের অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে নিয়ে আরো কিছু জানাতে সচেষ্ট হবে। কর্মপত্রগুলি ভাষা শিক্ষার কৌশলগত দিকের যথেষ্ট গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া শিক্ষাকে আনন্দময়, আকর্ষণীয় ও অপরিহার্য করে তোলার জন্য ছবি আঁকা, রঙ করা, গান ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে। এগুলি বিষয়ের সঙ্গে সমন্বিত।

বর্ণময় ও বৈচিত্র্যময় 'আমার বই' এ শিশু নিজের ভাষাকে অবলম্বন করে সক্রিয়ভাবে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সব কিছু শিখবে। বইটি শিশুর জীবনকেন্দ্রিক ও শিশুকেন্দ্রিক। শিশুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, বক্তব্য এবং তার সক্রিয় অংশ গ্রহণেকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

**দ্বিতীয় শ্রেণি :** 'আমার বই'য়েও বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের সমন্বয়সাধন করা হয়েছে। হাতে কলমে নানা কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট সামর্থ্যে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। রং বেরঙের ছবির সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে শিখন পরামর্শ। প্রথম শ্রেণির বই এর মতো এখানে আনন্দদায়ক করে তোলা হয়েছে।

প্রথম শ্রেণির বইয়ের মতোই শিক্ষার্থীদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে হয়েছে। সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে কর্ম পত্র দেওয়া হয়েছে। বইটিতে যুক্ত ব্যাঞ্জন বর্ণ শেখানোর জন্য যুক্ত ব্যাঞ্জন বর্ণ সম্বলিত শব্দ তৈরী করে বাক্য সমষ্টি রয়েছে। অনুশীলন করার জন্য বা অভ্যাসের জন্য নানা উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। কর্মপত্র ও উপকরণগুলো এমনভাবে রয়েছে, যে শিশুর অজান্তেই নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়ন করা যায়। ভাষায় গঠনগত দিকটি শিক্ষার্থীরা আত্মস্থ

করতে সমর্থ হবে। গানের ও অবতারনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিশুরা আনন্দের সাথে সাথে এর সঠিক সুরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে, এছাড়া ঋতু, পাখি, প্রাণী, পরিবারিক সম্পর্ক, উৎসব, বাড়িঘর ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করবে। সাথে সাথে শিক্ষার্তীর কাঙ্খিত সামর্থ্য অর্থাৎ শোনা, বলা, পড়া, লেখা ইত্যাদি অর্জন করে দক্ষ হয়ে উঠবে।

**তৃতীয় শ্রেণি :** 'পাতা বাহার' বইটি জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা ২০০৫ -ও শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ কে অনুসরণ করে রচিত হয়েছে। গদ্য, পদ্য, সম্বলিত বইটি।

নির্দিষ্ট ভাষামূল বা (Skill) কে কেন্দ্র করে বইটি লেখা, ১০ টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। প্রচলিত গল্প কথার জগৎ হল বইটির মূল 'ভাবমূল'। শিক্ষার্থীরা উপকথার সঙ্গে সঙ্গে মজার ছড়া, কবিতা সাহসিকতার গল্প, মনীষীদের কথা, স্বদেশ কথা, স্বপ্নের কাহিনী প্রতিবাদের গল্প ইত্যাদি বিষয় পড়বে। বিষয়গুলি এক সূত্রে গাঁথা হয়েছে। প্রতিটি পাঠের মাধ্যমে মূলবোধ বা অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। প্রথম পাঠের 'সত্যি সোনা', 'চাষ করি আনন্দে' 'নিজের হাতে নিজের কাজ'-এর মূলভাব 'কাজ ও তার মর্যাদা'। কাজের সঙ্গে আনন্দ মিশবে। দ্বিতীয় পাঠের 'দেওয়ালের ছবি', 'সারাদিন'—এর মূলভাব ছবি আঁকা। তৃতীয় পাঠের 'ফুল' 'আজ দানের ক্ষেতে'-এর মূলভাব হল 'মন ভালো করা প্রকৃতির রং আর সৌন্দর্য'।

চতুর্থ: পাঠের 'সোনা', 'নদী', 'নদীর তীরে একা'-এর ভাবমূল নদী ও তার সংরক্ষণ। পঞ্চম পাঠের 'নৌকা যাত্রা', 'ঢেউয়ের তালে তালে' 'পর্যটন' এর মূলভাব 'পর্যটন ও অ্যাডভেঞ্চার' ষষ্ঠ পাঠ 'গাছেরা কেন চলা ফেরা করে না', 'গাছ বসাব', 'জুঁই ফুলের রুমাল'-এর ভাবমূল 'গাছ -গাছ লাগানোর উপকারিতা এবং গাছ কাটার বিপদ'। সপ্তম পাঠ 'সাথী', 'একা একা থাকতে নেই', 'আরাম', হিংসুটি -এর ভাবমূল 'ঐক্য, বন্ধুত্ব'। অষ্টম পাঠ 'মন কেমনের গল্প', 'দেশের মাটি' এর ভাবমূল 'দেশপ্রেম'। নবম পাঠ -'কীসের থেকে কী যে হয়', 'আগামী', 'উড়ুক্কু ভূত', 'মা ও ছেলে'-এর ভাবমূল 'মজা' ও আনন্দ' এবং দশম পাঠ— 'কে ছিলেন ইশপ', 'পানতা বুড়ি', 'ঘুমিয়ো নাকো আর:-এর ভাবমূল 'শিশুদের তথা মানুষের মধ্যে সুপ্ত থাকা নীতি বোধের উন্মেষ সাধন'।

বিষয়বস্তুর সাথে সাথে শিক্ষার্থীকে ভাষার পাঠ এবং হাতে কলমে কাজের অভ্যাস তথা ভাষা ব্যবহারে দক্ষ করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থী নিজস্ব ভঙ্গি এবং শিশুর নিজস্ব ভাষা শৈলি গড়ে উঠবে। গানের মাধ্যমে শিক্ষার বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ অনুভব করবে এবং একক ও সমবেত আত্মপ্রকাশ করবে। ছবিগুলি শিশু তথা সকলের কাছে ঐতিহ্য ও তাৎপর্যবাহী। 'পাতাবাহার' বইটির বিষয় বৈচিত্র্য থেকে শিশু মজা ও আনন্দ পাবে। খেলার ছলে শব্দ ভান্ডার বৃদ্ধি পাবে, সৃজনাত্মক মনোভাব গড়ে উঠবে, আত্মবিশ্বাস বাড়বে, বৃদ্ধির বিকাশ হবে, চারিত্রিক ও নৈতিক বিকাশ ঘটবে। ভাষা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধন মুক্তির আনন্দ লাভ করবে।

চতুর্থ শ্রেণি : 'পাতাবাহার' বইটি ভাবমূল বিষয়বস্তুর মাধ্যমে জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা এবং শিক্ষার অধিকার আইনকে ভিত্তি করে বাংলা ভাষায় স্বাবলম্বী করা ও মৌলিকতা আনার উদ্দেশ্যে শিশুকে বিষয়বোধে পরিণত করা। নিজের ভাষায় ও সুন্দর হাতের লেখায় গুছিয়ে বলতে পারা ও লিখতে পারার জন্য বিষয়বিন্যাস করা হয়েছে। ভাষায় সামর্থ্য অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের অনুশীলন, সঙ্গীত, ছবি আঁকা, অভিনয়, ইত্যাদি আনন্দময়-উপকরণকে সংযোজিত করা হয়েছে। এখানে নয়টি পাঠ রয়েছে।

বইটি বিষয় বৈচিত্র্যে এবং খেলার বর্ণনায় আকর্ষণীয় ও আনন্দময় হয়ে উঠেছে। বইটির ভাবমূল 'রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ও খেলার জগৎ' কবিতায় ছড়ায়, গল্পে নাটকে দেশবিদেশের রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী। প্রকৃতির বর্ণনা ও বর্ণময় করে তোলা হয়েছে। প্রকৃতি-স্বদেশ-স্বাধীনতা বিষয় গান, মনীষী; বিপ্লবীদের জীবনকথা, দুঃসাহসী মানুষের জীবন কথা, বিশ্ব

ভ্রমণের অভিনব অভিজ্ঞতার বিবরণ, খোলা আকাশের নীচে খেলে বেড়ানো প্রাণ চঞ্চল শিশুদের কলতানে বইটি সমৃদ্ধ। মুক্ত চিন্তা চর্চার পরিসর, বিভিন্ন অর্জিত সামর্থ্যগুলি চর্চার সুযোগ গড়ে উঠবে।

**পঞ্চম শ্রেণি :** 'পাতাবাহার' বই এ শিশুরা আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা লাভ করে সর্বতোভাবে বিকশিত হতে পারবে। প্রথম শ্রেণি থেকে ভাষা তথা মাতৃভাষার যে শিক্ষা শুরু হয়েছে তা শিক্ষা ও প্রকাশের দিক থেকে ক্রমশঃ পরিণমনের দিকে এগিয়ে যায়। বইটির ভাব 'রূপময় প্রকৃতি ও কল্পনা' ছড়া, কবিতা, গান, গল্প এবং নাটকে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও লাবণ্য তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া সঙ্গে মানব মনের কল্পনা যুক্ত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা রূপকথা, বন্ধুত্ব আর সহানুভূতি গল্প জানবে। আদিবাসীদের জীবন কথা, প্রকৃতি-স্বদেশ-স্বাধীনতা বিষয় গান বিপ্লবীও মনীষীদের কথা এবং লোক জীবনের কথাও জানবে। মানুষের কঠোর জীবন সংগ্রাম, তরুণ্যের স্বপ্ন, শিক্ষামূলক কবিতা, শিশু ভোলানো গল্প জানতে পারবে।

পাঠ একক গুলি দলগত ও এককভাবে পড়তে পারবে এবং রস গ্রহণ করবে ও প্রকাশ করবে। এই কাজে সহযোগিতা করবে হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে। ফলে শিশু সামাজিক হয়ে উঠবে এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতা, ভাষাতাত্ত্বিক দক্ষতা, ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। গানগুলি সঠিক সুরে শুনতে পাবে এবং উপযুক্ত সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে। ফলে সাংস্কৃতি মনোভাবাপন্নও হয়ে উঠবে। পাঠ্য বই-এ এ সমস্ত কিছুর মাধ্যমে শিশুর পাঠকে রসময় আনন্দময় করে তুলবে।

## ১.৪ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি

**ষষ্ঠশ্রেণি :** প্রাথমিক স্তরের বাংলা বইয়ের নাম, 'সাহিত্যমেলা' ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্য বইটির নাম 'সাহিত্যমেলা'। এই শ্রেণির বইয়েরও একটি নির্দিষ্ট ভাবমূল আছে। ভাবমূল হল আমাদের 'চারপাশের পৃথিবী' প্রথিত যশা সাহিত্যিককের রচনায় বইটি সমৃদ্ধ। লেখাগুলোর মধ্যে চারপোশের জগতের বিভিন্ন অভিমুখ প্রকাশিত হয়েছে। ছড়া, গানে, গল্পে, গদ্যে, ছবিতে কাহিনীর মধ্য দিয়ে চারপাশের জগতের বৈচিত্র্যময় দিকে ফুটে উঠেছে। পশু-পাখী, কীট, পতঙ্গ, পাহাড়-পর্বতের সঙ্গে সঙ্গে উৎসব, খেলাধূলা, বিনোদন প্রভৃতি অবিচ্ছেদ্য বিষয়ও এর সাথে যুক্ত হয়েছে।

ফলে জগতের প্রাণময় অস্তিত্ব শিক্ষার্থীর কাছে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ ও এই বইটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ সক্রিয়তা ভিত্তিক শিখন সম্ভার রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের পাঠে উৎসাহিত করা এবং ভাষাপাঠে আরও দক্ষ ও সমৃদ্ধ হবার জন্য প্রচেষ্টা করা হয়েচে। এছাড়া দ্রুত পঠন বইটি সুকুমার রায়ের 'হযবরল'। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য রঙিন কল্পনার অবসর রয়েছে।

**সপ্তম শ্রেণি :** সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট 'সাহিত্য মেলা' বইটি জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী রচিত। এই বইয়ের ভাবমূলটি হল 'সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান' ছড়া, কবিতা, গান, গল্প, নাটকে সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। সঙ্গে মানব মনের কল্পনা যুক্ত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের গল্প, ভাষা আন্দোলনের গদ্য ও কবিতা, শিল্পী ও চিত্রকরের আত্মকথা; ছবি আঁকার গল্প, গানের গল্প, জাদু কাহিনি, খেলার গল্প, চিঠি, নাটক, প্রকৃতি-স্বদেশ-স্বাধীনতা বিষয়ক গান, মনীষী ও বিপ্লবীদের কথা জানতে পারবে। বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করে নিজেই আয়ত্ব কবে এবং ধারণাকে যুক্তি প্রয়োগের সাথে সাথে ভাষা নৈপুণ্যে প্রকাশে সমর্থ হবে। চিঠি লেখা, গল্প সম্পূর্ণ করা ওবং অনুচ্ছেদ লেখা ইত্যাদি সক্রিয়তাভিত্তিক কাজগুলি রয়েছে। শিক্ষার্থীর সৃষ্টিমূলক কাজকর্ম করার চিন্তা ভাবনা ও তা সম্পন্ন করার ক্ষমতাও অর্জিত হবে। শিক্ষামূলক কাজকর্মের দ্বারা শিক্ষার্থী পরিনমনের দিকে এগোতে থাকবে। এবং মৌলিক প্রকাশ

ভাবনার অধিকারী হবে। যে সকল গান আছে সেগুলি সঠিক সুরে শুনবে এবং সাংস্কৃতিক ভাবনার ক্রিয়াকলাপের দিকে অগ্রসর হয়ে নিজেকে প্রকাশ করবে।

এই শ্রেণি শিক্ষার্থীদের দ্রুত পঠন হিসেবে লীলা মজুমদারের উপন্যাসে ‘মাকু’ সংযোজিত হয়েছে। এখানে কল্পনার রঙিন পরিসর রয়েছে। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী পড়ার সামর্থ্য অর্জন করবে এবং অভিজ্ঞতার দিকে অগ্রসর হবে।

**অষ্টম শ্রেণি :** অষ্ঠম শ্রেণির বইটিরও একটি নির্দিষ্ট ভাবমূল আছে। ফলে শিক্ষার্থী সমৃদ্ধ ও পরিণত অভিজ্ঞতা নিয়ে উচ্চ পাঠ্যক্রমের দিকে অবলীলায় অগ্রসর হতে পারবে।

অষ্টম শ্রেণির ‘সাহিত্যমেলা’ বইটিরও ভাবমূল হল ‘বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি’। শিক্ষার্থীরা বন্ধুত্ব সমানানুভূতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বইটির বিভিন্ন পাঠে পড়বে। অন্যান্য শ্রেণির সঙ্গে ও সামঞ্জস্য রয়েছে। রয়েছে গান, কবিতা, গল্প। খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিকদের রচনার দ্বারা বইটি সমৃদ্ধ হয়েছে। লেকাগুলির মাধ্যমে বন্ধুত্ব ও সমানুভূর্তি বিভিন্ন অভিমুখ ও তার বিচিত্র প্রকাশ ধরা পড়েছে। সক্রিয়তা ভিত্তিক শিখন সম্ভার ও রয়েছে এই বইয়ে। মূল্যায়নের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে। ফলে শিক্ষার্থীরা মুক্ত চিন্তার চর্চার পরিসর পাবে এবং বিভিন্ন অর্জিত সামর্থ্য গুলির ও চর্চার সুযোগ পাবে।

অষ্টম শ্রেণিতেও দ্রুত পঠন হিসাবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের সম্পাদিত রূপ ছোটোদের ‘পথের পাঁচালি’ সংযোজিত হয়েছে। এই বইটিতে ও কল্পনার রঙিন পরিসর রয়েছে। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীকে বই পড়ার সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতার দিকে এগিয়ে দেবে। বইয়ের শেষে শিখন পরামর্শও যুক্ত হয়েছে।

**আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন - (Check your progress - ১ )**

১। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ‘আমার বই’ এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

২। বর্তমানে শ্রেণি শিক্ষণের মূল ভিত্তি ক’টি ও কি কি?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

৩। তৃতীয় শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের নাম কি?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

৪। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা বইয়ের নাম কি?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

৫। সপ্তম শ্রেণির দ্রুত পঠন বইটির নাম কি এবং কার লেখা?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

## ১.৫. সারসংক্ষেপ

জ্ঞানের প্রায় সমস্ত শাখাতেই মাতৃভাষার অবাধ বিচরণ, তাই "মাতৃভাষার জন্য, শিক্ষা প্রায়োজন"—একথা অসত্য নয়, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের জন্য মাতৃভাষাই আজ শিক্ষার বাহন। সে কথা মনে রেখেই প্রাথমিক স্তর থেকেই মাতৃভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

যা বলা হচ্ছে তা বোঝার ক্ষমতা এবং লিখিত ভাষাকে বোঝার ক্ষমতা অর্জন করবে। বক্তব্যের মাধ্যমেও লিখিতভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে। আমাদের অনুভূতি গুলিকে সহজ ও সাবলীল ভাবে প্রকাশ করতে পারি। শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে লিখতে, পড়তে মাতৃভাষার স্বচ্ছ জ্ঞান থাকা দরকার, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ ও সংযুক্ত বর্ণগুলির যথাযথ পরিচিতি, গঠন বৈশিষ্ট্য ও উচ্চারণ শিক্ষার্থীদের অবহিত করানো দরকার। মাত্রা ব্যবহার, কার, ফলা প্রভৃতি সম্পর্কে ও যথার্থ জ্ঞান থাকা দরকার।

- ❑ শব্দ ভান্ডার বৃদ্ধি ও প্রয়োগ কৌশল আয়ত্ত করবে।
- ❑ সঠিক বানান শেখা ও প্রয়োগের মাধ্যমে শুদ্ধ ভাষা লেখার ক্ষমতা অর্জন করা একান্ত জরুরি।
- ❑ ব্যাকরণ চর্চার মধ্যদিয়ে শুদ্ধ ভাবে লেখার কৌশল আয়ত্ত করবে, কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি অনুশীলনের মাধ্যমে কবিতার সার্থক রসাস্বাদন করতে সমর্থ হবে।
- ❑ ছন্দ ও অলংকার সম্বন্ধে পরিচিতি ঘটবে।
- ❑ ছেদ চিহ্নের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষার্থী সমর্থ হবে।
- ❑ সর্বোপরি ব্যাকরণ পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সঠিকভাবে মাতৃভাষা শুদ্ধভাবে লিখতে, বলতে ও পড়তে পারবে।

## ১.৬ অনুশীলনী

১। জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা—২০০৫ এর মূলকথা কি এবং প্রারম্ভিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে কি ভাবে এর প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে?

২। শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ এর বৈশিষ্ট্যগুলি কিভাবে বিদ্যালয়ে এবং মাতৃভাষা বাংলায় প্রয়োগ করবেন — তা লিপিবদ্ধ করুন।

## পাঠ একক —২

# প্রারম্ভিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

**গঠন**

২.১ সূচনা/ভূমিকা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ ধারণা

২.৪. মাতৃভাষা শিক্ষার বিভিন্ন দক্ষতা/স্তর

২.৫ মাতৃভাষা শিক্ষাদানের কয়েকটি পদ্ধতি

২.৬ মাতৃভাষা শিক্ষার সহায়ক উপকরণের গুরুত্ব

২.৭ অনুশীলনী

## ২.১ সূচনা/ভূমিকা:

মানুষের অন্তরের ভাবজগৎ আর বাইরের বস্তু জগৎ — এই দুইয়ের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র হল ভাষা। সামাজিক মানুষ একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করে মাতৃভাষার মাধ্যমে। এই ভাষা সে পেয়েছে মায়ের মুখ থেকে। আলো, বাতাস ও জলের মতই একান্ত স্বাভাবিকভাবে ও অজ্ঞাতসারে এই ভাষা সে সংগ্রহ করেছে। এই মা কেবল জন্মদাত্রীই নন জন্মভূমিও বটে। আত্মপ্রকাশের দিক দিয়ে মাতৃভাষার তুল্য আর কোন ভাষাই নেই।

## ২.২ উদ্দেশ্য :

- শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল শিশুর সর্বাঙ্গীন আত্মপ্রকাশ।
- বুদ্ধি ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র। প্রত্যেকেই পৃথক পৃথকভাবে নিজেকে বিকশিত করে তুলতে চেষ্টা করছে। তাই ভাষা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল আত্মবিকাশ।
- মাতৃভাষাই হল মানুষের চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ মাধ্যম।

## ২.৩ মাতৃভাষা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা :

- জর্জ Sampson তাঁর 'English for the English' গ্রন্থে বলেছেন— 'for an English boy English is a condition for existance rather than a subject of instruction. It is an in-escapable circumstance of the life and concerns every English man from the cradle to the grave. It is part of child's intimation into the life of man ' বাংলা ভাষাভাষীদের পক্ষেও এটি সমভাবে প্রযোজ্য।

## মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব :

- ভাষা চর্চার মাধ্যমে শব্দ ভান্ডার বৃদ্ধি পায়। শব্দের অর্থ ও মর্ম গ্রহণ করতে পারে।
- নতুন নতুন শব্দ গঠনের মাধ্যমে শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।
- বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ-এর মাধ্যমে গদ্য ও পদ্য রচনা করতে পারে।
- মাতৃভাষার একটি স্বতন্ত্রমূল্য আছে আমাদের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে।

## প্রাথমিক স্তরে বাংলাভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য :

- অপরের কথা শুনে যথাযথভাবে বুঝতে পারা।
- সুস্পষ্ট উচ্চারণে অর্থপ্রকাশ সহজভাষায় কথা বলে অন্যের বোধগম্য করে প্রকাশ করতে পারা।
- অপরের হাতের লেখা, চিঠি-পত্র, সংবাদপত্র, বই ইত্যাদি সাবলীল ভাবে পড়তে পারা এবং রচনার অর্থ উপলব্ধি করতে পারা।
- স্পষ্ট, সুন্দর ও মোটামুটি দ্রুত হস্তাক্ষরে লিখতে পারা।
- অভিধান ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে শেখা।
- ইতিহাস, ভুগোল, বিজ্ঞান-আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলি থেকে মত আহরণ করা।
- উৎকৃষ্ট শ্রেণির সাহিত্য, মনীষীদের জীবনী প্রভৃতি পাঠের মাধ্যমে মহৎ ব্যক্তিদের মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

## প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা :

- শিশুর শিক্ষাসূচিতে ভাষার স্থান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভাষা ভাবচিন্তার ধারক। ভাষার মাধ্যমেই শিশু তার অনুভূতি, কল্পনা, ইত্যাদি, মৌখিক বা লিখিত রূপে প্রকাশ করে থাকে।
- সঠিকভাবে, ভদ্রভাবে এবং জড়তাবিহীনভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হয়।
- নিজের মনোভাব ও বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় যুক্তি সহ প্রকাশ করতে পারে।
- স্বাধীন চিন্তা ও সুরুচিকর আত্মপ্রকাশ এর ভিতর দিয়ে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের কাজে ছাত্রছাত্রীরা অনুপ্রানীত হবে।
- বাংলা ভাষার শিক্ষক হিসাবে আপনার দ্বায়িত্ব—আপনি কেবলমাত্র বাংলা ভাষা জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন না আপনি স্বাধীন জাতির মাতৃভাষা শিক্ষা দিচ্ছেন। ভাষার প্রতি মর্যাদা বোধ গড়ে তোলার দায়িত্ব আপনার।

## প্রয়োগগত দিক ঃ

- প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য গুলি মনে রেখেই প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে।
- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে দেখা, চেনা, শোনা, বলা, পড়া ও লেখার উপর গুরুত্ব দিয়ে শিশুর স্বাধীনভাবে পড়তে ও লিখতে পারার কাজটি সহজ করা হয়েছে।

- কঠিন শব্দ আয়ত্ত করা ও তার দ্বারা নতুন নতুন বাক্য গঠন রীতি শিখবে।
- সুর, তাল, ছন্দ, লয় ইত্যাদি উপলব্ধি করতে পারবে।
- প্রখ্যাত সাহিত্যিক মনীষীদের সাহিত্য রচনার রস গ্রহণ করতে পারবে।
- "অভিধান" অংশ থেকে শব্দভান্ডার বৃদ্ধি পাবে।

**আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন**

**ক)** প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব কী?

______________________________

______________________________

______________________________

**খ)** বাংলাভাষার শিক্ষক হিসাবে আপনার দায়িত্ব সম্বন্ধে দুচার কথা বলুন।

______________________________

______________________________

______________________________

**গ)** মাতৃভাষার বিষয়গুলির প্রয়োগগত দিক থেকে উদ্দেশ্যগুলির অন্যতম চারটি দিক উল্লেখ করুন।

______________________________

______________________________

______________________________

**সারাংশ :**

শিশু স্বাভাবিক ভাবেই মায়ের মুখ থেকে এই ভাষা শিখে থাকে তাই এর নাম মাতৃভাষা। এই ভাষা শুনে যেটুকু শেখা যায় তাতে শিশুটির দৈনন্দিন চিন্তা ও কথার প্রয়োজনীয়তা মেটে কিন্তু মানসিক বৃত্তি গুলির বিকাশ সাধন করতে হলে মাতৃভাষার গুরুত্ব দরকার।

সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মাতৃভাষা শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা শিক্ষাবিদরা আলোচনা করেছেন এবং মাতৃভাষার গুরুত্ব কেবল নয় মর্যাদাও বৃদ্ধি করেছেন।

**প্রশ্নকরণ :**

- প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের সময় মাতৃভাষার গুরুত্ব কতখানি :

- শিক্ষা ও কর্মজীবনের কী কী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষক ছাত্রকে বাংলা পড়াবেন?
- মাতৃভাষার নির্দিষ্ট বিষয়গুলি আলোচনা করে উদ্দেশ্যগুলির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করুন।

## ২.৪ ভাষাশিক্ষার বিভিন্ন স্তর / দক্ষতা

**সূচনা :**

শিশু তার নিজের পরিবেশ থেকেই যথেষ্ট সংখ্যক শব্দ শেখে এবং বাক্যে প্রয়োগ করে। লিপিজ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত তার মুখের শব্দ শোনা ও বলার অধ্যায় ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকে। সে তখন লিখতে পারে না। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমানে বলতে পারে ও শুনে বুঝতে পারে। সুতরাং বলা যেতে পারে—ভাব প্রকাশের প্রাচীনতম প্রণালী বলা ও শোনা।

**উদ্দেশ্য : ভাষা শেখার উদ্দেশ্য হল চারটি :**

- ভাষা শুনে বুঝতে পারা
- ভাষাটিকে কথায় ব্যবহার করতে পারা
- ভাষার লিপিরূপ পড়তে পারা
- নিজে লিপিরূপ ব্যবহার করতে পারা

অর্থাৎ ‘‘কথা শোনা’’ আর ‘‘কথা বলা’’—এই দুটিতে দক্ষতা অর্জন করতে হলে দরকার সুপরিকল্পিত ও মনোবিজ্ঞান সম্মত প্রণালী।

**ধারণা :**

ভাষা শিক্ষার অনেকাংশই নির্ভর করে পরিবেশের উপর। মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশু যে পরিবেশে বড় হয়ে ওঠে তার মধ্যে ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ থাকে না। সেই কাজটি করবে বিদ্যালয়। ভাষা শিক্ষার চারটি দিক হল : শোনা, বলা, পড়া এবং লেখা।

শোনা ও বলা— এর মাধ্যমে ভাব গ্রহণ করে।

পড়া ও লেখা — এর মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করে।

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শোনা, বলা, পড়া, লেখা—চারটি দিক পরস্পর নির্ভরশীল এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শোনা ও বলার কাজটি একই সঙ্গে চলতে থাকে।

**চেনা, বোঝা, শোনা ও বলার বৈশিষ্ট্য**

শিশু তার দৈনন্দিন জীবনে দেখা বস্তুগুলো চিনবে ও চিহ্নিত করতে পারবে।

- শিশুর বলা ও শোনার মধ্যে অনেক ত্রুটি থাকে। শিক্ষক হিসাবে আপনার কাজ সেগুলি আবিষ্কার করা ও তা দূর করা।

- শোনার উদ্দেশ্য হল অন্যের কথা শুনে তার মর্মার্থ বুঝতে পারা
- বাক্য ব্যবহৃত শব্দেগুলির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারা
- শব্দগুলিকে শুনে যথাযথভাবে অনুকরণ করতে পারা

  উপযুক্তভাবে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারা কারণ শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে বলা এবং শোনার কাজটি সম্পন্ন হয় মাতৃভাষাতেই। শিক্ষার্থী শোনার দক্ষতা কতটা অর্জন করছে তা জানার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখবেন।

- অনেক কথা শোনার পর শিশু তার মর্মার্থ বলতে পারে কিনা
- শ্রুত বিষয়গুলি মনে রাখতে পারে কিনা
- শ্রুত বিষয়গুলি মনে রেখে সঠিক উত্তর বলতে পারে কিনা
- হুবহু মনে রাখতে পারে কিনা
- নিজের পালা আসা পর্যন্ত ধৈর্য্য ধারন করতে পারে কিনা।
- অন্যের কথা শোনার সময় মনোযোগী থাকে কিনা

**বলা বা কথন :**

কথোপকথন বা কথাবার্তা আসলে কী? বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় এর প্রথম উদ্দেশ্য হল : শিশু নিজের ভাবনা স্পষ্ট, সরল, শ্রুতি মধুর শব্দে বলতে পারবে।

দ্বিতীয়ত ঃ কখন কথা বলতে হয় অথবা কথা বলার স্থান, কাল, সময় আছে। অর্থাৎ পরিস্থিতি অনুযায়ী বলতে পারা।

তৃতীয়ত ঃ তর্কপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করা বা বলতে পারা।

চতুর্থত ঃ কথাবার্তার অন্যতম উদ্দেশ্য শিশুকে সফল বক্তা হতে তালিম দেওয়া।

পঞ্চমত ঃ ভাষা শৈলী বা রীতি (Style) আয়ত্ত করা।

**শোনা ও বলার তাৎপর্য ঃ**

ভাষাতাত্তিকগণ প্রমাণ করেছেন—মাতৃভাষা বলতে শিখলে লেখা ও পড়ার কাজটি তাড়াতাড়ি শেখা যায়। এর জন্য তিনটি স্তর হল—

**প্রারম্ভিক প্রস্তুতি :**

শিশু বিদ্যালয়ে আসার সময় প্রায় দেড় দু হাজার শব্দ আয়ত্ত করে আসে। তা সত্ত্বেও "কথন শক্তি" বিকাশে শিক্ষক সচেতন থাকবেন।

**পরিবেশ :**

বিদ্যালয়ের ভুমিকা ঃ বিশেষভাবে নজর দেবেন নিম্নলিখিত দিকগুলিতে—

(ক) শিশু যেন স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে

(খ) কথা বলার ভঙ্গী হবে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল

(গ) বক্তব্য বিষয় হবে অর্থবোধক

(ঘ) নতুন নতুন শব্দ বাক্যে প্রয়োগ করতে পারা এগুলির মাধ্যমে শিশুর ভাষা হয়ে উঠবে ------- মার্জিত।

শিশু যে পরিবেশ থেকে আসে সেই পরিবেশের প্রভাব থাকে তার কথন রীতির মধ্যেই। শিশুর প্রাক লিখন ও পঠন স্তরে এই সব দোষ ত্রুটি প্রয়োগগত দিকগুলির মাধ্যমে সংশোধন করতে হবে আপনাকে। তার ত্রুটি তাকে ছোট থেকেই বুঝিয়ে ও দেখিয়ে দেওয়ার দায় শিক্ষককেই নিতে হবে সহানুভূতির সঙ্গে।

তাই শোনা ও বলা দুটি পৃথক কাজ হলে উভয় কাজ চলবে একসাথে।

- শিক্ষক নজর দেবেন নিম্নলিখিত দিকগুলিতে—
- যাতে স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে
- বাচনভঙ্গী হবে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল
- নতুন নতুন শব্দ বাক্যে প্রয়োগ করতে পারা

এগুলির মাধ্যমে শিশুর ভাষা হবে মার্জিত ও সুরুচিপূর্ণ।

## প্রক্রিয়া বা প্রয়োগগত দিক

বিদ্যালয়ে শিশুর শোনা ও বলা অভ্যাসের জন্য— শিক্ষক/শিক্ষিকা নিম্নলিখিতভাবে সুযোগ করে দিতে পারেন—

**শোনার ক্ষেত্রে :** প্রথম শ্রেণির বইতে দেখা যায় ছড়া, ছবির প্রাধান্য। ছড়া শুনবে ও আবৃত্তি করবে, গল্প শুনবে এবং বলার চেষ্টা করবে।

**বলার ক্ষেত্রে :** প্রার্থনা সভা, খবর বলা, ভ্রমন/পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ, স্বাস্থ্য পদ্ধতি/প্রকৃতি বা আবহাওয়া পদ্ধতি, দিন পদ্ধতি ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের দ্বারা পূরণ ও পঠনের ব্যবহার রাখলে শোনা ও বলার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

**শোনা ও বলার ক্ষেত্রে ত্রুটি :**

- অপরের কথা ধৈর্য্যে ধরে শোনা এবং নিজের পালা আসলে পরে কথা বলার মত সামাজিক অভ্যাস গঠন মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও কিছু কিছু দোষ বা ত্রুটিও লক্ষ্য করা যায়।

  যেমন : নাকীসুরে কথা বলা, তোতলা শোনা, হীনমন্যতাবোধ, অতি দ্রুত কথা বলা, বিড়বিড় করা, গানের সুরে কথা বলা ঃ
- পাঠের দ্বারা ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন ও আনন্দ প্রাপ্তি।
- কল্পনাশক্তির প্রকাশ, নীতিবোধ তথা ভালমন্দ বোধ এবং চরিত্র গঠন।

## পড়া ও লেখা :

**পড়া (সূচনা) :** শুনে শেখার পরের স্তর হল পড়া। পড়া হল দুধরনের সরব পাঠ ও নীরব পাঠ। অক্ষর পরিচয় হবার পর সে শব্দ ও বাক্য পড়তে শেখে। পাঠ কৌশল আয়ত্ত করাই হল প্রাথমিক অভিপ্রায়। তারপর হবে ভাষা শিক্ষার পাঠ এবং সব শেষে সাহিত্য শিক্ষার পাঠ।

**প্রাথমিক স্তরে পড়ার উদ্দেশ্য :**

- অক্ষর পরিচয়ের অনুশীলন
- প্রত্যেকটি বর্ণের শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ
- বাক্য ও অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত শব্দাবলীর জ্ঞান ও ধারণা
- বাক্যের বোধ ও প্রয়োগ দক্ষতা
- পঠিত বিষয়টি অনুধাবন করতে পারা
- 'যতি' চিহ্নের অনুসরণ করে পড়তে পারবে
- পাঠ্য বিষয়ের ভাব ও অর্থ উপলব্ধি করবে
- প্রয়োজনে পাঠিত বিষয় গুছিয়ে বলতে পারবে
- স্বর গ্রামের উচ্চতা-নীচতা রক্ষা করে বিষয়টি শ্রোতার মনে মুদ্রিত করে দিতে পারবে
- সম্ভবত দ্রুততার সঙ্গে পাঠ করতে পারবে

## পঠন প্রস্তুতির ধারণা

এর জন্য নিম্নলিখিত দক্ষতা প্রয়োজন

- শিশুর উপযুক্ত মানসিক ও দৈহিক পুষ্টি
- উপযুক্ত দৃষ্টি বা চক্ষুচালন ক্ষমতা
- সরু ও মোটা রেখার পার্থক্য বোধ
- বাংলা ভাষার মাধ্যমে শ্রবণ ও কথন দক্ষতা
- বাকযন্ত্রের যথাযথ ব্যবহার দক্ষতা
- পুস্তক পাঠে আগ্রহ
- বিদ্যালয়ের পরিবেশকে মানিয়ে নেওয়া
- শিক্ষকের নির্দেশাবলী অনুসরণ করার ক্ষমতা

## তাৎপর্য

- শব্দভান্ডার ও যুক্তিভান্ডার বৃদ্ধি করা এবং প্রয়োগ দক্ষতা অর্জন করাই পাঠের অন্যতম লক্ষ্য।
- বিভিন্ন লেখকের রচনার শৈলীর সাথে পরিচিত হওয়া, ভাব গ্রহণ করা এবং শিশুর বোধশক্তির বিকাশ সাধন করা।

## আপনার অগ্রগতি যাচাই করুণ :

১. ভাষা শিক্ষার চারটি উদ্দেশ্য লিখুন

______________________________________

২. ভাষার দৃশ্যরূপ ও ধ্বনিরূপ গুলি লিখুন

৩. কিভাবে বুঝবেন শিশুর শোনার দক্ষতা অর্জন করেছে?

**পঠনের প্রকারভেদ :**

১ পঠন দু প্রকারক (ক) সরবপাঠ, (খ) নীরবপাঠ

স্বরের সহিত পাঠ অর্থাৎ জোরে জোরে পাঠ করাকে বলে সরবপাঠ। আদর্শ পঠনের বৈশিষ্ট্য হল—

পাঠটি হবে
- শুদ্ধ উচ্চারণ সমন্বিত পাঠ
- প্রাঞ্জল ও সাবলীল
- প্রত্যেকটি অক্ষরের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে স্বর উচ্চারণের বিশেষ ভঙ্গী বা ‘‘আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী”—অতিশয়োক্তি থাকলেও এর মূল্য অপরিসীম। আবৃত্তির দিকে শিশুকে অবহিত করা কারণ হলো ‘‘আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রানাং বোধাপই গরিয়সী”।—অতিশয়োক্তি হলেও এর মূল্য অপরিসীম।
- পাঠের মধ্যে থাকবে মাধুর্য্য ও সহানুভূতি।

**সরব পাঠের উদ্দেশ্য**

- অক্ষর নিরিখের অনুশীলন
- প্রত্যেকটি অক্ষরের সুষ্ঠ উচ্চারণ
- কণ্ঠস্বরের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা
- আঞ্চলিক মুদ্রাদোষগুলিকে সংশোধন করে বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ
- পারিবারিক প্রভাবে যে উচ্চারণ তাকে সংশোধন করা।

**সরব পাঠের অভ্যাস গঠন**

(১) একক পাঠ, (২) সমবেত পাঠ

প্রাথমিক স্তরে সমবেত পাঠকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

## সরব পাঠের প্রক্রিয়া

- ভাষার অর্থ স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা
- গদ্যাংশ বা পদ্যাংশের ছন্দ মাধুর্য অনুভব করা
- সেই অনুভবকে প্রকাশ করা।
- সরব পাঠ একক ও সমবেতভাবে দেওয়া যেতে পারে।

## সরব পাঠের প্রয়োজনীয়তা

- অক্ষর পরিচয়ের অনুশীলন ও সুষ্ঠু উচ্চারণের দ্বারা শিশুর শব্দভান্ডার যেমন বাড়তে থাকে তেমনি সত্যকার উচ্চারণ শিক্ষাও হয়ে থাকে।
- পাঠকে শ্রুতিমধুর করার জন্য বাকযন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ ভঙ্গীটি রপ্ত করানো যায় কারণ শিশুকালে শিশুর বাগযন্ত্র নমনীয় ও পরিবর্তনক্ষম থাকে। তাই বিশুদ্ধ উচ্চারণের এটাই সময়।
- শ স ষ—কে অনেক S দিয়ে উচ্চারণ করে। র-ড়-এর ব্যবহারের ল-ন য়ে ব্যবহার—এই ধরনের ভুল উচ্চারণ সংশোধন করতে হলে শিশুকাল থেকে প্রত্যেক টি বর্ণের সরব উচ্চারণ অনুশীলন করানো দরকার।
- শিশুর বদ অভ্যাসের ফলে যে বিকৃতি ঘটে-তোতলা, ঘন ঘন নিঃশ্বাস, খুব টেনে কথা বলা ইত্যাদি এগুলিকে যত্ন,স্নেহ, সহানুভূতির সঙ্গে শিক্ষক ধৈর্য্য ধরে সরব পাঠের অনুশীলন দ্বারা ধীরে ধীরে দুর করবেন।
- যে শিক্ষক বাংলা পড়াবেন, বাংলা শব্দের আদর্শ উচ্চারণ সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট ধারণা প্রয়োজন।সরব পাঠে অনেক সময় মনোসংযোগ বিক্ষিপ্ত হতে পারে।

## সরব পাঠের অভ্যাস গঠন

- শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠটি ‘যতি’ চিহ্নের অনুসরণে জীবন্ত করে তুলে ধরবেন।
- অনুচ্ছেদ অনুসারে ছাত্রদের সরব পাঠ করাবেন।
- পাঠের সময় যে সব ত্রুটি দেখা দেয় তা অন্য ছাত্রর সাহায্যে বা নিজে দূর করে দেবেন।
- সরব পাঠ অভ্যাস করানোর সময় উচ্চারণ, স্বর, লয়, গতি ও প্রবাহ অব্যাহত ও যথাযথ হল কিনা-তা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন।
- প্রাথমিক স্তরে ব্যক্তিগত সরবপাঠ এবং একত্র বা কোরাস সরবপাঠ অভ্যাস করাবেন যাতে পিছিয়ে পড়া শিশুরাও অংশ নিতে পারে।

**সরব পাঠের সুবিধা :**

- শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে ভাব বিনিময় হয়।
- সরব পাঠের মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণ শব্দ স্পষ্টউচ্চারিত হয় ফলে উচ্চারণে ভুল থাকলে তা সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন হয়।
- সরব পাঠের মাধ্যমে কণ্ঠস্বরের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকায় পাঠ শ্রুতি মধুর হয় (কবিতা আবৃত্তি -উদাহরণ হিসাবে বলা হয়।)
- সরব পাঠের শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ ভাষাকে একটি বলিষ্ঠ ও স্থায়ী রূপ দিতে সাহায্য করে।
- এতসব সুবিধা থাকলে এর কতগুলি ত্রুটিও লক্ষ্য করা যায় যেমন
- সরব পাঠে সময় ও শ্রম বেশি লাগে।
- দীর্ঘ সময় ধরে সরব পাঠে মানসিক ক্লান্তি আসে।
- সরব পাঠে অনেক সময় মনসংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে।
- এমন কিছু বিষয় যেমন-গল্প, উপন্যাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জটিল বিষয় যা সরব পাঠে মোটেই উপলব্ধি হয় না।

**আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন**

(১) পড়া বা পাঠের প্রধান চারটি উদ্দেশ্য লিখুন

________________________________________

________________________________________

________________________________________

(২) পঠনের তাৎপর্য-তিনটি গুরুত্ব লিখুন

________________________________________

________________________________________

________________________________________

(৩) সরবপাঠের অভ্যাস গঠনে আপনার ভূমিকা সম্বন্ধে লিখুন

________________________________________

________________________________________

________________________________________

**নীরব পাঠঃ সূচনা—**

- পাঠের তিনটি দিক আছে যথা-পাঠ (Reading), ব্যাখ্যা (Explanation) ও বিচার বিশ্লেষণ (Analysis of thoughts)—এর পরেই প্রয়োজন নীরবপাঠ। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর নৈপুণ্য অর্জন (Skill Lesson) করতে হলে নীরব পাঠ দরকার।

## উদ্দেশ্য

- শ্রেণি বাড়ার সাথে সাথে পাঠের পরিধি বাড়ছে। সরব পাঠে সময় লাগে। উচ্চ শ্রেণিতে এত পঠনীয় বিষয় সরবে পড়বার সময় কোথায়? তাছাড়া পরিশ্রম বেশি। তাই নীরব পাঠ দরকার।
- নীরব পাঠের মাধ্যমে বস্তুর মর্ম-অনুধাবন করবে ও পাঠের রস উপলব্ধি করতে পারবে।
- নীরব পাঠ হল সরব পাঠের পরিণতি। সরব পাঠ মূলত নিম্নশ্রেণির জন্য কিন্তু বয়স ও শ্রেণি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নীরব পাঠে রূপান্তরিত হবে।

**নীরব পাঠের অভ্যাস গঠন :**

- দীর্ঘকালীন পাঠে সরব পাঠের চেয়ে নীরব পাঠই শ্রেয়। কারণ এতে শিশু সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে না।
- পাঠ্যবস্তুর রস আস্বাদন করতে হলে নীরব পাঠ আবশ্যক।
- অনেক ছাত্র যখন পড়াশুনা করে তখন নীরব পাঠ অধিক প্রয়োজন।
- পঠনে দ্রুততা আনার জন্য নীরব পাঠ অভ্যাস করা উচিত।
- প্রবন্ধ, জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক রচনা নীরব পাঠের দ্বারা অধিগত হয়।
- নীরব পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠককে বিষয়বস্তুর প্রতি চিন্তা করতে সাহায্য করে।
  বৃহত্তর জীবনে নীরব পাঠই শ্রেষ্ঠ পাঠ।

**পাঠের কিছু ত্রুটি আছে :**

- প্রাথমিক স্তরে শিশু স্বভাব চঞ্চল বলে নীরব পাঠে মন দিতে পারে না।
- নীরব পাঠের মাধ্যমে পঠনের ত্রুটি সংশোধন হয় না।
- নীরব পাঠে কবিতা বা অভিনয়ের রস পাওয়া যায় না।
- নীরব পাঠে চোখ বইয়ের উপর থাকলেও মন নানা অলস চিন্তায় ঘুরে বেড়ায়।

**সারাংশ :**

- শিক্ষার্থীর জীবনে সরব পাঠ ও নীরব পাঠ দুটোই প্রয়োজন। নীচু শ্রেণিতে সরব পাঠ একান্ত প্রয়োজন। বয়স এবং শ্রেণি যতই বাড়তে থাকে সরব পাঠের ক্ষেত্র ততই কমতে থাকে। বলা যায় নীরব পাঠের প্রস্তুতি চলে সরব পাঠের মাধ্যমে। আর সরব পাঠের পরিণতি হল নীরব পাঠ।

**প্রশ্নকরণ :**

১ বলার বা কথনের ক্ষেত্রে দুটি ত্রুটির উল্লেখ করুন।

২ শোনা ও বলা -কাজ দুটি কি পৃথক পৃথক ভাবে চলবে?

৩ সরব ও নীরব পাঠ একে অপরের পরিপূরক আলোচনা করুন।

**আদর্শ শিখনের অভ্যাস গড়ে তোলার পদ্ধতি :**

## সূচনা :

শিশু মাতৃভাষা বলতে শেখে অজ্ঞাতসারে এবং স্বাভাবিক ভাবেই কিন্তু লিখতে শেখে অত্যন্ত পরিশ্রম করে। কারণ লিখন

একটি জটিল প্রক্রিয়া। বিশেষ করে লেখার ক্ষেত্রে একই সঙ্গে চোখ, হাত এবং মস্তিষ্কের সংযোগ দরকার। কারণ হাতের লেখার মধ্য দিয়ে লেখকের ব্যক্তিত্ব ও মনের গঠনের পরিচয় ফুটে ওঠে।

**উদ্দেশ্য :**

- সামাজিক মানুষ পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করে ভাষার মাধ্যমে কিন্তু অতীতের ভাব সম্পদগুলি ধরে রাখার জন্য ক্ষণস্থায়ী শব্দ প্রবাহকে নানা প্রকার রেখার বন্ধনে বেঁধে রাখার চেষ্টা করেছে।
- এই সব রেখাগুলিই হল উচ্চারিত ধ্বনির প্রতীক চিহ্ন। উদ্ভব হল বর্ণ অক্ষর।
- প্রতীকগুলি হবে সর্বজনবোধ্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য।

**লিখনের প্রয়োজনীয়তা :**

- যখন আমরা লিখি তখন সেই চিহ্ন বা প্রতীকগুলি পাঠকের মনে অনুরূপ ভাব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে।
- মানুষের মনের আবেগ লেখার মাধ্যমেই সুস্পষ্ট ও ধারাবাহিক রূপ গ্রহণ করে থাকে।
- সুন্দর হস্তাক্ষর হল লেখকের রুচিবোধ, সৌন্দর্য্যবোধ ও শিল্পবোধের পরিচায়ক।
- লেখার ফলেই মানুষের চিন্তাগুলি সম্পুর্ণতা লাভ করে।

**শিশুর শিখন বৈশিষ্ট্য :**

- শিশু যখন প্রথম লিখতে শুরু করে তখন বর্ণের সকল অংশে চাপ সমান লাগে না। ফলে লেখাগুলি ছন্দহীন ও অসমান হয়ে পড়ে।
- শিশু প্রত্যেক বর্ণটিকে স্বতন্ত্রভাবে দেখে। তাই বর্ণের প্রত্যেক অংশের প্রতি তার অখন্ড মনোযোগ, প্রত্যেক অংশটি সে সমান জোরে লিখতে চায়—এর ফলে শব্দের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না।

**লিখনের প্রস্তুতি :**

- শিশু যাতে পেশী চালনা করতে শেখে যে দিকে নজর দিতে হবে নিম্নলিখিত ভাবে—
- শিশুকে প্রথমে খেয়ালখুশি মত হিজিবিজি আঁকতে দিতে হবে
- এতে তার আঙ্গুলের পেশীগুলো নমনীয় ও বলিষ্ঠ হবে।
- আঙ্গুল দিয়ে হিজিবিজি লেখার অভ্যাস করালেও পেশী নিয়ন্ত্রণ করাও শেখা যায়।
- শিখন ক্ষমতার দক্ষতা অর্জন করবে।

**লিখনের অভ্যাস গঠন :**

অক্ষরের দৃশ্যরূপের সঙ্গে শিশুর পরিচয় না হলে সেই অক্ষরকে চিত্ররূপ দেওয়া সম্ভব নয়।

সেজন্য— ঐ হিজিবিজি রেখাগুলির মাধ্যমেই অক্ষর লিখনের কৌশল শিক্ষককেই শিখিয়ে দিতে হবে।

যেমন :   (ত)

(ব)

(ল)

একদিকের শিশু ছবি আঁকা খেলা ও নানাবিধ কাজের মাধ্যমে পড়তে শিখছে অন্যদিকে সে বর্ণমালার আকৃতিও অঙ্কন করছে।

প্রথমে শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দেবার জন্য সম-আকৃতির অক্ষর গুলো আঁকতে বা লিখতে শেখাতে হবে।

যেমন ত, অ, আ।

ব, র, ক, ধ, ঝ ইত্যাদি

এর ফলে পেশীগুলি সক্রিয় ও নমনীয় হবে এবং অনুরূপ অক্ষরগুলি লিখতে শিখবে।

বোর্ডে বড় বড় করে গোল তিনকোনা ও চারকোনা আঁকতে বলা হবে। ( ◯ △ ▭ )

- নকসা এঁকে শিশুকে রঙীন চক দিয়ে তা ভরাট করতে দেবেন। ভরাট করায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে শিশু নিজে থেকেই নানা আকারের নকসা আঁকতে পারবে।
- লেখা বর্গের ওপর দাগ বুলানো অভ্যাসের মাধ্যমে শিশুর পেশী শক্তির কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা অর্জন করে থাকে।
- মনে নয়, আঙ্গুলের পেশীতে বর্ণের আকৃতির ছাপ পড়া চাই। তাই নিরীখে কাগজে অক্ষর কেটে শিশুকে তার উপর বুলাতে দিতে হয়। বালি বা তেতুঁল বিচি দিয়ে বর্ন রচনা করতে হয়। এইভাবে বর্ণগুলির সুনির্দিষ্ট ছাঁদ ও তাদের আকারগত সমতা তারপর বর্ণগুলির সামঞ্জস্য সাধন। তার ফলে বিভিন্ন বর্ণ নিয়ে গড়া শব্দের একটি পূর্ণ রূপ ফুটে উঠবে।

  বর্ণ সাজিয়ে শব্দ—এবং শব্দ সাজিয়ে বাক্য তৈরি হয়।

বাক্যগুলি যাতে কাগজের ওপরে সমান্তরাল ভাবে লিখিত হয় সেজন্য প্রথমে লাইন টানা কাগজে শিখন অভ্যাস করতে হয়।

লেখার সময় শিক্ষক কতকগুলি বিষয় বিশেষভাবে নজর দেবেন—

- লেখা শিক্ষায় বসার ভঙ্গী
- শিখন সামগ্রী
- কলম বা পেনসিল ধরার কৌশল
- সু ছাঁচের গোটা গোটা অক্ষর বা অক্ষর লালিত্য।

**লেখা কেমন হবে ঃ**

প্রাচীন পন্ডিত বলেছেন — ‘‘সামনি সমশীর্ষধ্বনি ঘনানি বিরলানি চ। অব্যাকুলিত মাত্রানি যো বৈ লিখতি স লেখক’’।। অর্থাৎ

- অক্ষরগুলি সমান আকারের হবে।

- তাদের মাত্রাগুলি সব সময় এক রেখার থাকবে।
- তাদের মধ্যে ব্যবধান সমান হবে।
- অক্ষরগুলো হবে খাঁড়া, বামে বা ডানে হেলানো হবে না।
- শব্দের অক্ষরগুলি হবে কাছাকাছি
- বিভিন্ন শব্দের মাঝে একটু করে ফাঁকা দিতে হবে। প্রয়োজনে সামনে রেখে শিশু আঙুল মেপে ফাঁক সমান করবে এবং সেইভাবে প্রতি শব্দ ও বাক্যের মধ্যকার দূরত্ব হবে সমান।

**হাতের লেখা অভ্যাসের জন্য প্রয়োজন :**

(১) বেগ বা গতি

(২) দৃঢ়তা

(৩) যত্ন আর অধ্যবসায়

তাই প্রয়োজন অনুলিখন ও শ্রুতিলিখন অভ্যাস।

**আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন**

(১) শিখনের দুটি উদ্দেশ্য লিখুন

________________________________________

________________________________________

________________________________________

(২) শিখন শেখায় কোন কোন বিষয়ে শিক্ষক নজর দেবেন ?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

(৩) শিখন শৈলী বলতে কি বোঝেন ?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

**অনুলিখন ঃ**

**উদ্দেশ্য :**

অনুকরণ করে লিখনের নামই অনুলিখন। অনুলিখনে মাধ্যমে বার বার অনুশীলন করে হাতের লেখার মানকে উন্নত করতে পারবে।

- প্রথম শ্রেণি থেকে বর্ণ লেখা শুরু হয় অনুলিখনের মাধ্যমে। অনুশীলনের বিভিন্ন স্তর (হাত বুলানো, দাগ

বুঝানো, ভরাট করা ইত্যাদি) অতিক্রম করে শিশু ক্রমশ বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণ লিখতে শেখে।

- বর্ণের নির্ভুলতা বজায় রাখার জন্য মাত্রাহীন ও মাত্রাযুক্ত বর্ণগুলি অনুলিখনের মাধ্যমেই শেখে।
- অনুলিখনের মাধ্যমেই বর্ণের মধ্যেকার ফাঁকবিশিষ্ট শব্দ ও পাশাপাশি শব্দের মধ্যকার ফাঁক বিশিষ্ট বাক্য সম্বন্ধে ও ধারণা জন্মায়।
- ভাষা শিক্ষার ধাপগুলি অর্থাৎ বর্ণ, শব্দ ও বাক্য চিনতে ও লিখতে শেখানো হয় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে। সমস্ত কাজটি হয় অনুকরনে বা অনুসরনের মাধ্যমে। তাই শিক্ষক শিক্ষিকাকে প্রত্যক্ষভাবে অনুকরণ বা অনুসরনের পন্থা অবলম্বন করে লেখা শেখাতে হবে।

এজন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ''আদর্শ লিপি'' রেখে অনুলিপি শেখানো যেতে পারে।

অনুসরণ বা অনুকরণ লিখনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল—হস্তাক্ষর সুন্দর, সহজ ও সাবলীল করা।

**শ্রুতিলিখন :**

অনুলিপি অভ্যাসে একটু অগ্রসর হলেই শ্রুতিলিপির সাহায্যে লিখনে উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। শ্রুতিলিখন হল শুনে শুনে লেখা। অক্ষর অবয়ব সম্বন্ধে ধারণা হওয়ার পর তৃতীয়/চতুর্থ/পঞ্চম শ্রেণিতে শ্রেণি লিপি লিখতে দেওয়া যেতে পারে।

**শ্রুতিলিপির বিষয়**

- যে অংশটি শ্রুতিলিপি হিসাবে দেওয়া হবে শিক্ষক মহাশয় সেটি সাবধানতার সঙ্গে বেছে নেবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজেও পাঠটি প্রস্তুত করে নিতে পারবেন।
- অতি কঠিন বা অতি সহজ বিষয় দেওয়া যাবে না।
- ছাত্রদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুসারে বিষয়বস্তু নির্বাচিত হবে।
- সরব পাঠ অতি দ্রুত বা অতি ধীর না হয়।
- লেখানোর আগে বলার ভঙ্গী ও কলম বা পেনসিল ধরার কৌশল সম্পর্কে শিশুদের সচেতন করে দিয়ে প্রস্তুত হতে সময় দেবেন।
- শ্রুতিলিপি দেওয়ার সময় ছন্দ, যতি, ছেদ অনুসরণ করে সুস্পষ্ট করে সরব পাঠ দেবেন।
- সরব পাঠের সময় কোন কঠিন শব্দ চোখে পড়লে সেটি শিক্ষক বোর্ডে লিখে দেবেন। কারণ শিশুর কান, চোখ মন ও পেশীর কাজের মধ্যে সমন্বয়টি সুষ্ঠু হয়। সরব উচ্চারণ শিশু যেন অনুসরণ করতে পারে।
- শ্রুতিলিপি দেওয়ার সময় বাদ পড়ে যাওয়া শব্দগুলো যাতে যথাস্থানে লেখা হয় তার জন্য পুনরায় পাঠ দেবেন।

## শ্রুতিলিপি লেখার পাঠ পদ্ধতি ঃ

প্রথমবারে শিক্ষকের পাঠ হবে—শিশুর মনে বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি ধারণা জন্মাবে।

দ্বিতীয়বারের পাঠে—শ্রুতিলিপিটি লেখানোর জন্য

তৃতীয়বার পাঠে—লেখার সময় দ্রুততার জন্য যে অংশটি ছেড়ে গেছে বা বাদ পড়েছে তা লিখে নেবার জন্য।

**সংশোধন ঃ**

সংশোধনের ব্যাপারেও শিক্ষাক মহাশয় নিম্নলিখিত দিকগুলিতে নজর দেবেন।

- শিশুদের লেখার শেষে শিক্ষক মহাশয় তাদের ভুলগুলি সংশোধন করে দেবেন।
- উপরের শ্রেণিতে (চতুর্থ/পঞ্চম) ছাত্রদের একে অপরকে নিজের নিজের খাতা সংশোধন করতে দিতে হবে। সর্বশেষে শিক্ষক মহাশয়কে ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে।
- এক্ষেত্রে শ্রুতিলিপির পাঠটির একটি লিখন শ্রেণিকক্ষে টাঙিয়ে রাখতে হবে।
- ছাত্ররা নিজেরাও এর ফলে সংশোধন করে নিতে পারবে।

শ্রুতিলিপি লিখনের ফলে

- হস্তের ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি পায়।
- মনের একাগ্রতা বাড়ে।
- বানানের জ্ঞান জন্মায়
- ছেদ চিহ্নের ব্যবহারের বোধ জন্মায় ও দক্ষতা বাড়ে।

**সারাংশ :** শোনা, বলা, পড়া ও লেখা সমস্ত পর্বটি পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। সব কাজগুলি একসঙ্গে চলে। অতএব আদর্শ অভ্যাস গঠনে শিক্ষকের মুখ্য ভূমিকা থাকে।

**প্রশ্নকরণ:**

(১) শোনার গুরুত্ব সম্বন্ধে দুটি যুক্তি দিন।
(২) কথন কার্য্যটির চারটি উদ্দেশ্য লিখুন।
(৩) প্রাথমিক শিক্ষায় হস্তাক্ষর অভ্যাসের প্রস্তুতি কীভাবে নেবেন?
(৪) টীকা লিখুন — শ্রুতিলিখন/অনুলিখন।

## বলা, পড়া ও লেখার ক্ষেত্রে 'যতি' চিহ্নের ব্যবহার

### সূচনা :

বাক্যের ধ্বনিগত সমগ্র ভাব বা অর্থ বা অর্থাংশ প্রকাশের জন্য ধ্বনি প্রবাহের মধ্যে বিরতি দরকার।

পড়ার সময়ে শ্বাস গ্রহণের প্রয়োজনে খুব অল্প সময়ের জন্য যে থামা বা বিরতি তা হল 'শ্বাসযতি'।

### উদ্দেশ্য :

কোন বাক্য পড়বার সময় জিহ্বার বা বিশ্রাম গ্রহণের বিরতির স্থানকেই যতি বলা হয়।

- বাক্যটি পড়বার সময় অর্থের জন্য বা ভাবের জন্য যে বিরতি তাকে বলে ভাব-যতি বা অর্থযতি।
- ভাব বা অর্থ যতির জন্য যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় বিরাম চিহ্ন।

● অর্থবোধের সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রকার বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

**যেমন**- দাঁড়ি ( ।), কমা (,), সেমি কোলন (;), প্রশ্ন চিহ্ন ( ?), বিস্ময় চিহ্ন ( !), উদ্ধৃতি চিহ্ন (“ ”), ড্যাশ (—), হাইফেন (-), কোলন ও কোলন ড্যান্স (:, :-) বন্ধনী চিহ্ন ()

**ধারণা**

**দাঁড়ি বা পূর্নচ্ছেদ :-**

অর্থ অনুযায়ী বাক্য খন্ডে খন্ডে বিভক্ত হয়। বাক্যের এই সুষম বিন্যাসের জন্য বিরতির দরকার। বাক্যের শেষে পূর্ণ বিরতি ঘটে এবং ভাবের পূর্ণতাও হয় সেজন্য বাক্যের শেষে পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়ি বসে। দাঁড়ি হল প্রান্তিক চিহ্ন।

যেমন ‘চা’ শব্দটি চিনা ভাষার শব্দ। মাঠে সকলেই ছৌ নাচ দেখতে এসেছেন।

**কমা (,)**

ধ্বনি প্রবাহের মাঝে ক্ষনিক বা স্বল্প বিরাম প্রয়োজন হয়— এই বিরাম চিহ্নকেই কমা বলা হয়।

বাক্যের মধ্যে দুই বা ততোধিক বিশেষ্য বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ কালে কমা বসিয়ে পৃথক করা হয়।

**সেমিকোলন (;)**

(১) কমার চেয়ে বেশি ও দাঁড়ির চেয়ে কম সময়ের বিরতি ব্যবহার করা হয় যেখানে সেখানে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। এটিকে অর্ধচ্ছেদও বলা হয়।

যেমন : ‘ইহা তো কখনও ফিরে না; তবে এই অনন্ত স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে’।

**কোলন ঃ, কোলন ড্যাশ ঃ-**

একে দৃষ্টান্ত চিহ্ন বলা হয়।

উদাহরণ—

বিজ্ঞাবন ঃ আশীর্বাদ না অভিশাপ

নিম্নলিখিত শব্দগুলি লেখ ঃ-

**প্রশ্নচিহ্ন ( ?)**

সাধারণত: প্রশ্নবোধক বাক্যের শেষে প্রশ্নচিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

যেমন : ‘জল চাইছিলুম, জল কি মিলবে না’ ?

**বিস্ময়চিহ্ন ( !)**

ঘৃণা, আনন্দ, উল্লাস, দু:খ, যন্ত্রনা, ধিক্কার, ক্ষোভ, প্রার্থনা প্রভৃতি হৃদয়ের আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে বিস্ময় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

যেমন : বাঃ, কী সুন্দর পৃথিবী!

**উদ্ধৃতি চিহ্ন (‘ ’ বা “ ”)**

এক উদ্ধৃতাংশের আগে দুটো উলটো কমা পরে দুটো স্বাভাবিক কমা—এই দুভাবে উদ্বৃতি ব্যবহৃত হয়।

যেমন — “রবিন ঠাকুর ছবি লেখে”। ‘যে বলে গেল — পুলিশ আসবে দুদিন বাদে ’।

**ড্যাশ চিহ্ন (—)**

উদাহরণ বা তালিকা ব্যবহারে, ভাবের জের টানতে হলে '—' এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

যেমন— 'ইহা ইতিহাস নহে—উপন্যাস'।

**হাইফোন (-)** বাংলায় হাইফোনকে সংযোগ চিহ্ন বলা হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে - এই চিহ্নের ব্যবহার হয়।

যেমন - " গ্রাম-শহর, স্থাবর—অস্থাবর"

**বন্ধনী চিহ্ন (, , ,)**

বন্ধনী তিন প্রকার। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বন্ধনী। তবে প্রথম বন্ধনীর ব্যবহার বেশি।

**অগ্রগতি যাচাই করুন—**

১. দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ কখন ব্যবহৃত হয়?

______________________________

______________________________

২. উদ্ধৃতি চিহ্ন কোথায় ব্যবহৃত হয়? উদাহরণ দাও।

______________________________

______________________________

**সারাংশ**

আধুনিক যুগের কিছুকাল আগে থেকেই বাংলা গদ্য ও পদ্যে ক্রমে ক্রমে ইংরাজীর অনুরূপ বিরতির চিহ্ন ব্যবহৃত হল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলায় এত বিচিত্র প্রকার ছেদ চিহ্ন না থাকলেও " যতি " চিহ্ন ছিল।

তাই বলা, পড়া বা শোনার ক্ষেত্রে ভাবকে অর্থবহ করতে যতি একান্তই প্রয়োজন।

**প্রশ্নকরণ :**

(১) "যতি" কাকে বলে?

(২) যতির প্রকার ভেদ কিসের উপর নির্ভর করে? চার বাক্যে লিখুন।

(৩) যতির প্রকার ভেদ বাক্যে কীভাবে প্রয়োগ হয়?

## ২.৫ মাতৃভাষা শিক্ষাদানের কয়েকটি পদ্ধতি

**সূচনা :**

শিশুর আত্মবিকাশ ও জ্ঞান বিকাশের মূল আধার হল অক্ষর বা বর্ণ ও বর্ণমালা। এরজন্য বর্ণমালা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন তারা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে কিন্তু ভাষার গঠনগত দিক কিছুই জানে না। শিক্ষকের দায়িত্ব হল বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সেগুলিকে যত্ন করে শেখানো।

**উদ্দেশ্য :**

- পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা গঠন ব্যক্ত করতে পারবে।
- পদ্ধতিগুলির তত্ত্ব সম্বন্ধে জানবে এবং মাতৃভাষার শিক্ষা তাদের অবদান সম্বন্ধে জানা।
- উদাহরণ সহ পদ্ধতির প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলতে পারবে।
- পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি জানবে।
- কোনটি কেন প্রয়োগ যোগ্য তা বিচার করতে সক্ষম হবে।

**প্রকারভেদ :** প্রকারভেদ

এই পদ্ধতিগুলি হল

- বর্ণকে কেন্দ্র করে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি
- শব্দকে কেন্দ্র করে শব্দানুক্রমিক পদ্ধতি এবং
- বাক্যকে কেন্দ্র করে বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি

এই তিন প্রকার পদ্ধতি আমরা ভাষা শিক্ষার আদি স্তরে পাই।

**তাৎপর্য :**

**বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি**

এই পদ্ধতির দ্বারা বর্ণবিধির অনুসরণ সর্বপ্রথম শিশুর বর্ণ জ্ঞান দেওয়া হয়। বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী ১১টি স্বরবর্ণ ও ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে পরিচয় করাতে হবে।

- বর্ণগুলি বিশ্লেষণ করে বর্ণগুলিকে চিনতে, পড়তে ও লিখতে শেখে।
- শেখানো বর্ণগুলি দিয়ে নতুন কোন শব্দ শিশুর জানা থাকলে, তা জেনে নিয়ে অনুরূপভাবে আরো নতুন শব্দ তথা নতুন বর্ণ শিখতে পারবে।
- খেলাধুলার মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে শেখানো যায়।
- বেশী সংখ্যক শিশু একসঙ্গে দ্রুত ও সহজে শিখতে পারে।
- আনন্দ দায়ক পাঠ বলে এটি স্থায়ী ও দৃঢ় হয়। শিশু সহজে স্কুলে যায় না।
- "এসো বর্ণ চিনি ও বর্ণ দিয়ে শব্দ গড়ি" পর্বে বর্ণমালা শিখে থাকে।
- মাতৃভাষা পাঠের প্রথম প্রস্তুতি চলে।

**শব্দানুক্রমিক পদ্ধতি :**

প্রথমে শব্দ চিনিয়ে উচ্চারণ শিখিয়ে পরে সেই শব্দকে বিশ্লেষণ করে বর্ণ শেখানো হয়। তাই একে শব্দক্রমিক পদ্ধতি বলা হয়।

যেমন—

আম → আ ম

জাম → জা ম

দই → দ ই

উদাহরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এই পদ্ধতিতে বর্ণক্রম রক্ষা হয় না। এমনভাবে শব্দ নির্বাচন করা হয়ে থাকে যাতে সব কটি বর্ণ আছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব বর্ণের সঙ্গে পরিচয় হবার পর বর্ণক্রম শেখানো হয়।

**শব্দক্রমিক পদ্ধতির উদ্দেশ্য :**

শিশুর পরিচিত পরিবেশ থেকেই শব্দ চয়ন করা হয়ে থাকে বলে শিশু পাঠে আনন্দ পায়

বাক্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকবে।

ধীরে ধীরে নতুন শব্দ প্রয়োগ করতে হবে।

পদ্ধতির মূলকথা হবে ঔৎসুক্য বা কৌতুহল। কৌতুহল পরিতৃপ্ত হলে পঠন ক্ষমতা বাড়বে, দৃষ্টি ও বাচনের প্রসার বাড়বে।

এককথায় লিপি মতানের উন্মেষে বাক্য ও অনুচ্ছেদের অন্তর্গত শব্দাবলীর জ্ঞান ও ধারণা, বাক্যের বোধ ও প্রয়োগ দক্ষতা আসবে এবং ভাব প্রয়োগ দক্ষতা আসবে এবং ভাব ও অর্থ উপলব্ধি করে আনন্দ লাভ করবে এবং কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটবে।

**শব্দক্রমিক পদ্ধতির গুরুত্ব ঃ**

- এই পদ্ধতিতে শিশুরা পাঠে আকর্ষণ বোধ করে না।
- বর্ণমালা শিখতে সময় লাগে।
- সহজেই ভুলে যায়।
- মনের গভীরে রেখাপাত না করায় বর্ণমালা শিখনে উৎসাহহীন হয়ে পড়ে।

তাই শিক্ষাবিদগণ এই পদ্ধতি গ্রহণ করেন না।

**বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি :**

শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন সে স্বাধীনভাবেই একটি সম্পূর্ণ অর্থবোধক বাক্য বলতে পারে। কিন্তু তার গঠনগত দিক বা লিখিত রূপ সম্পর্কে থাকে না। তাই—

উদ্দেশ্য মূলক ভাবে জানা বাক্য থেকে শব্দ নির্বাচন করে সেই শব্দের বর্ণ বিশ্লেষণ করে বর্ণ শেখানো হয়।

যেমন — আম খেতে ভালবাসে

সাদা বক মেলেছে পাখা

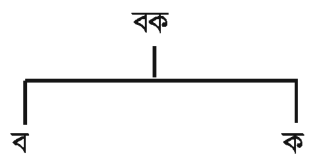


এখানে বাক্য > শব্দ > বর্ণ শেখানো হয়েছে। তাই একে বাক্যক্রমিক পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে।

**বাক্যক্রমিক পদ্ধতির গুরুত্ব :**

- এই পদ্ধতিতে পাঠদান কালে শিশু একটি সম্পূর্ণ কিছু চিন্তা করতে পারবে।
- চিন্তার মধ্যে শৃঙ্খলা আসবে।
- প্রকাশভঙ্গি প্রসারিত হবে।
- পড়ার গতি দ্রুত হয় থাকে।
- চক্ষু চালন ক্ষমতা বাড়ে।

**এই পদ্ধতি প্রয়োগের সময় শিক্ষক মহাশয় নজর দেবেন:**

- বাক্যগুলি শিশুর অতিপরিচিত হবে।
- বাক্যগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক থাকবে।
- ধীরে ধীরে নতুন শব্দ প্রয়োগ করতে হবে।
- পদ্ধতির মূলকথা হবে ঔৎসুক্য বা কৌতুহল। কৌতুহল পরিতৃপ্ত হলে পঠন ক্ষমতা বাড়বে, দৃষ্টি ও বাচনের প্রসার বাড়বে।
- এককথায় লিপির উন্মেষে বাক্য ও অনুচ্ছেদের অন্তর্গত শব্দাবলীর জ্ঞান ও ধারণা, বাক্যের বোধ ও প্রয়োগ দক্ষতা আসবে এবং ভাব প্রয়োগ দক্ষতা আসবে এবং ভাব ও অর্থ উপলব্ধি করে আনন্দ লাভ করবে এবং কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটবে।

**আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন:**

(১) ভাষার শিক্ষার চারটি স্তম্ভ বলতে কি বোঝেন?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

(২) পদ্ধতি প্রয়োগের উদ্দেশ্য—(ছয়টি লিখুন)

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

**সারাংশ :**

পদ্ধতি গুলির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রত্যেক শিক্ষাবিদ গণ ও ভাষাবিদগণ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উদ্দেশ্য শিশুরা নিজেরাই নতুন শব্দ সৃষ্টি ও সংযোজনায় কুশলী হবে এবং চিন্তা, কল্পনা ও সৃজনীশক্তির বিকাশ সাধন করে পাঠটির মর্ম অনুভব করতে পারবে।

**প্রশ্নকরণ :**

(১) পাঠদানের ক্ষেত্রে পদ্ধতির ব্যবহারের দুটি উদ্দেশ্য লিখুন।

(২) মাতৃভাষা শিক্ষাদানে তিনটি পদ্ধতির উল্লেখ করুন।

(৩) শব্দানুক্রমিক ও বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি বলতে কি বোঝেন? লিখন ও শ্রুতিলিখন - টীকা লিখুন।

## ছড়া, গল্পবলা ও অভিনয়, আরোহী পদ্ধতি

**সূচনা ঃ**

বাক্য (Sentence) শব্দ (Word) বর্ণ শেখাবার যে পদ্ধতি বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে সেই একই পদ্ধতিতে ছড়ার মাধ্যমে শেখানো যায়। ছড়ার পরেই গল্প বলা শুরু করা যায়। এজন্য প্রয়োজন অভিনয়। শিশুর বয়স একটু বাড়লে ব্যবহার করা হয় আরেকটি পদ্ধতি।

**উদ্দেশ্য ঃ**

ছড়া, গল্প বলা ও অভিনয় এবং আরেকটি পদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য হল—

- শিশুদের গুছিয়ে কথা বলবার ক্ষমতা বাড়ে।
- শিশুমনে কল্পনা শক্তির উন্মেষ ঘটে।
- শিশুর আত্মবিকাশের সুযোগ ঘটে।
- শিশুর সৃজনী প্রতিভা উৎসাহিত হয়।
- শিশুর উচ্চারণ স্পষ্ট হয় ও শব্দভান্ডার বাড়তে থাকে।
- সংগৃহীত শব্দগুলি তার যথাস্থানে যথার্থ ব্যবহার করতে শেখে।

- পরবর্তী জীবনে সাহিত্যে রসোপলব্ধি করার মত মনোভাব গড়ে ওঠে।

**শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে ছড়া, গল্পবলা ও অভিনয় এবং আরোহী পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা :—**

**ছড়া : ছড়া কী ?**

ছড়া হল শিশুদেবতার প্রতি মাতৃহৃদয়ে স্বতোৎসারিতে স্তবনাম। শিশু নতুন হলেও চির পুরাতন বার বার যে একই রূপে আবির্ভূত হয় মায়ের কোলে এই ছড়াগুলোও তেমনি যেন দেশকাল নির্বিশেষে বার বার ফিরে আসে মায়ের মুখে।

- ছড়ার রূপ : ছড়ার বিষয়বস্তু ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন করতে করতে চলে। কল্পনার স্রোতে ভেসে চলে। ছড়ার অর্থবস্তুটা একেবারে বাহুল্য, এখানে চলেছে একের পর এক।

- ছড়ার ভাষা : ছড়ার ভাষা চলিত ভাষা। ছড়ার ভাষা সবকালেই বর্তমান কালের ভাষা, শিশুর স্নেহ কাকলীর ভাষা।

- ছড়ার ছন্দ একটি বিশেষ লৌকিক ছন্দ। মা শিশুকে কোলে করে দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়ান। দোলন ধাক্কা দিয়ে দুলিয়ে দেন। দুলুনির জন্য এক সমমাত্রিক ধাক্কা লাগছে। দোলনের গতির তালে তালে ছড়া উচ্চারণ চলে। দোলনের গতি ও সমমাত্রিক ধাক্কা ছড়ার ছন্দে প্রকট হয়েছে।

**ছড়ার শ্রেণিবিভাগ :**

সারা বাংলাদেশ জুড়ে অসংখ্য ছড়া ছড়িয়ে। তার সামান্য সংগৃহীত হয়েছে। এই সংগৃহীত ছড়াগুলোকে মোটামোটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন :—

(১) ঘুমপাড়ানী ছড়া — ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ি এসো ইত্যাদি।

(২) শিশুদেবতার স্তবনাম জাতীয় ছড়া — (খোকন মোদের সোনা/সেকরা ডেকে ইত্যাদি)

(৩) প্রকৃতির চিত্র বিষয়ক ছড়া — (লেবুপাতা করম চা — ইত্যাদি)

(৪) খেলাভিত্তিক ছড়া — আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে...........

(৫) চিত্রকল্প এবং অর্থহীন ঝঙ্কার বহুল ছড়া।

**প্রয়োজনীয়তা :—**

- শিশুর মানসিক বিকাশে ছড়া প্রয়োজনীয়তা হল নিম্নরূপ—
- বাকশক্তি ও উচ্চারণের জড়তা দূর হয়।
- শব্দভান্ডার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- দলগত আবৃত্তির মাধ্যমে শিশুর লজ্জা ও ভীরুতা দূর হয়।
- ছড়ার আবৃত্তির মাধ্যমে শিশুর কল্পনাশক্তির বিকাশসাধন ও আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করতে সমর্থ হয়।

- শিশুমনে অজ্ঞাতসারে সাহিত্য রসবোধ সৃষ্টি করে।
- শ্রুতিমধুর ছড়া আবৃত্তি করে শিশু প্রচুর আনন্দ লাভ করে।

**ছড়া শিখন পদ্ধতি :—**

- ছড়া শেখাবার বয়স ৫/৭ বৎসর। ছড়াগুলিই শিশু জীবণের প্রথম কাব্য। ভাষা মনোবিদগণের মতে —
- ছড়াগুলি শিশু শুনে শুনে মুখস্থ করে সেজন্য কখনো টুকরো করে বলা যাবে না। পুরোটাই বার বার বলতে হবে। বড় ছড়া ভাবের দিক থেকে দুভাগে বিভক্ত করে পড়ানো হবে।
- ছড়ার বিষয়বস্তু অনুসারে রঙীন চিত্রের অনুসঙ্গ রাখলে শিখন কাজ একই সঙ্গে চলে, এতে শিখন দ্রুততর ও আনন্দদায়ক হয়।
- সমবেত পাঠের মাধ্যমে অনিচ্ছুক, ভীরু, মুখচোরা শিশুরা তাদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে।

**সারাংশ :**

ছড়াগুলি সৃষ্টি হয়েছে শিশুদের আনন্দ দিতে। ছড়াগুলির মধ্যে সত্য ঘটনা খুঁজে পাওয়া যাবে না, ঘটনার ধারাবাহিকতা পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে কতকগুলি টুকরো ছবির সমন্বয়। তাই মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ছড়ার ব্যবহার একটি অত্যন্ত কার্যকরী পদ্ধতি।

**আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন**

(১) ছড়া বলতে কী বোঝেন?

________________________________________

________________________________________

(২) ছড়া কত প্রকার ও কী কী?

________________________________________

________________________________________

(৩) ছড়া শিখন পদ্ধতির দুটি উপায় লিখুন।

________________________________________

________________________________________

(৪) ছড়া শিখনের মাধ্যমে শিশুর কোন কোন দিক বিকশিত হয়? ১০টি বাক্যে লিখুন।

________________________________________

________________________________________

## গল্পবলা ও অভিনয় পদ্ধতি :—

সূচনা : শিশু পাঠের প্রথম অধ্যায়টি হল গল্প। পৃথিবীর সর্বত্র তাই শিশু উপযোগী বিচিত্র গল্পের উদ্ভব হয়েছে। শিশুর মন কল্পনা প্রবন। এই বয়সে সত্য-মিথ্যা, সম্ভব-অসম্ভব তার মনের চারদিকে কোন প্রাচীর তুলতে পারে না অনায়াসে তার মন চলে যেতে পারে রূপকথার — পরীর গল্প, রাক্ষসের গল্প বলার জগতে।

**উদ্দেশ্য : — গল্পের মাধ্যমে শিশুর কল্পনা শক্তি, স্মৃতিশক্তি বিকশিত করা।**

- শব্দ ভান্ডার বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- গল্প বলার মাধ্যমে প্রসঙ্গিকতা বজায় রেখে কথা বলার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- বিষয় বস্তু অনুধাবন করা চিন্তা করা প্রভৃতি গুণের বিকাশ সাধন হওয়া।
- শিশুকে আনন্দদানে গল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।
- গল্প বলার মাধ্যমে অভিনয় শিল্পের বিকাশ সাধন হয়।

**ধারণা :**

গল্প— শিশুর মানসিক বিকাশের নিম্নলিখিত দিকগুলি পরিস্ফুট হয়—

- শিশুর কল্পনাশক্তি, স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি যেমন বিকশিত হয় তেমনি তার মধ্যে
- আবেগ জাগ্রত হয়,
- সৎ প্রবৃত্তির স্ফুরণ ঘটে
- নৈতিকতা বোধ জাগ্রত হয়

**প্রকারভেদ :**

গল্পের বিষয়বস্তু ও শিশুর বয়স অনুসারে গল্পগুলিকে নিম্নলিখিতভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :—

(ক) উপকথা, রূপকথা, পৌরাণিক ও পরীর গল্প

(খ) জীবজন্তু ও পশুপাখীদের গল্প

(গ) মজার গল্প, (ঘ) বিদেশী গল্প, (ঙ) ঋতু/উৎসবের জন্ম ও উৎসব সংক্রান্ত গল্প, (চ) সত্যকার জীবন ও ইতিহাস থেকে নেওয়া কোনো মানুষের সাহসিকতা, বীরত্ব বা মহত্বের গল্প।

**গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য : ভালো গল্পের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকতে হবে :—**

- গল্পের আঙ্গিক হবে সহজ। শিশু মুখ্য পাঠক কিন্তু বড়রাও তার সঙ্গী হবেন।
- ছোটরা বুঝতে পারে, যাতে তাদের মন স্পর্শ করে এমন সহজ ভাষায় গল্পগুলি রচিত হবে।
- যৌন চিন্তা, রাজনীতি, দর্শন, ধর্ম-জিজ্ঞাসা প্রভৃতি জীবনের জটিল বিষয়গুলি গল্পের বিষয় হবে না।
- গল্পের মধ্যে কিছু কিছু ছন্দোবদ্ধ পদ ও প্রত্যক্ষ উক্তি থাকবে যা নাটকোচিত ভাবে প্রকাশ পাবে।
- আলাদা করে নীতি উপদেশ দেওয়া যাবে না।

**গল্প বলার পদ্ধতি :**

- এর জন্য প্রথম প্রয়োজন শ্রেণি বিন্যাস।
- মানসিক প্রস্তুতি।
- সরল ভাষায় স্পষ্ট উচ্চারণের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণনা করা হবে।
- স্বর সংযম দরকার। গল্পের ভাব অনুযায়ী স্বর-ভঙ্গীর দিকেও শিক্ষক মনোযোগী হবেন।
- গল্প বলার সময় গল্পকে সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য গল্পের বিশেষ বিশেষ অংশ অঙ্গভঙ্গী করে দেখাবেন শিক্ষক। তা অবশ্যই রুচিসম্মত হবে।
- শিশুর বয়স অনুসারে গল্প নির্বাচিত হবে।
- উপকরণ : গল্পের বিষয়বস্তু অনুসারে ছবি উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করবেন। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, বৈজ্ঞানিক পটভূমিকা থাকে যে সব গল্পে যে সব ক্ষেত্রে সম্ভব হলে
- গল্পটিকে প্রাণবন্ত করার প্রয়োজনীয় উপকরণ (যেমন — প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ধ্বংসাবশেষ সংক্রান্ত কোনো চিহ্ন, ইট, পাথর,প্রতীক, মুদ্রা,ফসিল ইত্যাদি) ব্যবহার করা যেতে পারে।
- অভিনয় দক্ষতাও গল্প কথনের ক্ষেত্রে গল্পকে প্রাণবন্ত করে তোলে। পাত্র পাত্রীদের মুখের কথাকে অভিনয় করে উপস্থিত করতে হবে।
- ফ্লানেলোগ্রাফ —এ সাজানোর পর ছবিগুলো দেখিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গল্পটিকে পুনরায় গঠন করে তুলবেন।

**গল্পপাঠের উপকারিতা নিম্নরূপ**

- গুছিয়ে কথা বলার ক্ষমতা বাড়ে
- শিশুর সৃষ্টির আনন্দ লাভ করো, এইভাবে তাদের সৃজনী প্রতিভার বিকাশ হয়।
- শিশুদের সংগৃহীত শব্দগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করতে শেখে।
- পরবর্তী জীবনে সাহিত্য রসোপলব্ধিতে করবার মতো মনোভাব গড়ে ওঠে।
- গল্প সাজানোর মধ্যে দিয়ে তাদের মনে একটি মুক্তিবোধক ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে ধারণা লাভ হয়।

**গল্পবলা শিখন প্রকল্প ভিত্তিক কাজ**

গল্প (শোনার পরের স্তর হল গল্প বলার পালা। শিশুদের দিয়ে তখন মুখে মুখে গল্প বলাতে হবে।)

- পড়া গল্প বা শোনা গল্প বা মুখে মুখে বানিয়ে তোলা গল্প-শিশু বলতে পারে।
- এর ফলে শিশুসৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করবে।
- প্রত্যেক শিশু নিজের কল্পনায় দুএক ছত্র বলে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। প্রয়োজনে শিক্ষক বেলাইনে চলে যাওয়া অংশের সংশোধন করবেন।

## অভিনয় পদ্ধতি

মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা গেছে শিশুর সহজাত আকর্ষন বজায় রেখে ছড়া গল্প ইত্যাদির মাধ্যমে মাতৃভাষা শিক্ষাদান যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে। শিশুর এই সহজাত আকর্ষনের পরিধি বিচার করে অভিনয় পদ্ধতিকেও কার্যকরী করা যায়। অভিনয় এর মধ্য দিয়ে আমরা সহজেই জীবন পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত হই, নানাবিধ আনন্দ মধুর অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে উঠে আসে। একারণে অভিনয় আমাদের কাছে প্রিয় এবং শিশুদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষনীয়।

### উদ্দেশ্য:

- অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শিশুর আগ্রহ সঞ্চার করা
- অভিনয় এমন একটা মাধ্যম যা শিশুর দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবনেন্দ্রিয় ও মনের মধ্যে একটি সমন্বয় সূত্র স্থাপন করে।
- নান্দনিক চেতনা সৃষ্টিতে অভিনয় বিশেষ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- পাঠ্যবিষয়টিকে সহজে হৃদয়ঙ্গম ও সরলীকরণ করা।
- অকারণ ব্যাখ্যার দরকার না হওয়া।
- শিশুর মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সামাজিকতা প্রভৃতি সুস্থ মানসিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা।

### ধারণা:

নাটকের মধ্যে একটি কাহিনী থাকে। পাত্র-পাত্রী থাকে, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাদের অনুভূতি , আবেগ শিশুরা যতটুকু অনুভব করে, সাহিত্য রস উপলব্ধির দিক দিয়ে তার মূল্য অপরিসীম।

### কারণ:

- ঘটনাটি শিশুমনে বাস্তব আকারে অনুভূত হয়।
- পাত্র-পাত্রীরা জীবন্ত হয়ে ওঠে।
- শিশুর কল্পনা শক্তির সম্যক বিকাশ সাধন ঘটবে।
- পাঠটি হবে অনেক বেশী আকর্ষনীয়, আনন্দদায়ক এবং শিক্ষাপ্রদত্ত।

### সারাংশ :

গল্প বলার কার্যকারিতা উপলব্ধি করে শ্রেণিপাঠনার সময় অনেক পাঠ্যাংশকেই পরিকল্পনা করে গল্প বলা পদ্ধতিতে উপস্থাপন করলে তা সহজেই শিশুদের হৃদয়াগ্রহী হয়ে ওঠে। এছাড়া সাহিত্য পাঠের সামর্থ্য গুলির অনেকাংশে বিকাশ ঘটে, চিন্তা শক্তি বিকাশ ঘটে এবং শিশুর চরিত্রের এর প্রভাব পড়ে থাকে। গল্প বলার শর্ত (মনে, উপকরণ সহযোগে নিজস্ব দক্ষতায় শিক্ষক গল্প বলার উপযুক্ত পাঠ্যাংশকে গল্প বলা পদ্ধতিতে শ্রেণিতে পাঠদান করতে পারলে সেই পাঠ চিত্তাকর্ষক, আনন্দদায়ক ও স্থায়ী হতে পারে।

**প্রশ্নকরণ:**

(১) মানসিক বিকাশে গল্প পাঠের দুটি গুরুত্ব উল্লেখ করুন?

(২) গল্পগুলির বিভাজন কিভাবে করবেন?

(৩) গল্প বলার ক্ষেত্রে উপকরনের গুরুত্ব লিখুন।

হল অভিনয়।

শিক্ষামূলক অভিনয়ের মাধ্যমে শিশুর স্বভাবেরও পরিবর্তন ঘটানো যায়।

## বিষয়বস্তু কেমন হবে তার তাৎপর্য্য —

- শিশুরা পাঠ্যপুস্তকে গল্প, উপন্যাস পড়ে, সেই সব পাঠ্য বা পাঠ্যাংশকে নাট্যরূপ দেওয়া যেতে পারে। এই কাজে শিক্ষক শিশুদের সঙ্গে পাঠ্যদানের সময় কাহিনীকে বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাগ করেন এবং পাত্র-পাত্রীদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরবেন। ফলে শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
- পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত নীরস বিষয়গুলি নাটকে রূপান্তরিত করে অভিনয় করলে নতুন রূপ নিয়ে তা শিশু মনে মুদ্রিত হয়ে যায় যা শিশুরা কখনই ভোলে না। এজন্য ইতিহাস পাঠের একটি সার্থক পদ্ধতি হল অভিনয় পদ্ধতি।
- পাঠ্য বা পাঠ্যাংশ ''যখন ২য় শ্রেণির সুস্থ শরীর মন সুস্থ মন" তয় শ্রেণির ''অবাক জলপান" ৪র্থ শ্রেণি ''পেটে ও পিঠে", ''বড়ো খবর" প্রভৃতি মঞ্চস্থ করলে শিশুরা পাঠ্যগুলি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারবে।
- একঘেয়ে ক্লান্তিকর পাঠ বা পাঠ্যাংশ অভিনয় পদ্ধতির মাধ্যমে পড়ালে পাঠ জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং শিশুরা সাগ্রহে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশ নেয়।

## পদ্ধতির উপকারিতা :-

- পুর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন থাকে এবং সেই প্রস্তুতিতে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী দুপক্ষই সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় ফলে নিজেদের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক বা বোঝাপড়া গড়ে ওঠে। সম্পর্ক নিবিড় ও সুমধুর হয়ে ওঠে।
- পাঠদানকালে এই সম্পর্ক বিশেষভাবে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে।
- শিক্ষকের প্রতি ভীতি দূরীভূত হয় ও শিশু পাঠে আগ্রহী হয়।
- অভিনয় করার জন্য পোষাক পরিচ্ছদের প্রয়োজন হয়। শিক্ষকের সহায়তায় শিশুরা সেগুলি সংগ্রহ করতে পারে বা তৈরি করে নিতে পারে এর ফলে শিশুর সৃজনশীলতা বা উৎপাদন মূলক ক্ষমতার বিকাশ ঘটে।
- অভিনয় পুরো ব্যাপারটিতে সব শিশুই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশ নিয়ে থাকে ফলে শিশুর দলগত মনোভাব, শৃঙ্খলাবোধ জন্মায়।

## অসুবিধা —

- অভিনয় পদ্ধতি সময় সাপেক্ষে।
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ সম্পূর্ণ করা যায় না।

- কাহিনী বিন্যাস, পাত্র-পাত্রী সন্নিবেশ চরিত্রানুযায়ী বক্তব্য সাজানো সঠিক না হলে পদ্ধতিটিই অর্থহীন হয়ে পড়ে।

**অভিনয় পদ্ধতির সারসংক্ষেপ —**

অভিনয় পদ্ধতির মাধ্যমে অগ্রসর অনগ্রসর সব শিশুকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করা যায় ফলে সমগ্র শ্রেণি সমানভাবে সক্রিয় থাকে। শিশুর সংলাপ বলার ক্ষমতা বাড়ে, সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাস ও বাড়ে। অনেক শিশ থাকে যারা অনেকের মধ্যে কথা বলতে সংকোচ ভয় বোধ করে। কিন্তু অভিনয় পদ্ধতি যেহেতু দলগত ও আনন্দদায়ক ব্যাপার তাই এই প্রতিবন্ধকতা ধীরে ধীরে চলে যায় এবং শিক্ষার্থী স্বাভাবিক আচরণ অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

**আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন**

(১) অভিনয় পদ্ধতির দুটি উদ্দেশ্য লিখুন
(২) অভিনয় পদ্ধতির তাৎপর্য্য বা বৈশিষ্ট্য লিখুন
(৩) অভিনয় পদ্ধতিতে কোন বিষয়গুলি গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন এবং কেন?

## আরোহী পদ্ধতি —

### সূচনা :

প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর বয়স যখন একটু বাড়ে যখন সে তৃতীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণিতে উপনীত হয় তখন তার আর নিছক রূপকথা, গল্প বা কাহিনী ভালো লাগে না তখন সে সবকিছুর মধ্যে নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরিচিত হতে চেষ্টা করে এবং সে সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা করতে শেখে। মাতৃভাষা হল শিশুর নিজস্ব চিন্তাভাবনার প্রকাশ মাধ্যম। মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখিয়ে, শুনিয়ে অর্থাৎ পর্যবেক্ষন করিয়ে যদি শিক্ষা দেওয়া যায় তবে স্থায়ী হয় এবং প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায়।

### উদ্দেশ্য :

- শিশুর মধ্যে যুক্তিবোধ গড়ে তোলা।
- শিশু অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি বস্তুর বিশেষ গুণের পরিচয় লাভ করে। এই পদ্ধতি শিশুকে ঐ বস্তুটির একটি সাধারণ ধারণা দিতে সহায়তা করে।
- দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণ সূত্রে উপনীত করা।
- বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারা

### বৈশিষ্ট্য :

- নানা উদাহরণ দেখে বিচার করে, বিশ্লেষণ করে একটি সাধারণ ও নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। যেমন : সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল সকলে মারা গেছেন। তারা সকলেই মানুষ, যেমন সব মানুষই মরণশীল।
- অপর বৈশিষ্ট্য হল শিশুর কৌতুহল সদা ও শেষ পর্যন্ত জাগ্রত থাকে।
- দৃষ্টান্তের প্রতি তার দৃষ্টি নিবন্ধ করতে উৎসাহিত করে।

- শ্রেণির সমগ্র কার্য পরিচালনায় শিশুর সক্রিয় ভূমিকা থাকে।
- শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ, যুক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটে।

### তাৎপর্য :

- এই পদ্ধতি অনেকাংশে স্বাভাবিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক।
- শিশু বয়স, রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করে সুপরিকল্পিত সুগঠিত প্রশ্ন সংগঠনের দ্বারা নিয়ম বা সূত্র গঠন করা হয়।
- প্রাত্যহিক জীবনের নানা অনুভূতি, পর্যবেক্ষন করেই স্বত:স্ফূর্তভাবে উপলব্ধি ও ধারণা গড়ে তোলা।

### ধারণা : সুপ্রযুক্ত, পরিকল্পিত ও সুগঠিত

প্রশ্নকরণের দ্বারা বিভিন্ন দৃষ্টান্ত সমূহের উপস্থাপন দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টান্ত থেকে সূত্র, সংজ্ঞা বা নিয়মে ধারণা দেওয়া সম্ভব। যেমন টুকরো টুকরো কাঠ জলে ভাসতে বা ভাসিয়ে দেখে যে সিদ্ধান্তে আসে যে ''কাঠ জলে ভাসে।'' এইভাবে সূত্র বা নিয়মগঠণের প্রণালীকেই বলে আরোহ পদ্ধতি। আরোহ শব্দের অর্থ 'ওঠা'। কতকগুলি দৃষ্টান্ত বা অভিজ্ঞতা সমূহের পুণর্গঠন ও বিন্যাসের ধারাটি আরোহ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সহায়তা করে।

### আরোহী পদ্ধতির গুরুত্ব

- পাঠকে আনন্দদায়ক করতে হলে চাই—
- শিশুর আগ্রহ (পাঠ্য) বিষয়ের প্রতি
- পাঠ্য বিষয়ের প্রতি শিশুর অনুরাগ
- শিশুর কৌতূহল এবং
- শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ

এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি আরোহ পদ্ধতি তে বর্তমান। ''বরফ জলে ভাসে''— এই দৃষ্টান্ত থেকে বলা যায় ''জলের চেয়ে বরফ হাল্কা''। এই সিদ্ধান্তে আসার কাজটি সহজ নয়। তবুও যাতে তারা নিজেরা পর্যবেক্ষণ করে, চিন্তা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে যে চেষ্টা করা দরকার।

- শিক্ষক নিজেই যদি শিশুর হয়ে সূত্র গঠণ করে দেন তাহলে আরোহ পদ্ধতি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ যুক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্যেই আরোহ পদ্ধতির সার্থকতা।

### আরোহী পদ্ধতির প্রয়োগ :

প্রাথমিক স্তরে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কারণ শিশু যা দেখে বা শোনে তা মগজে স্থান পায়য এই জৈবিক প্রতিক্রিয়া ঘটে বলে তাকে যদি বিশেষভাবে সমজাতীয় কিছু জিনিস, শব্দ, ছবি ঘটনা পর্যবেক্ষন করানো যায় তাহলে সেখান থেকে যে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারে তা মৌলিক সিদ্ধান্ত হতে ও পারে।

প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর মস্তিস্কে বহু ঘটনার ভিড় নেই, নতুন কিছু শেখার উপযুক্ত কাল। চিন্তা ভাবনার মাধ্যম হল মাতৃভাষা। তাই তখন যদি তাকে দেখিয়ে শুনিয়ে অর্থাৎ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়ে শিক্ষা দেওয়া যায় তা যেমন দৃঢ় হয়, তেমনি স্থায়ী হয়। শিশুর শব্দভান্ডার বৃদ্ধি পায়।

### আরোহী পদ্ধতির সুবিধা/অসুবিধা

- আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুর বিচার, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- যুক্তি দিয়ে বিচার করে বস্তুগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও তা থেকে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হবার মানসিকতা গড়ে ওঠে।
- পর্যবেক্ষণ, শক্তি তীক্ষ্ন হয়।
- শিশুর অনুসন্ধিৎসা ও কৌতুহল সর্বদা জাগ্রত থাকে।
- অজ্ঞতাজনিত ভুলের নিরসন হয়।
- শিশুর আগ্রহ, অনুরাগ, ঔৎসুক্য ও সক্রিয়তা — গুণাবলীর বিকাশসাধন হয়
- সিদ্ধান্ত, সূত্র বা নিয়মের মতন দিতে হলে এই পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ তা সহজেই অনুমান করা যায়।

### অসুবিধা

- এই পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ ফলে সময় বেশি লাগে।
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ শেষ করা যায় না।

### সারাংশ :

আরোহী পদ্ধতি শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ, যুক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারার মানসিকতা তৈরি করে দেয়। শিক্ষক সেই কাজে সহায়তা করবেন। তার জন্য শিশু যা দেখে বা শোনে সে সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতাটা তার মতো করে প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে। দেখা যাবে যে শিশুর বক্তব্যের মধ্যে কোথাও কোথাও অমিল থাকলেও বেশ কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। সেটাই সাধারণ সত্য। সেটাই শিশু শিখবে। "আমি ও আমার চারপাশ" (৩য় শ্রেণি কিশলয়) "নিজের কথা" (৫ম শ্রেণি) রচনাগুলিতে তার প্রচেষ্টাই রয়েছে।

### পদ্ধতির প্রকারভেদ ঃ-

ঐ উদ্দেশ্যগুলিকে সামনে রেখেই শিক্ষায় সামজিক পরিবেশ রচনা করবার উদ্দেশ্য শিক্ষাদানে যে সব নতুন নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে সেগুলি —

ক) কথোপকথন (Conversation)

খ) আলোচনা (Discussion)

গ) অনুবন্ধ পদ্ধতি (Co-relation method)

ঘ) প্রকল্প পদ্ধতি (project method)

### ☛ কথোপকথন পদ্ধতির শিখন প্রক্রিয়া ঃ-

কথোপকথন হল শিক্ষাগ্রহণের এবং শিক্ষাদানের প্রধান মাধ্যম। শিশুর জড়তা-সংশয় ভীরুতা দূর করে তাকে তার আচরণ সহজ স্বাভাবিক করে তোলার জন্য এবং বিদ্যালয় অভিমুখী করে তোলার জন্য শিক্ষক এই কথোপকথন পদ্ধতি ব্যবহার করেন অর্থাৎ আলাপচারিতার মাধ্যমে শিক্ষার প্রাথমিক পরিবেশ তৈরী করে নিতে পারেন, তাহলে পরবর্তীকালে শিশু

শিক্ষকের অনেক কাছে চলে আসবে, শিশুর শিক্ষক জনিত ভীতি দূর হবে। কারণ ভাষার মধ্য দিয়েই পরিবেশের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। তাই সুষ্ঠ ভাষা ব্যবহার শিক্ষাই হল সকল শিক্ষার গোড়ার কথা।

## ☛ বৈশিষ্ট্য ঃ-

- কথোপকথনের মাধ্যমে এই ভাষার ব্যবহার শিক্ষা ভালোভাবে করা যায়।
- শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ, বাক্যের যথাযথ ব্যবহার, ছেদ, যতির সার্থক প্রয়োগ এসবই ভালোভাবে চর্চা করবার সুযোগ ঘটে।
- আচারণগত শিক্ষারও সুযোগ ঘটে এই কথোপকথন পদ্ধতির মাধ্যমে।
- ছাত্রের দুর্বলতা বা অজ্ঞানতা থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা আলাপচারিতার মাধ্যমে দূর করবার চেষ্টা করবেন।
- অপরের বক্তব্য ভালভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনবার ধৈর্য্য, সহ্য করবার ঔদার্য্য এবং অনুধাবন করবার ক্ষমতা লাভ করা যায়।

## ☛ শিখন পদ্ধতিঃ-

কথোপকথন পরিচালনা করতে হলে কথোপকথনের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হয় খুব সাবধানে। প্রধানত: এমন বিষয় নির্বাচন করতে হবে যা শিশুর নিজস্ব অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। শিশুর একেবারে চেনা পরিবেশ অর্থাৎ গৃহ পরিবেশ থেকে বিষয় নির্বাচন করা যেতে পারে। বহু শিশুই স্বভাববক্তা। বক্তব্যের সূত্র পেয়ে গেলে সে নিজে থেকেই অন্যকে কথা বলতে পারে। এই আলাপচারিতা শিক্ষককে সচেতনভাবে করতে হবে যাতে তা অপ্রাসঙ্গিক বা শ্রুতিকটু না হয়।

শিশু বিদ্যালয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেলে বিদ্যালয় পরিবেশ, তারপর নিকট-পরিবেশ বা পল্লী-পরিবেশ—এই ভাবে শিশুর অভিজ্ঞতার সীমা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কথোপকথনের বিষয়বস্তুরও সীমা বাড়ান যেতে পারে। বিষয়টি যেন স্বত:স্ফূর্ত এবং আনন্দ দানকারী  হয়। তাহলেই কথোপকথন জীবন্ত হয়ে উঠবে।

শ্রেণি অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করে কয়েকজন শিশুর মধ্যে পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট বিষয়কে অগ্রসর করালে শিশুর বাচনশক্তির সাথে চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটবে। স্বাধীনভাবে গুছিয়ে কথা বলতে শিখবে যা মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

## ☛ শিক্ষকের ভূমিকা ঃ-

- এই পদ্ধতি অনুসরণ করার সময় শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে বিষয়বস্তু নির্বাচনে অর্থাৎ কথোপকথনের বিষয়বস্তু যেন শ্রেণি অনুযায়ী হয়।
- এই পদ্ধতি অনুসরণকালে শিক্ষক পরিচালকের ভূমিকায় থেকে বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে বলবার ভঙ্গী ও মেজাজ, শব্দ প্রয়োগ, বাক্য রচনা কিংবা বাক্য চয়ন সকল কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করবেন। প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করবেন।
- প্রত্যেক শিশু যাতে পর্যায়ক্রমে কথোপকথনে অংশ গ্রহণ করে তা লক্ষ্য রাখবেন।
- শিক্ষকের সুপরিচালনায় কথোপকথন পদ্ধতি মাতৃভাষা শেখার ক্ষেত্রে, অভ্যাস করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করে থাকে।

শিশু কথোপকথনের মাধ্যমেই অস্পষ্টতা, জটিলতা ও দুরূহতা অতিক্রম করতে পারে। কথোপকথনের স্থান, কাল, পাত্র আছে। অলিখিত এই সামাজিক বিধানটি শিশু পরিবেশ থেকেই আয়ত্ত করে। কথন ক্রিয়ার ফলশ্রুতি হল চরিত্র মাধুর্য, রচনা শৈলী, সভ্যভব্য মুদ্রা ও সংকেতের আয়ত্তি। বড় হয়ে বাদে-বিবাদে, সৎসভায় বক্তব্য প্রতিষ্ঠা সাফল্য অর্জন করার যে সাফল্য তার তালিম কিন্তু আরম্ভ হয় শৈশবেই। অতএব কথোপকথনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিশুকে সফল বক্তা হতে তালিম দেওয়া। কথোপকথনে চাই মাধুর্য্য, অক্ষরের উচ্চারণ জনিত স্পষ্টতা, পদ সমূহের পৃথক উচ্চারণ, সুস্বরতা, ধীরতা ও লয়। সমস্ত কাজটি চলবে শিক্ষক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে।

**আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন - (Check your progress)**

ক) শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কোন পরিবেশের কথা বলা হয়েছে? তাতে ছাত্রের ভূমিকা কেমন হবে?

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

খ) শিক্ষকের ভূমিকা প্রসঙ্গে দু-চার কথা লিখুন।

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

গ) কথোপকথন পদ্ধতি কাকে বলে

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

## আলোচনা পদ্ধতি ঃ-

☛ **সূচনা ঃ**

আলোচনা হল কথোপকথনের একটি বিশেষ সংহত ও সুসংবদ্ধ এবং পূর্ব পরিকল্পিত রূপ। কোন একটা সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কয়েকজনের মিলিত প্রচেষ্টামূলক যে কথোপকথন তাকেই বলা হয় আলোচনা বা Discussion।

এই আলোচনায় ছাত্রেরা একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে মুখোমুখি বসবে, এই সমগ্র আলোচনা শিক্ষক মহাশয় বা দলনেতা কর্তৃক পরিচালিত হবে।

☛ **উদ্দেশ্য ঃ**

সমাজকৃত শিক্ষার প্রধান অবলম্বনই হল আলোচনা পদ্ধতি। আজকাল শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করাকে একটি মূল্যবান রীতি বলে মনে করেন। আলাপ-আলোচনায় শিক্ষার্থী সংকোচহীনতা ত্যাগ করে প্রশ্ন করে তার মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে। শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীর জানার কৌতুহল বৃদ্ধি করে দিতে পারেন নানবিধ প্রশ্ন ও উত্তর দানের মধ্যে দিয়ে। নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বক্তব্যের জালে উত্তর দানের মাধ্যমে বেশ সরস করে তোলা যায়।

☛ **প্রকারভেদ ঃ**

এই আলোচনা সমষ্টিগত, ব্যক্তিগত, বিতর্ক, সেমিনার, গোল টেবিল বৈঠক প্রভৃতি নানা ভাবে হতে পারে।

☛ **স্তর বিভাজন ঃ**

আলোচনা সার্থক করে তোলার জন্য তিনটি স্তর গ্রহণ করা যেতে পারে— ক) প্রস্তুতি পর্ব; খ) আলোচনা পর্ব; গ) মূল্যায়ন পর্ব।

❑ **প্রস্তুতি পর্ব ঃ** এই পর্বে শিক্ষকের প্রস্তুতি প্রথমে প্রয়োজন। কারণ তিনি আলোচনার মাধ্যমে তাঁর ছাত্রদের নতুন দিকে নিয়ে যাবেন। যে বিষয় আলোচনার জন্য শিক্ষক মহাশয় গ্রহণ করবেন—সে সম্পর্কে তাকে ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। পাঠ পরিকল্পনা শ্রেণি ব্যবস্থাপনা শিক্ষক মহাশয় আলোচনা পর্বের পূর্বেই করে রাখবেন। কোন কোন তথ্যাদি গ্রহণ করা হবে, কোন কোন পুস্তক দরকার—এ সব বিষয় ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই ভালভাবে জানতে হবে। সুষ্ঠ আলোচনা পদ্ধতির জন্য এ ধরনের পূর্বপ্রস্তুতি অতীব প্রয়োজনীয়।

❑ **আলোচনা পর্ব ঃ**

● আলোচনার বিষয় বস্তু পূর্বে নির্দিষ্ট থাকবে।

● শিক্ষক মহাশয় এখানে পরিচালকের ভূমিকায় থাকবেন। তিনি শ্রেণিশৃঙ্খলা বজায় রাখা, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলোচনায় ছাত্ররা বিষয়টি সম্বন্ধে সহজ ও আন্তরিক ভাবে অংশ নেবে তার ব্যবস্থা করবেন। আলোচনা চলা কালে কোন আক্রমণাত্মক ভঙ্গী পরিহার করতে হবে। বিষয়বস্তু যেন অপ্রাসঙ্গিক না হয়, অযথা ভারক্রান্ত বা কটু না হয়ে পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

পরম সহিষ্ণু আলোচনা চালাতে হবে। জানার ইচ্ছা ও কৌতুহল নিবৃত্ত করার মনোভাবই আলোচনা সুন্দর ও সার্থক করার একমাত্র উপায়। শিক্ষক মহাশয় এ সবের প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখলেই আলোচনা প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

❑ **মূল্যায়ন পর্ব ঃ**

আলোচনা চলবে দল ভাগ করে। অতএব প্রত্যেক দলে একজন করে দলনেতা থাকবে প্রয়োজনবোধে আলোচনাকালে বিশেষজ্ঞও থাকতে পারেন। শিক্ষক এখানে সঞ্চালক বা পরিচালকের ভূমিকায় থাকবেন।
এই পর্বে শিক্ষক বা বিশেষজ্ঞ শিক্ষক আলোচিত বিষয়টি যথাযথ কিনা সে বিষয়ে মূল্যায়ন করবেন।

মুল্যায়নের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে—

● শিক্ষার্থী কতখানি উপকৃত হল এবং শ্রেণি পাঠ নেওয়ার সময় সে কতটুকু আয়ও করতে পারল।

● আলোচনা চলাকালে শিক্ষার্থী কী ধরনের মনোভাবের পরিচয় দিল। অন্যের মতামত গ্রহণ করার বা বর্জন করার সময় সে উদার ও সুস্থ মনোভাবের পরিচয় দিল কিনা।

● আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাগত মানের মূল্যায়ন। এভাবে আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন একান্ত প্রয়োজন।

☛ **আলোচনা পদ্ধতির গুণ ঃ**

- ছাত্র শিক্ষাদানের কাজ পরোক্ষ বিষয় না হয়ে প্রত্যক্ষ বিষয় হবে। অর্থাৎ ছাত্র কেবলমাত্র শুনবে না, করে শিখবে।
- আলোচনা পদ্ধতিতে আলোচনার সময় ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যে জানাশোনা আরও ঘনিষ্ঠ হবে। পরস্পরের প্রতি তারা সহানুভুতিশীল, সংবেদনশীল এবং সহযোগিতাশীল হবে। আদর্শ সমাজের ভাবী নাগরিক হিসাবে এই গুণগুলির অনুশীলন যে আবশ্যক তা বলাই বাহুল্য।
- আলোচনার সক্রিয় অংশ গ্রহণের কারণে নিজের ভুল ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করে। ছাত্রদের আত্ম বিশ্বাস বাড়ে। নিজের কাজ নিজেই করতে পারার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্ষমতার উপর আস্থা বাড়বে যেটা অন্যকোন ভাবে হয় না।
- স্বীকৃত বা অস্বীকৃত তথ্যের মাঝখান থেকে স্বীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সুযোগ থাকে এই পদ্ধতিতে। আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা, ব্যাখ্যা প্রদান ও নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ থাকে।
- ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হবে। সাধারণত: উভয়ের মধ্যে যে ভীতি ও সংকোচের দূরত্ব থাকে তাতে সুষ্ঠ পাঠ পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটে।
- আলোচনার মাধ্যমে পাঠ অগ্রসর হয় বলে জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমস্ত দিক পরিপূর্ণভাবে ছাত্রের আয়ত্তে আসে।
- আলোচনা খোলা মনে চলে। সুশিক্ষকের সুপরিচালনায় লাজুক বা স্বল্প মেধার ছেলেরাও নিজের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায়। ফলে শিক্ষা হয় সার্থক।

☛ **আলোচনা পদ্ধতির দোষ ঃ**

- আলোচনা পদ্ধতিতে প্রচুর সময় অপচয় হয়। ফলে পঠন-পাঠন বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না।
- এই পদ্ধতি যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হয় তবে অকারণ আলোচনা কোন উদ্দেশ্য সফল করতে পারবে না।
- বাংলা, ইতিহাস এগুলি এমন বিষয় যা শুধুমাত্র আলোচনার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তাছাড়া বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণিতে এই পদ্ধতি কার্যকর।

☛ **সারাংশ ঃ**

শ্রেণিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যদি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং কোন সমস্যা সমাধান করতে পারেন তবে শিক্ষনের ক্ষেত্রে তা অনেকখানি গুরুত্ব পায়।

শিশুদের মন সজীব পদার্থ, তাদের আগ্রহ, প্রবণতা, মনোসংযোগ, বুদ্ধি সবগুলিকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাদান করলে সে শিক্ষাই কার্যকর হবে। শিক্ষা শুধু জ্ঞান আহরণ নয় বা মনের চর্চা নয়, শিক্ষাকে কিভাবে সমাজের কাজে লাগানো যায়, শিক্ষার্থীর সমস্ত জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা যায়,—তা এই আলাপ-আলোচনায় তৈরী হয়ে যায়।

☛ **প্রশ্নকরণ ঃ**

- আলোচনা পদ্ধতি কাকে বলে?
- আলোচনা পদ্ধতির চারটি সুবিধা লিখুন।
- 'শ্রেণি শিক্ষক এই পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন'—ব্যাখ্যা করুন।
- আপনার পাঠ্য পুস্তকের কোন পাঠটি এই পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা যায়। যুক্তি সহ লিখুন।

## অনুবন্ধ প্রনালী বা পদ্ধতি (Corelation of studies)

☛ **সূচনা ঃ**

বিদ্যালয়ে ছাত্ররা যায় জ্ঞান অর্জন করতে। তাদের আমরা বহু বিচিত্র পাঠ্যতালিকার মধ্য দিয়ে বহু অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে তুলি, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে একটা ঐক্য আছে, পরস্পরের মধ্যে যে যোগসূত্র আছে সেদিকে লক্ষ্য না রেখে বিষয়গুলি পড়ানো হয়। বাংলা, ইংরাজী, ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি এই বিষয়গুলি পড়ানোর সুবিধার জন্য ভাগ করা হয়। কিন্তু এগুলির মধ্যে যে ঐক্য রয়েছে তা শিশুদের বুঝান হয় না বা তারা বুঝতে সক্ষম হয় না।

কিন্তু একটু অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে বিষয়গুলি বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পর সাপেক্ষ। কারণ জ্ঞান যদি অখন্ড হয় তাহলে জ্ঞানের উপকরণগুলির মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকবেই। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে একটি সুদূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। তাই পড়াবার সময় উপযুক্ত শিক্ষক স্বতন্ত্রভাবে বিষয় উপস্থাপিত না করে সমজাতীয় বিষয়ের সাথে যুক্ত করে পাঠ দিয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে বিষয়ের অখন্ডতা দূর হবে এবং বিষয়ের বিভিন্নতা দূর হয়ে একটি সমগ্র শিক্ষার সুর তার মনে গেঁথে যাবে।

☛ **তাহলে অনুবন্ধ কি?**

অনুবন্ধ বলতে বোঝায় একটি বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক ভাবে অন্য বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপনা অতএব বলা যায় যে—

একটি বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্কি ভাবে অন্য বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় বলে এই পঠন পদ্ধতিকে অনুবন্ধ প্রণালী বা পদ্ধতি বলা হয়।

☛ **অনুবন্ধ পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা ঃ**

একটি বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে ধারণা দেওয়া যায় যেমন—

ইতিহাসের শ্রেণিতে ''মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান'' বা শিবাজীর কথা পড়াতে গিয়ে দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য মালভূমির পরিচয় দেওয়া একান্ত প্রয়োজন অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে ভূগোলের সঙ্গে অনুষঙ্গ স্থাপিত হল। আবার সাহিত্য বা বাংলা পড়ানোর সময় রবীন্দ্রনাথের ''শিবাজী উৎসব'', অংকনের ক্লাসে শিবাজীর প্রতিকৃতি অংকন করানো যায়। আবার শিবাজীর রাজ্যজয়ের সাল তামামির তালিকার মধ্যে দিয়ে গণিতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। অতএব বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বেশ একটা স্বাভাবিক অনুষঙ্গ স্থাপন করে সেই বিষয়ের নানা দিক ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা যায়। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটা মিল খুঁজে পেয়ে শিক্ষা স্বাভাবিক ও আনন্দ দায়ক হবে।

এভাবে মধু আনতে বাঘের মুখে, বুনোহাঁস ইত্যাদি পাঠ্য বিষয়ের সাথে বিজ্ঞান বিষয়ের অবতারণা করা যায়। চায়ের কথা শহীদ ক্ষুদিরাম—পাঠদানের সময় সমকালীন ইতিহাসের আলোচনা করা যেতে পারে।

☛ **অনুবন্ধ প্রণালী ব্যবহারের উদ্দেশ্য ঃ**

ক) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ রয়েছে তা বুঝিয়ে দেওয়া। খন্ড খন্ড করে বিষয়গুলি পড়ানো হলেও তাদের মধ্যে অখন্ডতা আছে তা ধরিয়ে দেওয়া।

খ) অন্যতম উদ্দেশ্য—পাঠ্য বিষয়ের চাপ কমান। এ র ফলে বিষয় কমবে না কিন্তু তার ভার কমে যাবে। যেমন-ইতিহাস পাঠের সাথে সাথে ভূগোলের ধারণা লাভের একটি বিষয়ের ভার লাঘব হল।

গ) উঁচু শ্রেণিতে বিষয়শিক্ষক প্রথায় বিষয়ের বিভিন্নতা বেশি করে দেখা যায়। উপযুক্ত শিক্ষক অন্য বিষয়ের সাথে ঐ বিষয়ের যোগ দেখিয়ে দেবেন। তবে প্রাথমিক শ্রেণিতে তেমন সুযোগ নেই।

ঘ) শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিষয় পঠন পাঠনের মধ্য দিয়ে সু-সামঞ্জস্য চিন্তাধারার সৃষ্টি। এই পদ্ধতিতে সেই বিকাশ সম্ভব হয়। হার্বার্ট দর্শনে বলা হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপনের দ্বারা শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য সধিত হবে।

ঙ) অনুবন্ধ প্রণালীর মূল কথা হল—বিষয়গুলির স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে দিয়ে যতদুর সম্ভব পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে পড়ানো।

☛ **অনুবন্ধ প্রণালীর শ্রেণিবিভাগ—এই অনুবন্ধন প্রণালীর ব্যবহার তিন শ্রেণির হতে পারে।**

ক) ‘‘একই বিষয়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অনুবন্ধ”—পূর্ব পাঠের উপর ভিত্তি করেই নতুন পাঠ দেওয়া যায়। যেমন—‘‘বন আমাদের বন্ধু, চায়ের কথা পাঠদান কালে আমাদের দেশের প্রাকৃতিক ভূগোলের পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় বা রাজনীতিক ভূগোলের পাঠদানকালে প্রাকৃতিক ভূগোল প্রাসঙ্গিক ভাবে এসে যেতে পারে। তখন সে বিষয়ে বলা যেতে পারে।

খ) ‘‘বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ”—বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকরা একসাথে বসে আলোচনা করে তাঁদের বিষয়গুলির মধ্যে সংযোগ সাধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে সুযোগ বুঝে শ্রেণি কক্ষে তার বাস্তব প্রয়োগ দেখাতে পারেন।

গ) ‘‘পাঠ্যগ্রন্থ ও জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুবন্ধ”—ছেলেরা সব কিছুই শেখে কিন্তু সে সব বইয়ের জ্ঞান হিসাবেই শেখে। জীবনের ক্ষেত্রে তার কোন ব্যবহার শেখে না। এর ফলে আমাদের শিক্ষা ও আচরণের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। ‘‘ছাত্রেরা কেবল পরের কাছ হইতে শিক্ষার বিষয়কে নিজে গড়িয়া তুলিতে পারে না, এরূপ ভীরুতা যেন তাহদের মনে না থাকে।”

**আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন - (Check your progress )**

ক) কথোপকথন, আলোচনা ও অনুবন্ধ প্রণালী—পদ্ধতিগুলির ক্ষেত্রে ছাত্রের ভূমিকা কি?

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

খ) অনুবন্ধন প্রনালী কাকে বলে?

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

গ) অনুবন্ধন পদ্ধতির চারটি উদ্দেশ্য লিখুন।

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

☛ **অনুবন্ধ পদ্ধতির তাৎপর্য ঃ**

এই পদ্ধতি প্রয়োগকালে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। কারণ—

- সংযোগ সাধন কাজটি যেন কৃত্রিম বা কষ্টকল্পিত না হয়।
- মূল বিষয় কে বোঝাতে গিয়ে যতটুকু দরকার ততটুকুই অন্য বিষয়ের সাহায্য নেওয়া হবে।
- মূল বিষয়ের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্কযুক্ত সাবলীল ভাবে যে সব বিষয় আনা সম্ভব হবে সেই বিষয়গুলি যোগ সাধন করতে হবে।
- অনুবন্ধ পদ্ধতির সার্থকতা নির্ভর করে পড়াবার সময়ে আলোচ্য বিষয়টি আনে যার জন্য কোন কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় না এবং পাঠের গতি হবে স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীল। তবেই অনুবন্ধ পদ্ধতি সার্থক নতুবা নয়।

☛ **অনুবন্ধ প্রনালীর গুচ্ছ ভাগ—**

ড: হ্যারিস বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়গুলি অনুবন্ধ হিসাবে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন। যেমন-১) সাহিত্য ও ললিতকলা, ২) ইতিহাস ও সমাজ বিদ্যা ৩) জীববিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা ৪) ভূগোল ও বিজ্ঞান এবং ৫) ব্যাকরণ ও তর্কবিদ্যা। এগুলি উঁচু শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিচু শ্রেণিতে তার সুযোগ নেই।

☛ **সারাংশ ঃ**

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ কারণ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিষয়কেন্দ্রিকতা অত্যধিক। ফলে সব বিষয়ে সমান গুরুত্ব দেওয়া যায় না। তাই অনুবন্ধন স্থাপনের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে শিক্ষনীয় বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া যায়।

☛ **প্রশ্নকরণ ঃ**

১) অনুবন্ধ প্রণালীর বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

২) অনুবন্ধ প্রণালী ব্যবহারের তিনটি ভাগ সম্বন্ধে কি জানেন?

৩) অনুবন্ধ প্রণালীর গুচ্ছ ভাগগুলি লিখুন।

৪) বাংলা পাঠের সঙ্গে ইতিহাসের অনুবন্ধ রচনা করুন।

## প্রকল্প পদ্ধতি ঃ

### ☛ সূচনা ঃ

শিক্ষাদান কাজটি কেবলমাত্র শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে রাজী নন শিক্ষাবিদগণ। নানা দেশের আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পরিবেশে স্বত:স্ফূর্ত ভাবে ও সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলেন।

### ☛ পদ্ধতির ধারণা ঃ

জন ডিউই তাঁর শিক্ষাদর্শনে একটি নূতন পথের দিশা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন মানুষ যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় সেই সমস্যার সমাধানের জন্য তার সমস্ত মন প্রাণ উদগ্রীব হয়ে ওঠে এবং সেই সমস্যার সমাধানের পথে এগিয়ে চলতে মানুষ যে জ্ঞান লাভ করে, সেই হল তার সত্যকার জ্ঞান। অর্থাৎ কোন বাস্তব সমস্যার সক্রিয় সমাধানের মাধ্যমেই আমরা নতুন জ্ঞান অর্জন করতে পারি। তাঁর এই বৈপ্লবিক মতবাদের ভিত্তিতেই ‘‘সমস্যা পদ্ধতি” (problem method) গড়ে ওঠে। কিন্তু কার্যকর ভাবে জনপ্রিয়তা লাভে এই পদ্ধতি ব্যর্থ হয়েছে।

তাঁর অনুগামী Dr. Kilpatrik এক নতুন শিক্ষা পদ্ধতির উদ্ভব করেন যা প্রজেক্ট পদ্ধতি (project method) নামে খ্যাত। (project method)-পদ্ধতি কাকে বলে—বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘‘কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাজ যা সমাজের অনুকূল পরিবেশে আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পাদন করা হয়” (A whole hearted purposeful activity proceding in a social environment)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে

- প্রত্যেক প্রকল্প সম্পাদনের পিছনে একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকবে।
- এরূপ কর্ম সম্পাদন চলবে সামাজিক পরিবেশে
- শিক্ষার্থীর স্বত:স্ফূর্ত কর্ম প্রচেষ্টা project রূপদানে সক্রিয় হয়ে উঠবে।

Stevension স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—সমস্যা বা কর্ম কি প্রকৃতির হবে। তিনি Project বলতে কোন সমস্যামূলক কাজকে বুঝিয়েছেন। এই সমস্যামূলক কাজ স্বাভাবিক পরিবেশে সম্পন্ন করা হবে। ("A project is a Problematic act carried to completion in its natural setting") তার সংজ্ঞায় একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল—‘‘সমস্যামূলক”। কোন সমস্যার উদ্ভব হলে শিক্ষার্থী শিক্ষকের সহযোগিতায় তা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হবে।

### ☛ ধারনার বৈশিষ্ট্য ঃ

Project Method-এর চারটি স্তরের কথা বলা হয়েছে।

- **প্রথমত ঃ** উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Purposing)—যে কোন বিষয়ের পাঠটির কি উদ্দেশ্য হবে তা নির্ধারণ করা।
- **দ্বিতীয়ত ঃ** পরিকল্পনা (Planning)—উদ্দেশ্য স্থির করে নেবার পর চিন্তা করতে হবে কিভাবে সেই উদ্দেশ্যটি কাজে রূপান্তরিত করা যায়। এই স্তরে প্রজেক্টের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি রচনা করতে হয়। প্রজেক্ট বড় হলে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ভাগে কজন মিলে করবে, কে কতটা করবে—এই সব স্থির করা হল পরিকল্পনা স্তরের কাজ।
- **তৃতীয়ত ঃ** সম্পাদন (Execution)-এই স্তরে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করা হয়।
- **চতুর্থ ঃ** বিচার করণ (Judging) প্রজেক্ট হিসাবে যে কাজ সম্পন্ন করা হল তার কতটা সফল হল, যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছিল তার কতটা সিদ্ধ হল কতটা হল না, কোথায় কতখানি ত্রুটি বিচ্যুতি হল সে সবই শিক্ষার্থীরা বিচার করে দেখবে।

- **শিক্ষকের ভূমিকা ঃ**

উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা স্তরে শিক্ষক মহাশয়ের সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন। তিনি এখানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিলেমিশে তাদের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজন মত উপদেশ নির্দেশ দিয়ে তাদের পরিচালনা করবেন। প্রতিটি স্তরেই তাঁর উপরেই এর কার্যকারিতা নির্ভর করে।

☛ **প্রকারভেদ ঃ**

কিলপ্যাট্রিক প্রজেক্টকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন।

১) সংগঠন মূলক প্রজেক্ট—এর লক্ষ্য হল কোন কিছু সৃষ্টি করা বা গড়ে তোলা। যেমন—বাগান করা, অভিনয় করা, বস্তু নির্মাণ ইত্যাদি।

২) উপভোগ মূলক প্রজেক্ট—যেমন-গল্প শোনা, কবিতা পাঠ, গান উপভোগ করা, চিত্রপটাদির সৌন্দর্য্য বিচার করা ইত্যাদি।

৩) সমস্যামূলক প্রজেক্ট—এখানে সামাজিক সমস্যার সমাধান করা হয়। যেমন-দিন রাত্রির হ্রাসবৃদ্ধির কারণ নির্ণয়, চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ-এর কারণ নির্ণয় ইত্যাদি।

৪) শিক্ষামূলক প্রজেক্ট—এখানে কোন কিছু জ্ঞান বা নৈপুন্য অর্জন করা। যেমন-অঙ্ক করা, মোটর চালাতে শেখা ইত্যাদি।

☛ **এই পদ্ধতির সুবিধা ঃ**

- মনোবিজ্ঞানসম্মত সক্রিয়তা তত্ত্বের উপর পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠিত। নানা কাজের মধ্য দিয়ে হাতে কলমে শেখার কাজটি হয় বলে শেখাটা ছাত্রের মনে বাস্তবরূপ নিয়ে সার্থক হয়।
- বিভিন্ন কাজের মধ্যে অনুবন্ধ রচনা করে শিক্ষা দেওয়া হয় বলে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপিত হয়।
- তাঁদের অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহার শেখে এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

- শ্রেণি পাঠনের একঘেঁয়েমি থাকে না।
- শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। আত্মনির্ভরশীল ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।
- শ্রমের মর্যাদা শেখে।
- শিক্ষার্থীর মধ্যে সহযোগিতা দলপ্রীতি, আত্মত্যাগ প্রভৃতি সদগুণের বিকাশ ঘটে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

☛ **অসুবিধা ঃ**

- সমগ্র পাঠক্রমটি প্রজেক্টের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে শেখান যায় না, শেখার মধ্যে অনেক ফাঁক থেকে যায়।
- এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর শেখা হল খন্ডিত বা আংশিক, সেগুলির মধ্যে ধারাবাহিকতা থাকে না।
- প্রতিটি প্রকল্প রচনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে যে পরিমান কাজ করার প্রয়োজন হয় তাতে প্রচুর সময় ও শ্রমের প্রয়োজন।
- বিষয়বস্তুর জ্ঞান নয়, স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রজেক্ট অনুসৃত কার্যাবলী।
- পদ্ধতিটি কার্যকর করে তুলতে হলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজন। এরূপ অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা স্বল্প।
- প্রকল্প পদ্ধতিকে বাস্তবায়িত করতে গেলে শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়।
- মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত উৎকর্ষতার চেয়ে দলগত উৎকর্ষতার পরিমাপে প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

☛ **শিখন প্রক্রিয়া ঃ**

বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শ্রেণির পর্যায়ে আমরা শিশুদের যা শেখাতে চাই, তার অনেক কিছুই প্রজেক্ট পদ্ধতিতে ভালোভাবে শেখান যায়। যেমন-স্কুল বাড়ীর নকসা তৈরী করা, বাগান করা, ছোট খাট অভিযান মূলক ভ্রমণ-এই সবই প্রকল্প পদ্ধতির বিষয় হতে পারে।

চতুর্থ শ্রেণির উপযুক্ত ''চায়ের কথা", ''টেলিভিশন্", তৃতীয় শ্রেণির উপযুক্ত ''মধু আনতে বাঘের মুখে", বুনো হাঁস " গদ্যাংশটি পাঠদান কালে প্রকল্প পদ্ধতির মাধ্যমে করা যেতে পারে।

**আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন - (Check your progress)**

ক) প্রকল্প পদ্ধতি কাকে বলে ?

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

খ) প্রকল্প পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ভূমিকা কি?

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

☛ **সারাংশ ঃ**

প্রকল্প পদ্ধতি নিয়ে বহু প্রকার আলোচনা করেছেন বহু শিক্ষাবিদগণ। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেরই মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে—

- শিক্ষার্থীরাই প্রজেক্টের বিষয়বস্তু স্থির করবে।
- শিক্ষার্থীরাই উক্ত প্রজেক্ট পরিচালনার পরিকল্পনা করবে।
- শিক্ষার্থীরাই প্রকল্পের কাজটি সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করবে।
- শিক্ষার্থীরাই ঐ প্রজেক্টের কাজ শেষ হবার পর তার সমালোচনা করবে, ভুলত্রুটি নির্ণয় করবে। অর্থাৎ

শ্রেণি কক্ষে যে পূর্ণ কর্তৃত্ব শিক্ষক মহাশয়দের হাতে ছিল তা চলে আসবে ছাত্র সমষ্টির হাতে এবং তার ফলে তারা আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবে গড়ে উঠতে পারবে। শিক্ষকের হাতে নেতৃত্ব অশ্যই থাকবে তবে সে সমাজপতির নেতৃত্ব, পরোক্ষভাবে পরিচালিত করবেন ছাত্রদের।

☛ **প্রশ্নকরণ ঃ**

১) প্রকল্প পদ্ধতি কাকে বলে?

২) প্রকল্প পদ্ধতির চারটি স্তর ব্যাখ্যা করুন।

৩) আপনার পাঠ্যপুস্তকের (মাতৃভাষা) যে কোন একটি বিষয় অবলম্বন করে একটি প্রকল্প পদ্ধতিতে উপস্থাপন করুন।

## সারাংশ ঃ

কথোপকথন আলোচনা, অনুবন্ধ ও প্রকল্প পদ্ধতির মূল লক্ষ্য ছাত্রদের সক্রিয়তা। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বর্তমানে বিদ্যালয়ের চার দেওয়াল থেকে বেরিয়ে সামাজিক পরিবেশে মূখ্য ভূমিকা পালন করবে এবং ব্যবহারিক জীবনে অর্জিত শিক্ষার সংযোগ সূত্র স্থাপন করবেন আর শিক্ষক পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রয়ণের সূত্রটি নিজ হস্তে রাখবেন এবং প্রয়োজনে পরামর্শ দেবেন, সহযোগিতা করবেন আবার বন্ধুর মত মিলেমিশে কাজও করবেন।

**প্রশ্নকরন ঃ**

১) কথোপকথন পদ্ধতি কাকে বলে?

২) আলোচনা পদ্ধতির উপযোগিতা বিষয়ে চারটি দৃষ্টান্ত দিন।

৩) পঞ্চম শ্রেণির একটি পাঠ উপস্থাপন কালে অনুবন্ধ পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে লিখুন।

৪) প্রকল্প পদ্ধতিতর সুবিধাগুলি উল্লেখ করুন।

৫) আরোহী পদ্ধতি কাকে বলে

৬) আরোহী পদ্ধতির চারটি বৈশিষ্ট্য

৭) আরোহী পদ্ধতি কীভাবে শেখাবেন?

৮) আরোহী পদ্ধতির সুবিধা/অসুবিধা ১০টি বাক্যে লিখুন।

## ২.৬ মাতৃভাষা শিক্ষার সহায়ক উপকরণের গুরুত্ব

**সূচনা :**

আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা পদ্ধতি সমূহে শিক্ষনীয় বাস্তবটিকে শিশুর মনে পৌঁছে দেবার জন্য বিভিন্ন সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কারণ শিশুর কানে শুনে ও চোখে দেখে শেখার উপযোগিতা মেনে মিলেও সব সময় বাস্তব জিনিসটি শিক্ষার্থীর সামনে হাজির করা যায় না। এই অবস্থায় শিক্ষক বিকল্প জিনিসের সাহায্য নেবেন। ফলে শিক্ষনীয় বিষয় শিশুর কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে।

**উদ্দেশ্য :**

- শিশুর কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করা
- শিক্ষনীয় বিষয়কে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করা
- শিক্ষনীয় বিষয় পাঠদান যাতে প্রত্যক্ষ আবেদন সৃষ্টি করে তাতে নজর দেওয়া
- শ্রেণি উপযোগী উপকরণ ব্যবহার করা
- পিছিয়ে পড়া শিশুরাও স্বচ্ছ ধারণা করতে পারে তার ব্যবস্থা করা
- ভাষা শিক্ষার গঠনগত, বিষয়গত ও ভাবগত দিকগুলিকে সহজ, সুন্দর ও বোধগম্য করে তোলে।

**ধারণা:**

যে সব বস্তু ব্যবহার করলে শিশুদের কল্পনাশক্তিতে উদ্দীপিত করে তোলা সম্ভব হয় ও তাদের শিক্ষনীয় বিষয়কে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করে তোলা যায় তাকেই শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বলে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক উপকরণগুলি হবে বিষয়বস্তু অনুসারে, শ্রেণি উপযোগী এবং প্রাসঙ্গিক।

**ধারণার বৈশিষ্ট্য :**

- নীরস, জটিল বিষয়বস্তুকে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে।
- বিমূর্ত বিষয় মূর্ত হয়ে ওঠে।
- বাস্তব অভিজ্ঞতা উপকরণ দেখে সমৃদ্ধ হবে।
- চিন্তাশক্তি জাগ্রত করা ও মনকে যুক্তিনির্ভর করা
- পাঠদান কাজেও উৎকর্ষ সাধন করা
- বিষয় উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক হতে হবে।

**ধারণার তাৎপর্য :**

- শিক্ষা সহায়ক উপকরণের সাহায্যে চোখ ও কান এই দুই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাদের অবদান শিশুর মনে পৌঁছে দিয়ে শিখনীয় বিষয়টি তাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলা হয়।
- শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলি পাঠকে সজীব ও প্রানবন্ত করে তোলা যায়।
- উপকরনের ব্যবহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিশু সহজেই ধারণা করতে পারে।
- একটি বাস্তব পরিবেশ গড়ে ওঠে।
- উপকরণের ব্যবহার শিশুর মধ্যে প্রত্যক্ষ আবেদন সৃষ্টি করে। শিশুদের আবেগ প্রশমিত হয় ও জ্ঞান গভীর হয়।

**প্রকারভেদ :**

চোখ ও কান দুটি ইন্দ্রিয় মাধ্যম হওয়াতে উপকরণগুলিকে আমরা নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করতে পারি।

(ক) দর্শন নির্ভর উপকরণ

(খ) শ্রবণ নির্ভর উপকরণ

(গ) দৃশ্যশ্রাব্য উপকরণ

**উপকরণ শিখন প্রক্রিয়া :**

বর্তমানে (Teaching learning material) বা সংক্ষেপে (TLM) শব্দটি ভাষা শিক্ষায় বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষা উপকরণ শিক্ষক নিজে তৈরি করবেন এবং শিশুদের দিয়ে তৈরি করাবেন। ফলে নিজের তৈরি করা উপকরণ ব্যবহার করে আধিপত্যের সঙ্গে শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শিশুদের কাছে হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তকর্ষক করে তুলতে পারবেন।

- নিজের তৈরি উপকরণ কার্যকরভাবে ব্যবহার করা সহজ।
- প্রয়োজন হলে পরিমার্জন, সংশোধন ও সংযোজন করতে পারবেন।
- শিশু তার নিজের তৈরি উপকরণ ব্যবহৃত হতে দেখলে পাঠে আগ্রহী হবে ও আনন্দ লাভ করবে।
- নিজের তৈরি বলে উপকরণ ব্যবহারে মমত্ব ও আন্তরিকতা থাকবে।
- বহু উপকরন সৃজন উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক আনন্দ লাভ করবে।

## ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে উপকরনের গুরুত্ব :

ভাষা শিক্ষার গঠনগত, বিষয়গত ও ভাবগত দিকগুলিকে উপকরনের সাহায্যে নিম্নলিখিত উপায়ে সহজে ও সুন্দরভাবে বোধগম্য করে তোলা যায়। যেমন

- ভাষা শিক্ষার প্রথম দিকে চেনানোর ক্ষেত্রে চার্ট, ব্ল্যাকবোর্ড, পকেট বোর্ডের সাহায্যে সহজভাবে সক্রিয়তা ও বোধগম্যতা বজায় রেখে পাঠদান সম্ভব।
- আদর্শ শিখন চর্চা-এর মাধ্যমে সুন্দর হাতের লেখা অভ্যাস করতে পারবে।
- বিষয়বস্তু বোঝানোর জন্য বিষয় সম্বলিত চার্ট-ছবি-মডেল ব্যবহার করা যায়।
- তবে মনে রাখতে হবে উপকরণের বাহুল্যে আসল বিষয়বস্তু চাপা পড়ে না যায় তার জন্য শ্রেণির উপযোগী উপকরণ হতে হবে ও প্রাসঙ্গিক হবে।
- আদর্শ কথনের জন্য বা আবৃত্তি কিংবা গদ্যপাঠ—ক্যাসেট বা সিডি ব্যবহার করা যায়। ফলে শিশুর উচ্চারন স্পষ্ট হবে, সুন্দরভাবে বলতে শিখবে।
- অন্যান্য শ্রেণিতেও বিষয়ানুগ ছবি, চার্ট, মডেল যেমন-পাহাড়ের নীচে হাট হাটের ছবি, লেখকের ছবি, "বাঁশের কেল্লা" মডেল ইত্যাদি ব্যবহার করলে পাঠদান চিত্তকর্ষক ও আনন্দদায়ক হবে।

## উপকরণ সমূহের শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার ও প্রয়োগ পদ্ধতি

চার্ট: তথ্য সম্বলিত ছবিকে চার্ট বলে।

- চার্ট একটি সহজ ও দ্বিমাত্রিক শিক্ষা উপকরণ। চোখ ও কান এই দুই ইন্দ্রিয়ের কাজ একসঙ্গে হয় বলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণ সহজ ও দৃঢ় হয়।
- পাঠদানে বৈচিত্র্য আসে।
- যুক্তি ও বিচার ক্ষমতা বাড়ে, নতুন বিষয়ে আগ্রহী হয়। দীর্ঘস্থায়ী উপকরণ হিসাবে এটি বহুবার ব্যবহার করা যায়, সহজে রাখার ব্যবস্থা করা যায়।
- চার্টের মাধ্যমে পাঠদানে শিশুকে সক্রিয় করে তোলা যায়, সৃষ্টিধর্মিতা বাড়ে এবং অল্পসময়ে বিষয়বস্তু বোঝানো যায়।

চার্ট তৈরির পদ্ধতি—

- চার্ট আকারে বড় হবে যাতে সকল শিক্ষার্থী দেখতে পায়।
- বোঝার সুবিধার জন্য প্রয়োজনমত মোটা হরফে লিখতে হবে, রং ব্যবহার করা হবে, কালো রং অবশ্য ব্যবহার্য।
- চার্টের বিষয়বস্তু হবে স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন, বিষয়বস্তু ধারাবাহিক ভাবে লেখা থাকবে।
- দর্শন নির্ভর শিক্ষা সহায়ক উপকরণ চার্টে তাই ছবি ও লেখাগুলি যথাসম্ভব বড় হবে।
- শ্রেণি শিশুরাও চার্ট তৈরিতে অংশগ্রহণ করবে।

**চার্ট কিভাবে ব্যবহৃত হবে :**

- শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থী যাতে দেখতে পায় এমন জায়গায় চার্ট টাঙাতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত চার্ট ব্যবহার করা উচিত নয়। নির্দেশক দন্ড দিয়ে চার্ট নির্দেশ করতে হবে।
- প্রদর্শন হয়ে গেলে চার্ট গুটিয়ে বা ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। এটি একটি উপকরণ মাত্র। তাই বিষয়বস্তু অপেক্ষা চার্টের প্রদর্শন বেশী গুরুত্ব পাবে না। চার্টের ব্যবহার পরিমিত ও পাঠোপযোগী হবে। "চক্রচার্টও" বর্তমানে ব্যবহার করা হয়। এগুলি কিনতে পাওয়া যায়। প্রয়োজনে শিশুরা তৈরি করে নিতে পারে।

**মডেল :**

মডেল হল একটি জিনিসের যথাসম্ভব সঠিক অনুভূতি। ছবির চেয়েও মডেল বস্তুটিকে বাস্তব আকার দেয়। শিক্ষণীয় বস্তু খুব বড় বা খুব ছোট বা জটিল হলে সেগুলিকে শ্রেণি কক্ষে আনা যায় না। সেক্ষেত্রেও মডেল ব্যবহার করে কাজ চালানো যায়। মডেল দৃশ্যনির্ভর উপকরণ।

**প্রস্তুতিকরণ :** মডেল তৈরির সময় নিম্নলিখিত দিকে নজর দিতে হবে—

- প্রকৃত বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকা দরকার।
- প্রদর্শন উপযোগী আকার হতে হবে।
- বহনযোগ্যতার কারণে মডেলটি শক্ত ও মজবুত হবে।
- মাটি, কাঠ, পিচবোর্ড, থার্মোকল ও নানা জিনিস দিয়ে মডেল তৈরি করা যায়। শিক্ষক নিজে এবং শিক্ষার্থীদের সাহায্য নিয়ে প্রস্তুত করবেন।
- শিক্ষার্থীদের তৈরি মডেলগুলির শিক্ষামূলক প্রদর্শনী করার জন্য সংরক্ষণ করা হবে।
- মডেল দর্শন নির্ভর শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ফলে বিষয়বস্তুর গভীরে যেতে পারে।

**প্রদর্শন কীভাবে হবে:**

- শ্রেণিকক্ষে মডেল ব্যবহারের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে প্রদর্শনের সময় সকলে যেন দেখতে পায়।
- নির্দেশক দন্ড ব্যবহার করে মডেল প্রদর্শিত হবে।
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় প্রদর্শন করা যাবে না।
- প্রদর্শন হয়ে গেলে মডেলটি ঢেকে রাখতে হবে কারণ শিশুদের মনোযোগ পাঠ শ্রবণের চাইতে মডেলে দৃষ্টি ও মন নিবন্ধ থাকবে।

**ব্ল্যাকবোর্ড :**

- যে স্কুলে কোন উপকরণ নেই সেখানেও একখানা ব্ল্যাকবোর্ড থাকবেই। বোর্ড সর্বজন পরিচিত একটি অত্যাবশ্যক অপরিহার্য উপকরণ। শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের যুগপৎ ব্যবহারে বিষয়বস্তু ছাত্রদের মনে গাঁথা হয়ে যায়।
- পাঠদানকালে নতুন বিষয়ের নাম, গুরুত্বপূর্ণ অংশ, বিভিন্ন বর্ণ, সংক্ষিপ্ত উত্তর, ব্যাকরণ ইত্যাদি নানা বিষয় বোর্ডে লেখা যেতে পারে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রত্যয় বাড়ানোর জন্য তাদের ডেকেও শেখানো যেতে পারে।

- সাধারণতঃ সাদা চক দিয়ে লেখা হয়। বিষয়বস্তুর গুরুত্বপূর্ণ অংশে রঙীন চক ব্যবহার করে লিখলে সেই অংশে বিশেষভাবে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

## দৃষ্টি নির্ভর উপকরণ

বোর্ডের ব্যবহার কেমন হবে :

- সব সময় পবিষ্কার থাকবে।
- বোর্ডের কাজ হয়ে গেলে বোর্ড মুছে দিতে হবে।
- বোর্ডের লেখা পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হবে
- বোর্ডের লেখা সংক্ষিপ্ত হবে।
- বোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে লিখবেন।
- বোর্ডের লেখা হবে ধারাবাহিক।
- নির্দেশক দন্ড প্রয়োজনে ব্যবহার করবেন।
- বোর্ডের যথাযথ ব্যবহার পাঠদানকে উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।

**পকেট বোর্ড :** শিক্ষোপকরণগুলির পাশাপাশি নবতর সংশোধন হল পকেট বোর্ড। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি  ইংরাজী পঠন পাঠনে পকেট বোর্ড ম্যাজিক বোর্ড হিসাবে কাজ করতে পারে।

প্রস্তুত প্রণালী : এটি কাপড়ের তৈরি বোর্ড। এতে বামদিকে ডানদিকে ১২টি এবং উপর নীচে মোট ১০টি পকেট থাকবে। পকেটগুলিতে ৫৪মাপের কার্ড আটকানো যাবে।

১২০টি পকেটওয়ালা বোর্ড তৈরির জন্য ২মিটার ৫৬ মাপের একখন্ড সাদা কাপড়ও থাকবে। কাপড়ের মান ভাল হতে হবে।

- কার্ডগুলি বিভিন্ন রঙের হবে। রঙ দেখলে বিষয় চেনা যাবে। বর্তমানে ৫টি রং ব্যবহার হচ্ছে। যেমন

(১) সাদা—বর্ণমালা কার্ডের জন্য।

(২) হলুদ— গণিতের সংখ্যা ও চিহ্নের জন্য।

(৩) সবুজ রং— ভাষা শিক্ষার জন্য।

(৪) আকাশী নীল রং— পরিবেশের গাছপালা, পশু পাখি ইত্যাদি আকার জন্য।

(৫) গোলাপী রং— নাম লেখার জন্য, গণিতের ছবি আঁকার জন্য।

- কার্ডে লেখার জন্য পোস্টার কালি ও তুলি ব্যবহৃত হবে। সব লেখা একই ধরনের হবে। সুন্দরভাবে গোটা গোটা করে লিখতে হবে। কার্ডগুলি বোর্ড পেপার কেটে তৈরি করতে হয়।
- কার্ডগুলি সংরক্ষণ ও শ্রেণিকক্ষে সুশৃঙ্খলাভাবে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ বোর্ড প্রয়োজন। প্রস্তুত প্রণালী পকেট বোর্ডের মতন।

**পকেট বোর্ড ব্যবহারের উপকারিতা :**

- শিক্ষকের পরিশ্রম কমায়
- সময়ের সাশ্রয় হয়
- শিক্ষণ দ্রুত ও উন্নতমানের হয়
- উৎপাদন বেড়ে যায়

তবে অসুবিধা হলো চেনা ও পড়ার দক্ষতা অর্জনে বিশেষভাবে সহায়ক হলেও লেখার নৈপুণ্য অর্জনে বিশেষ কার্যকরী হয় না।

**রেডিও—**

শ্রুতি নির্ভর সহায়ক উপকরণ। শিক্ষার্থীর আসর, শিশুমহল, বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, পন্ডিত ব্যক্তিদের মতানুমত আলোচনা পঠন পাঠনে সাহায্য করে।

**টেপরেকর্ডার —**

শ্রুতিনির্ভর উপকরণ। শিক্ষার্থীদের পড়া রেকর্ড করিয়ে তাদের ভুল দেখিয়ে দেওয়া, উচ্চারণ শুদ্ধি, কবিতা আবৃত্তি, আরো নানা কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

**গ্রামোফোন —**

শ্রুতিনির্ভর শিক্ষা সহায়ক উপকরণ। এর ব্যবহার পুরোপুরি শিক্ষামূলক হবে। রেকর্ডগুলিও শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর হবে।

**চলচ্চিত্র —**

সচল ও সবাক চিত্র শিশুর কাছে প্রত্যক্ষ আবেদন সৃষ্টি করে। তার শিক্ষাগত মূল্য অপরিসীম। শিক্ষা বিভাগ যদি শিক্ষামূলক তথ্য চিত্র বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে তাহলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন আনন্দের সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে। এটি দর্শন ও শ্রুতি নির্ভর শিক্ষা সহায়ক উপকরণ।

**টেলিভিশন :**

দর্শন ও শ্রুতির মাধ্যমে শিক্ষার বিশেষ অবদান আছে। টেলিভিশনে শিক্ষামূলক কার্যক্রমগুলো শিশুদের জন্য উপযোগী।

**সিডি ও সিডি প্লেয়ার :**

দর্শন ও শ্রতিনির্ভর শিক্ষা সহায়ক উপকরণ। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এই উপকরণগুলির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পন্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্যে সিডিতে শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করে সিডি প্লেয়ারের মাধ্যমে শিক্ষা দান করা হয়ে থাকে।

**কম্পিউটার —**

অন্তর্ভুক্ত পাঠগুলো যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা-পরিকল্পনা করে সাজিয়ে গুছিয়ে করা হয়ে থাকে। ফলে ঐ পাঠের সবকটি শিক্ষামূলক সামর্থ্য পূরণ হয়। এছাড়া প্রয়োজনে পাঠটি পুনরায় একইভাবে শিক্ষাদান করা সম্ভব হয়। প্রয়োজনে পূর্বের পাঠদান করা দৃশ্যগুলি দেখে নিয়ে পরবর্তীকালে পরিমার্জন, সংশোধন, সংযোজন বা পরিবর্তন করা যেতে পারে। বর্তমানে শিক্ষাবিভাগ এই উপকরণটির উপর জোর দিচ্ছেন। এগুলি অগ্রগতির সহায়ক। সেজন্য শিক্ষাবিভাগ থেকে এই উপকরণগুলি সব বিদ্যালয়ে সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

**আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন :**

(১) ভাষা শিক্ষার সহায়ক উপকরণ বলতে কি বোঝেন?

______________________________

______________________________

(২) চার্ট এর ব্যবহার ভাষা শিক্ষার সহায়ক-যুক্তি দিয়ে লিখুন (১০ টি বাক্যে)

______________________________

______________________________

**সারাংশ :**

শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে কান ও চোখ এই দুটি ইন্দ্রিয় সব থেকে বেশি ব্যবহৃত হয়। তাই দর্শন ও শ্রুতি নির্ভর সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয়। উদ্দেশ্য পঠনীয় বিষয়বস্তুকে সহজ ও প্রারম্ভিক করে তোলা।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। এসেছে সিডি, সিডি প্লেয়ার, কম্পিউটার। ব্যয়বহুল হলেও রাজ্য শিক্ষা বিভাগ এগুলি ব্যবহারের সুযোগ করে দিচ্ছেন। যেখানে পরিকাঠামো আছে সেই বিদ্যালয়গুলিএর সুবিধা ভোগ করলেও সব বিদ্যালয় ব্যবহার করতে পারছে না। আবার এগুলি ব্যবহার করার মত উপযুক্ত শিক্ষা থাকা দরকার, শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকা দরকার। তবুও এইধরনের উপকরণগুলি বিদ্যালয়ে ব্যবহার করা যাবে এবং শিশুরা এগুলোর মাধ্যমে লাভবান হবে ও ভবিষ্যত জীবনেও একটা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।

## ২.৭ অনুশীলনী

(১) ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণের দুটি উদ্দেশ্য লিখুন।

(২) শিক্ষা সহায়ক উপকরণের প্রকারভেদ কিভাবে করবেন? কটি বিভাগ?

(৩) শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষা সহায়ক দুটি আধুনিক উপকরণের গুরুত্ব লিখুন।

(৪) এগুলি পাঠদান কালে কোন কোন দিকে দক্ষতা বৃদ্ধি করে?

# পাঠ একক —৩

## জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাকারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

**গঠন**

**৩.১ সূচনা**
**৩.২ উদ্দেশ্য**
**৩.৩ ব্যাকরণের তাৎপর্য**
**৩.৪ শিখন প্রক্রিয়া**
**৩.৫ সারাংশ**
**৩.৬ অনুশীলনী**

### ৩.১. সূচনা ঃ-

মনের ভাবগুলো আমরা মুখের ভাষায় প্রকাশ করি এবং এক এক অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এই প্রকাশ ভঙ্গীরও একটা সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলা আছে। উচ্চারণভঙ্গী, শব্দগঠন বাক্য প্রয়োগ প্রভৃতি সব দিক দিয়েই যে শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়, নইলে ভাষার সর্বজনীনতা নষ্ট হয়ে যায়। এই নিয়ম শৃঙ্খলাই হল ভাষার ব্যাকরণ। ''ব্যাকরণ'' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'বিশেষ ও সম্যকরূপে বিশ্লেষণ করা'। শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, ''যে বিদ্যার দ্বারা কোন ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয় এবং সেই ভাষার পঠনে, লিখনে ও কথোপকথনে শুদ্ধরূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে ভাষার ব্যাকরণ বলে''। মোট কথা ব্যাকরণ হল ভাষা শরীরের শরীরতত্ত্ব বা বিজ্ঞান।

### ৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ-

ব্যাকরণ পড়ানোর দুটি উদ্দেশ্য।

ক) বৃহত্তম উদ্দেশ্য হল—

- ভাষা ও সাহিত্যে আগ্রহ বাড়ানো।
- ব্যাকরণ জীবন্ত ভাষার সমতালে চলে।
- ব্যাকরণ মুলত ভাষা ও সাহিত্যের রসোপলব্ধির সহায়ক হিসাবে কাজ করে।

খ) প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল—

- বাক্যের অন্তবর্তী পদগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা
- বাক্যের মধ্যে তাদের অবস্থান ও কাজ নির্দ্ধারণ করা।
- সেইসব দিক উপলব্ধি করানো।

উপোরক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে—

- মাতৃভাষা আমরা শুনে শিখি। সেই সঙ্গে ভাষা গঠনের বিজ্ঞান জানা থাকলে **ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ** সহজ হয়।
- শব্দের ব্যুৎপত্তি জানা না থাকলে আমরা প্রায়ই ভুল অর্থে শব্দ ব্যবহার করে ফেলি, ব্যাকরণ জ্ঞান এই শব্দের **অপপ্রয়োগ** থেকে রক্ষা করে।
- বিদ্যার্থীর মধ্যে যুক্তির বিকাশ এবং রচনা শক্তির উন্মেষ সাধন, ভাষার গুণ, দোষ, উৎকর্ষ পরীক্ষা করে যোগ্য করতে সাহায্য করা, যাতে শিক্ষার্থী **শুদ্ধভাবে** তার **ভাষা প্রয়োগ** করতে সক্ষম হয়।
- বাক্য, শব্দ এবং বর্ণ বা অক্ষর যোগ করার ক্ষেত্রে সর্ব স্বীকৃত রূপের জ্ঞান লাভে সাহায্য করা এবং শুদ্ধ ভাবে বাক্য গঠনের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।
- শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষায় ভাষা শিক্ষা দেবার সময় শিশুর বয়স, রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠ্য বিষয়ের নির্বাচন ও তার ক্রমপর্যায় নির্ণয় করতে হয়। ব্যাকারণ জ্ঞান এই কার্যে আমাদের সাহায্য করে।
- ব্যাকরণের জ্ঞান ভাষা ব্যবহারে আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করে। শুনে শেখার মধ্যে যে অনিশ্চয়তা আছে ব্যাকরণ শিক্ষা তা দুর করতে পারবে।

## ৩.৩. ব্যাকরণের তাৎপর্য ঃ-

ব্যাকরণ না শিখেও শিশু তার মনের ভাব ভাষার মাধ্যমে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে। আগে ভাষা তারপর ব্যাকরণ। কারণ ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে ভাষা তৈরী হয় না বরং ভাষাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে সব সূত্র পাওয়া যায় তা থেকেই ব্যাকরণ তৈরী হয়েছে। তাই মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ অপরিহার্য নয়।

তবে বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করতে হলে তার ব্যাকরণ জ্ঞান আবশ্যক। কারণ বিদেশী ভাষা বুদ্ধি দিয়ে আয়ত্ত করতে হয়। বাংলা ভাষার ব্যাকরণও প্রথম প্রয়োজন হয়েছিল বিদেশীদের শিক্ষার জন্যই। ১৭৩৪ খৃ: পর্তুগীজ পাদরী ম্যানু-এল-দ্য-আসুম্পসাঁও সর্বপ্রথম ফিরিঙ্গি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। তারপর হ্যালহেড সাহেব ১৭৪৩ খৃ: বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেন। রাজা রামমোহন রায় ১৮২৬ খৃ: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন ইংরাজী ভাষায় এবং সাত বছর পর তার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। অবাঙালীদের বাংলা শেখানোর উদ্দেশ্যে রচিত হয় এই ব্যাকরণ। তারপর লোহারাম শিবরত্ন, যোগেশ চন্দ্র বিদ্যানিধি, রবীন্দ্রনাথ, সুনীতি কুমার প্রমুখ বিদ্যান ব্যক্তি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করে বাংলা ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণের একটি স্বরূপ নির্ণয় করেন।

### ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য (characteristies) ঃ-

শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানা দরকার। কারণ আমরা জানি ভাষার প্রধান উপাদানগুলি ধ্বনি, শব্দ, পদ ও বাক্য। মূলত: এদিকে লক্ষ্য রেখেই স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের বিষয়কে— ১) ধ্বনিতত্ত্ব, ২) রূপতত্ত্ব, ৩) শব্দ ভাণ্ডার ও বাক্যরীতি—এই চার পর্বে ভাগ করা হয়।

**প্রকারভেদ ঃ-**

**১) ধ্বনিতত্ত্ব ঃ-**

প্রাচীন আর্যভাষা (সংস্কৃত) থেকে বিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষার উদ্ভব। সেজন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে বাংলা ব্যকরণের কিছু সম্পর্ক আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তাই ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনি ও বর্ণের সম্পর্ক, ধ্বনি পরিচয়, ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি, সন্ধি প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যকরণের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বাংলা ব্যাকরণে আলোচিত হয়।

**২) রূপতত্ত্ব ঃ-**

এখানে থাকে শব্দগঠন রীতি, ধাতুরূপ, প্রকৃতি প্রত্যয়, পদ পরিচয়, পদান্তর সমাস প্রভৃতির আলোচনা।

**৩) শব্দভান্ডার ঃ-**

শব্দের জাতিগত শ্রেণীকরণ, প্রবাদ প্রবচন, বাগধারা প্রভৃতি।

**৪) বাক্যরীতি বা অন্বয় ঃ-**

এখানে আলোচিত হয় বাক্য গঠনের প্রকার ও পদ্ধতি। শব্দমালা সাজিয়ে দিলেই বাক্য হয় না। যথাযথ পদ স্থাপনের দ্বারা সমন্বয় সিদ্ধ যোগ্যতা, আকাঙ্খা প্রভৃতি অর্থপূর্ণ শব্দ সমষ্টি হল বাক্য। বাক্যগঠনের দক্ষতা গড়ে ব্যাকরণ। সেজন্য ব্যাকরণ পড়া ও জানা দরকার।

## ৩.৪ শিখন প্রক্রিয়া ঃ-

প্রাথমিক স্তরে শিশুদের পক্ষে ব্যাকরণের ব্যবহারিক দিকটি বিশেষ উপযোগী। এই স্তরে ব্যাকরণের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি বাক্য, উদ্দেশ্য, বিধেয়, পদ, পদ পরিচয়, কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, বচন, পুরুষ এবং স্বরধ্বনিই যথেষ্ট। প্রাত্যহিক কথাবার্তা, আলোচনা ও রচনার সাথে সম্পর্ক রেখে এবং পাঠ্যের প্রয়োজনের সাথে মিলিয়ে এই বিষয়গুলি রাখা যেতে পারে। চতুর্থ শ্রেণী থেকে অনুকরণের ও স্বকরণের সাহায্যে ব্যাকরণ শিক্ষা শুরু হবে। এ প্রসঙ্গে কল্যাণী কালকের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য।

- শ্রেণীর ছেলেদের নাম , গুন, কাজ, আসবাবপত্রের অবস্থান পারস্পরিক সম্বন্ধ সমূহ ইত্যাদির উদাহরণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে পরিপূর্ণ রূপে বাস্তব করে তুলতে হবে।
- শিশু যেমন বাক্যের গঠনের সঙ্গে পরিচিত হবে তেমনি সে নিজেই বুঝতে পারবে যে শব্দের বিশেষ সমষ্টিতে অর্থ প্রকাশ পায় এবং তার জন্য বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর পদ ও প্রত্যয় থাকে।
- তারপর সে বাক্যরচনা ও সন্নিবেশের নানা বিশেষত্ব বুঝতে পারবে। এর জন্য প্রত্যক্ষের অবলম্বনে ব্যবহারিক পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে।

এই স্তরে ব্যাকরণের সংজ্ঞা ও সূত্র নির্মাণ শিক্ষা না দিলেও চলবে।

পঞ্চম শ্রেণীতে আমরা অপেক্ষাকৃত বিশ্লেষণমূলক পাঠ দিতে পারি। এই শ্রেণীতে পাঠদানের উদ্দেশ্য হবে দুটি—ক)

প্রাথমিক স্তরে আয়ত্তি ও প্রয়োগ কৌশল আয়ত্তিতে সাহায্য করা। খ) বাংলা ভাষায় আলোচ্য বিষয়ের ব্যবহার এবং তার কাজ শেখানোর মধ্য দিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার জন্য সহায়তা করা।

প্রাথমিক স্তরে ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাকরণের জ্ঞান প্রয়োজন না হলেও ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা, অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান (empirical)-কে যুক্তিগ্রাহ্য (rational) করার জন্য চতুর্থ শ্রেণী থেকেই দুটি স্তরে ভাগ করে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আরোহ পদ্ধতিতে আলোচনার দ্বারা সহজ ও সরল করে সূত্র গঠনের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এই দুইস্তর থেকে গড়তে হবে। আবিষ্কারের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়ায় পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মার্জিত রূপের পরিচয় দেওয়া এভাবেই সার্থকতা লাভ করবে।

**আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন -১ (Check your progress -1)**

ক) ব্যাকরণ কাকে বলে?

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

খ) স্কুল পাঠ্য ব্যাকরণকে কটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে? সেগুলি কি কি?

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

গ) ব্যাকরণ পাঠের উদ্দেশ্য কি?

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

ঘ) কোন শ্রেণী থেকে ব্যাকরণ পাঠ শুরু করা উচিৎ? কেন উচিৎ?

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

## ব্যাকরণ শিখন পদ্ধতি ঃ

বর্তমানে শিক্ষাবিদগণ ব্যাকরণ শিক্ষা নিম্নলিখিত কয়েকটি নীতি অনুসরণ করে পরিচালনার কথা বলেছেন।

**প্রথমত ঃ**

ব্যাকরণ শিক্ষা শুরু হবে শিক্ষার্থীর একটি নির্দিষ্ট মানসিক পরিণতির পর। শিশু যখন বিমূর্ত চিন্তা করবার ক্ষমতা অর্জন করেছে, তার বুদ্ধিবৃত্তি অনেকটা বিকশিত হয়েছে এবং ভাষা ব্যবহারের কৌশল অনেকখানি আয়ত্ত করেছে তখনই মাত্র ব্যাকরণ শিক্ষা শুরু হবে।

**দ্বিতীয়ত ঃ**

পাঠ পরিচালনা হবে আরোহ প্রণালীতে সূত্র থেকে দৃষ্টান্তে না গিয়ে দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে তাদের সাধারণ ধর্ম আবিষ্কার করে সূত্র নির্মাণ করতে হবে। যেমন : বিদ্যা + আলয় বিদ্যালয় (আ + আ = আ) হিম + আলয় = হিমালয় (অ + আ = আ) এর থেকে ছাত্রটি সিদ্ধান্ত করবে যে স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনকে বলা হয় স্বরসন্ধি।

অর্থাৎ অনেকগুলি সমজাতীয় শব্দ বিশ্লেষণ করে তার পঠন কৌশলের দিকে ছাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর তা থেকে সূত্র নির্মাণ করতে হবে ছাত্রের সাহায্যে। পূর্বেই বলেছি আগে ভাষা তারপর ব্যাকরণ। ছাত্রের পরিচয় প্রথম ভাষার সঙ্গে। সুতরাং ছাত্রের পরিচিত ভাষা অবলম্বন করে ব্যাকরণের সূত্র সন্ধান করলে তবেই তাতে তাদের আগ্রহ জাগবে এবং ব্যাকরণ-শিক্ষা বাস্তব ও অর্থপূর্ণ হবে।

## ৩.৫ সারাংশ ঃ

ভাষা রীতির সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করে ব্যাকরণ। ভাষা কী, ভাষা ও উপভাষা সম্পর্ক, কথ্য ও লেখ্য উপভাষা, কথ্য ও লেখ্য উপভাষার পদ্য ও গদ্য রীতি, লেখ্য গদ্য উপভাষার সাধু ও চলিত রীতি সবই শিক্ষার্থী ব্যাকরণ পাঠের মাধ্যমে শিখে থাকে। এখন লেখ্য ভাষায় সাধুরীতি অপেক্ষা মান্য চলিত রীতি অধিক প্রচলিত। মান্য চলিত ভাষায় সাহিত্য রচিত হচ্ছে। বেতার দূরদর্শনের মাধ্যম হল মান্য চলিত ভাষা। খবরের কাগজে খবর ছাপা হচ্ছে। সভাসমিতিতে বক্তৃতাদি হচ্ছে। বিদ্যার্থী মান্য চলিত ভাষা পড়তে, লিখতে ও বলতে শিখবে এটাই কাম্য। একই সঙ্গে সাধু ভাষাররীতিও জানবে। ব্যাকরণের কাজ হবে সাধু ও চলিত উভয় ভাষারূপ বিশ্লেষণ করে উভয়ের পার্থক্য শিক্ষার্থীকে চিনিয়ে দেওয়া ও সেই সঙ্গে উভয় ভাষারীতি মিশে যাতে ‘‘খিচুড়ি’’ ভাষা না শেখে সে ব্যাপারে সর্তক করে তোলা।

সর্বশেষ কথা—ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়বস্তুটিও শিশুর বুদ্ধি, সামর্থ্য ও ধারণাশক্তির স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত হবে। তবেই ব্যাকরণ শিক্ষা শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও কৌতুহল জাগ্রত করে ভাষার জ্ঞানকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করবে, নচেৎ নয়। বাংলা ভাষা শিক্ষার্থীর উপরোক্ত কারণগুলির জন্যই বিশেষভাবে ব্যাকরণ পড়া দরকার।

## ৩.৬ অনুশীলনী

১) ব্যাকরণ পাঠের আবশ্যকতা কী?

২) ব্যাকরণ পাঠের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক দিক বলতে কি বোঝেন?

৩) ব্যাকরণ শিক্ষাদানে কোন প্রণালী অবলম্বন করা উচিত? কেন? উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

# পাঠ একক — ৪

# প্রতিবেদন রচনা, অনুচ্ছেদ রচনা, পত্র রচনা শিক্ষন পদ্ধতি (১ম থেকে ৮ম শ্রেণি)

## গঠন

৪.১. সূচনা

৪.২. উদ্দেশ্য

৪.৩. রচনার ধারনা

৪.৪. লিখন পদ্ধতি

৪.৫. প্রকারভেদ

প্রতিবেদন রচনা, অনুচ্ছেদ রচনা,

৪.৬. অনুচ্ছেদ রচনার উদ্দেশ্য

৪.৭. অনুচ্ছেদ রচনার কয়েকটি নিয়ম

৪.৮. অনুচ্ছেদ রচনার তাৎপর্য

৪.৯. নমুনা

৪.১০. সারাংশ

৪.১১. প্রক্রিয়া

৪.১২. প্রশ্নকরণ

৪.১৩. পত্র রচনা শিক্ষন পদ্ধতি

৪.১৪. পত্র রচনার গুরুত্ব

৪.১৫ পত্রের শ্রেণিকরণ

## ৪.১. সূচনা ঃ

মাতৃভাষা শিক্ষা ও চর্চায় নানারকম সাহিত্যিক ও সৃজনাত্মক সহপাঠ ক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। ছাত্রের মানসিক বিকাশ ও জীবনের বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের এমন সব সহপাঠ ক্রমিক কার্যাবলীর সাথে যুক্ত করা বাঞ্ছনীয়, যা তাদের সারা জীবনের পক্ষেই সাহিত্যিক কার্যাবলীর অনুরূপ ও পরিপূরক হতে পারে। কারণ আজকের শিক্ষার্থী ভবিষ্যতের নাগরিক। তাকে ভবিষ্যতের নানা প্রয়োজনে কলম ধরতে হবে এবং সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য নানা আঙ্গিকের খসড়ার গঠন শিক্ষার্থীদের জানতে হবে। মাতৃভাষার সেই নানা প্রয়োজনের মধ্যে প্রতিবেদন, অনুচ্ছেদ ও পত্র রচনারও গুরুত্ব কম নয়।

## ৪.২. উদ্দেশ্য ঃ

ভাষার কাজ হল দ্বিমুখী। এক মুখে অপরের চিন্তা ভাবনাকে মানুষ নিজের অন্তরে গ্রহণ করে। আর অন্য মুখে নিজের নিজের চিন্তাধারাকে অপরের মনে সঞ্চারিত করে দেবার চেষ্টা করে। এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টা থেকেই রচনার উদ্ভব। কোন কিছু রচনার মধ্যে দিয়েই মানুষ তার নিজস্ব চিন্তা ভাবনা সাধারণের নিকট পরিবেশন করে। রচনার গুণাবলী এবং শ্রেষ্ঠ উপাদানের কথা বলতে গেলে নিম্নলিখিত দিকগুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে—

প্রথমত ঃ বিষয়বস্তুটি যেন যথোপযুক্ত তথ্যের দ্বারা সমৃদ্ধ হয় এবং যুক্তি বিন্যাসের দ্বারা যেন ভাবের ধারা অব্যাহত থাকে।

দ্বিতীয়ত ঃ রচনার বিষয়টিকে সামগ্রিক ভাবে বিচার করতে হবে। পক্ষপাত শূন্য হতে হবে, নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ বিষয়বস্তু অনুসারে ভাষা নির্বাচন। বিষয়বস্তু যাইহোক সহজ সরল সাবলীল ভাষার টানে অনেক দুরূহ বিষয় সর্বজনবোধ্য হয়ে ওঠে।

চতুর্থত ঃ রচনার সরলতা এবং আনুপূর্বিক একটি সঙ্গতি পূর্ণ রচনাশেলী (style) থাকা প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন— "রচনার প্রথম গুণ ও প্রথম প্রয়োজন সরলতা ও স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্রা যাহার অর্থ বোঝা যায়, অর্থ গৌরব থাকলে তাহাই শ্রেষ্ঠ রচনা। তাহার পর ভাষার সরলতার ও স্পষ্টতার সঙ্গে সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে।"

## ৪.৩. রচনার ধারণা ঃ

১) বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান। অর্থাৎ যে বিষয়ে রচনা লিখতে হবে সে সম্বন্ধে যা কিছু জানবার সেটুকু আগেই ভাল করে জেনে নিতে হবে।

২) সমস্ত কিছুই নিজের অভিজ্ঞতায় থাকবে এমন কথা বলা যায় না।

৩) বই থেকে পড়ে, তথ্যাদি সংগ্রহ করে সেগুলি নিজে বেশ করে চিন্তা করে বুঝে নিয়ে অবশেষে রচনা লিখবার জন্য তৈরী হতে হয়।

## ৪.৪. লিখন পদ্ধতি ঃ

১) কোন রচনা লিখতে হলে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করতে বিভিন্ন পুস্তক, পত্রিকা, শিক্ষক মহাশয়ের সহায়তা দরকার।

২) ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বিষয়বস্তু গুছিয়ে সাজাতে হবে।

৩) এজন্য বিষয়বস্তুকে কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করে নিতে হবে। অনুচ্ছেদের জন্য এক একটি সংকেত ভেবে নিতে হয়।

৪) গুরুত্ব অনুসারে অনুচ্ছেদগুলি সাজাতে হবে।

৫) ভাষা ও রচনাভঙ্গীর দিকে বিশেষ লক্ষ্য দিতে হবে। কারণ বর্ণশুদ্ধি ও ব্যাকরণগত ভুলের জন্য রচনা প্রায়ই অপাঠ্য হয়ে ওঠে।

৬) রচনার যত ত্রুটি সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ ।

## ৪.৫ প্রকারভেদ ঃ

**প্রতিবেদন রচনা ঃ**

'News is news' সংবাদের সংজ্ঞা সংবাদ নিজেই। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এবং তাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য পরিবেশিত সংবাদ হল প্রতিবেদন। অবশ্য ব্যাপক অর্থে সংবাদ ছাড়া সাক্ষাৎকারধর্মী লেখা, সম্পাদকীয় রচনা, ফিচার সবই প্রতিবেদনের মধ্যে পড়ে।

সাধারণত সংবাদ পত্রে প্রকাশিত ঘটনার বিবরণকেই আমরা প্রতিবেদন বুঝে থাকি। তা হলেও বাস্তবনিষ্ঠতার গুণে প্রতিবেদন সংবাদ থেকে কিছুটা পৃথক। কারণ সংবাদে অনেক সময় বাস্তবনিষ্ঠ  বা নিরপেক্ষতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রতিবেদন ভাষা নির্ভর। এর ভাষা হবে একান্ত মৌলিক ভাষা অবশ্য ভাষা, রুচি ও শালীনতার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে প্রতিবেদনে শব্দ নির্বাচন, ব্যবহার প্রভৃতি ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে।

- প্রতিবেদন লেখার জন্য নিম্নলিখিত দিকগুলি অনুসরণ করতে হবে—

  ১) প্রতিবেদনের পরিমাপ, বাক্যগঠন, শব্দ নির্বাচন ও ব্যবহারিক  প্রভৃতি ব্যাপারে কোন, জটিলতা থাকবে না এর প্রাথমিক শর্ত হল 'সারল্য'।

  ২) প্রতিবেদন হবে বাহুল্য বর্জিত, সংক্ষিপ্ত, সহজবোধ্য।

  ৩) পরিবেশিত সংবাদের সত্যতা পাঠকের কাম্য।

  ৪) ভাষাগত, বানানগত, পরিবেশগত ভুল যেন না থাকে

  ৫) বিষয়বস্তু যেন সমষ্টি কেন্দ্রিক হয়। ব্যক্তি আক্রমণ বর্জিত সামাজিক দায়বদ্ধতা ও আদর্শনিষ্ঠা যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

  ৬) যেহেতু জনমত সৃষ্টি প্রতিবেদনের অন্যতম লক্ষ্য সেহেতু প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরে ঘটনার পরিবেশনের মধ্যে নিরপেক্ষতা রক্ষা করা অপরিহার্য।

  ৭) এটি গঠনমূলক সমালোচনা হলে ভালো হয়।

  ৮) প্রত্যেকটি প্রতিবেদনের তারিখ ও স্থান উল্লেখ করা আবশ্যিক।

  ৯) প্রত্যেকটি প্রতিবেদনের একটি শিরোনাম দিতেই হবে।

  ১০) বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিবেদন লেখকের বড় গুণ। নির্দিষ্ট শব্দ সংখ্যায় একটিও বাড়তি শব্দ প্রয়োগ না করে পরোক্ষ বাক্যে লেখা বাঞ্ছনীয়।

এই সকল রীতি অনুসরণের মুল কারণ হল—

- প্রতিবেদন জনগণের কাছে প্রকাশিত ঘটনার বিবরণ। ফলে সেই সংবাদ যদি যথাযথ না হয়, তবে নানা প্রকার বিভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনা থেকে যায়। অনেক সময় সংবাদের বিকৃতি বৃহত্তর ক্ষয়ক্ষতি বা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

পরিবেশগত চরিত্রের দিক থেকে প্রতিবেদনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

১) বস্তুনিষ্ঠ, ২) বিশ্লেষণমূলক, ৩) তদন্তমূলক ৪) মানবিক আবেদন মূলক।

প্রথমটি—প্রত্যক্ষদর্শী নিরপেক্ষ বিবরণ।

দ্বিতীয়টি—বস্তুনিষ্ঠ ঘটনাটি সমাজ ও জাতীয় জীবনের শুভাশুভ ইঙ্গিত করবে।

তৃতীয়টি—কোন গোপন দুর্নীতিকে উন্মোচন করা এবং প্রকৃত সত্যকে উদঘাটন করা।

চতুর্থটি—পরিবেশিত সংবাদের মাধ্যমে পাঠকের মনে মানবিক বোধ জাগিয়ে তোলে।

কাঠামোগত দিক থেকে প্রতিবেদনের চারটি ভাগ বর্তমান—১) শিরোনাম, ২) সূচনা, ৩) বিবরণ, ৪) উপসংহার।

- **শিরোনাম ঃ** সংবাদের মূল কথাকে প্রকাশ করে। এখন এর সঙ্গে কোথাও কোথাও উপ-শিরোনাম যুক্ত হচ্ছে। শিরোনামের মধ্য দিয়ে যেন বর্ণিত সংবাদটির সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতিবেদনের সামনে থাকবে ছটি তথ্য—কে, কী, কবে, কেন, কোথায়, কীভাবে।

- **সূচনা ঃ** সূচনা অংশের শুরুতে থাকে সংবাদ দাতার পরিচয়। কোন শ্রেণির সংবাদদাতা, নিজস্ব সংবাদদাতা না স্টাফ রিপোর্টার, না বিশেষ সংবাদদাতা, না কোন ঘটনা মাধ্যম থেকে পাওয়া সংবাদ। তারপর থাকে ঘটনার স্থান ও সময়। সূচনা অংশে ঘটনা খুব সংক্ষেপে জানাতে হয় যাতে খবরটি পরবর্তী বিবরণ অংশে পড়বার জন্য পাঠক আগ্রহী হয়।

- **বিবরণ ঃ** খবরের তথ্যসূত্র, ঘটনার বিবরণ, জনগণের মনের প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি।

- **উপসংহার ঃ** সামাজিক বা মানবিক প্রতিক্রিয়া এই অংশে থাকবে।

প্রতিবেদনের বহিরঙ্গটি বিভিন্ন শ্রেণির হতে পারে। যেমন—সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন, সংবাদ ভিত্তিক প্রতিবেদন, সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদন, সাংগঠনিক প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় প্রতিবেদন।

নীচে কয়েকটি প্রতিবেদনের উদাহরণ দেওয়া হল। এগুলি দৈনিক আনন্দবাজার, একদিন, আজকাল, বর্তমান, প্রতিদিন প্রভৃতি পত্রিকা থেকে সংকলিত।

**১) নিজস্ব সংবাদদাতা কলকাতা ঃ**

ক্যানসার রোধে টাটকা শাকসব্জি আর ফলের মধ্যে আপেল ক্যানসার রোধে উপকারী। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন এক-তৃতীয়াংশ ক্যানসারের জন্য দায়ী খাদ্যাভ্যাস এবং এর অধিকাংশ প্রতিরোধযোগ্য। মানবদেহে প্রাক-ক্যানসার অবস্থা থেকে রোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে পাঁচ থেকে দশ বছর সময় লাগে। ফল আর সব্জি অনেকাংশে আটকে দিতে পারে রোগের সম্ভাবনা।

**২) দুটি হাত নেই, মনের জোরে লড়ছে জগন্নাথ ঃ**

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক, ১২ জুন ২০০৯—দুটো হাত নেই। সেজন্য ঠাকুমা নাম দিয়েছিলেন জগন্নাথ। শারীরিক এই প্রতিবন্ধকতা জয় করে এগিয়ে চলেছে ছোটখাটো চেহারার এই বালক। পা দিয়ে কলম ধরে লেখার পাশাপাশি সুঁচ দিয়ে সেলাইও করতে পারে।

পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার থানার বেড়িয়া গ্রামে পাঁচজনের সংসার, আশ্রয় বলতে একটি ছোট্ট মাটির বাড়ি। তমলুকের নিমতৌড়িতে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার স্মারক মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রিক পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র জগন্নাথ।

জগন্নাথের দুহাত নেই, ডান পা আকারে ছোট ও দুর্বল, ভরসা বলতে বাঁ পা আর সেই সঙ্গে অফুরন্ত প্রাণশক্তি। সেই জোরেই লড়ছে এই বালক। নিজের চেষ্টাতেই পা দিয়ে পেন্সিল ধরে অক্ষর লিখতে শেখে। এই পা দিয়েই ভাত খায়, খেলে ফুটবল, ডাংগুলি।

শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে অন্যদের সঙ্গে লেখাপড়া করেছে। প্রতি বছর পরীক্ষায় ভালোভাবে পাশও করেছে। সেখানে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পরে এ বছরই বাড়ী থেকে ১০ কি.মি দূরে তমলুকের নিমতৌড়ি প্রতিবন্ধীদের স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে সে। ঐ স্কুলের সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে প্রত্যন্ত পূর্বনখা গ্রামের পার্বতী জানা, তারও দুহাত নেই। জগন্নাথের মতোই তার লড়াই শুধু মাত্র মনের জোরে। উন্নয়ণ সমিতির সম্পাদক বলেন ‘‘ইচ্ছাশক্তির কাছে প্রতিবন্ধকতা যে হার মানে, তার উদাহরণ ওরাই।

**৩) ‘ন’ বছরেই স্নাতক বিস্ময়বালক কাভালিম ঃ**

লস অ্যাঞ্জেলস, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১২; ‘জিনিয়াস’ এই শব্দটিতেই সবচেয়ে বেশি আপত্তি তার। কারণ, তার মতে সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে প্রতিভা নয়, প্রয়োজন কঠিন পরিশ্রমের। কঠিন অধ্যবসায়ের জোরেই হয়তো আট বছর বয়সে স্কুলের গন্ডী পেরিয়ে ইস্টলস্ অ্যাঞ্জেলস কমিউনিটি কলেজে নাম লিখিয়েছে মেশি কাই কাভালিন। ‘ন’ বছর বয়সেই ৪.০ গ্রেড নিয়ে প্রথম অ্যাশোসিয়েট অফ আর্টস ডিগ্রি পায় সে। এখন তার বয়স মাত্র ১৪। এই বছর ইউ সি এল এ থেকে দ্বিতীয় স্নাতক ডিগ্রিটি ঝুলিতে পুরেছে সে। এরই মধ্যে নিজের সাফল্যের চাবিকাঠি লিপিবন্ধ করেছে দুমলাটে। এই ছেলেকে ‘‘জিনিয়াস” বলাটা কি অতিকথন? হয়তো নয়।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ছিল কাভালিনের ১৪তম জন্ম দিন। জ্যাকি চ্যাং-এর ভক্ত সে। তবে টিভি দেখার জন্য সপ্তাহে মাত্র চার ঘন্টা বরাদ্দ করেছিল কাভালিন। বাবা-মায়ের বকুনি বা বিনোদনের প্রতি অনীহা নয়, বরং সময় দিয়েছে সকুবা ড্রাইভ শিখতে। ভালবাসে ফুটবল আর মার্শাল আর্ট। পড়াশুনার পাশাপাশি ছোট বেলায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা থেকে ঝুলিতে পুরস্কার এসেছে অনেক।

১০০ পাতা ‘‘we can do”-বইটিতে সে লিখেছে কিভাবে সাফল্য পাবে। কাভালিনের মন্ত্র লক্ষ্যে অবিচল থাকা আর কাজের প্রতি নিষ্ঠাই সাফল্যকে এনে দেবে দুহাতের মুঠোয়। এই সরল সমীকরণেই এগিয়েছে তার নিজের জীবনও। তবে ‘জি’ শব্দটাই সর্বদা বিব্রত করেছে তাকে। সে মনে করে তার বই পড়ার পরে মানুষ বুঝবে প্রতিভা নয় কঠিন পরিশ্রমই সব। কোন কিছু উদাসীন ভাবে করা উচিত নয়। এই মর্ম কথা তার বইয়ের।

ইস্ট লস অ্যাঞ্জেলস সিটি কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ড অ্যাভিলাসই তার জীবনের অনুপ্রেরণা। এই অনুপ্রেরণাই বই লিখতে সাহায্য করে তাকে। সমাজকে তার সাফল্যের রহস্য বাতলে সঠিক দিশা দিতে কলম ধরেছে সে। বইটি শেষ করতে চার বছর সময় লেগেছে। ‘‘we can do ” প্রকাশিত হবার পর তার খাতা সাড়া ফেলেছে তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়ায়। এর পরই মার্কিন বই প্রেমীদের জন্য বইটি ইংরাজীতে অনুবাদ করে কাভালিন।

**৪) পথে পড়ে করুণ মৃত্যু 'গলগ্রহ' বৃদ্ধার ঃ**

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১২;—ওঁরা একালের ইন্দিরা ঠাকরুণ। পরের গলগ্রহ। কেউ মানে না, কেউ পোঁছে না। পথের ধুলায় পড়ে দীন মৃত্যুই বোধ হয় নিষ্করুণ জীবনেওদের ভবিতব্য।

ওঁরা অনাত্মীয়। দুই অশীতিপর বৃদ্ধা। কিন্তু নিজেদের পরিবারের লোকজনের কাছে অবহেলার শিকার হয়ে, বোঝা হয়ে ওঠে। দুজনের পথ এসে মিলেছে একই ঠিকানায়। বহরমপুর নিউ জেনারেল হাসপাতালের বিশ্রামাগারে ওঁরা আপন হয়ে উঠে ছিলেন পরস্পররের। অ্যাম্বুলেন্স চালকদের কাছে খাবার পেয়ে কায়ক্লেশে দিন কাটছে দুই বৃদ্ধার।

বুধবার মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধা হরিদাসী দেবীর। আর একজন সুভাষিনী মন্ডল এখন একদম একা। কেঁদে ভাসাচ্ছেন। যাঁদের কাঁদার কথা তাঁরা কিন্তু কেউ নেই। তাঁরা বলতে হরিদাসী দেবীর বাড়ির লোকজন। মাস ছয়েক আগে সেই যে তাঁকে চিকিৎসার নামে হাসপাতালে ফেলে তাঁরা পালিয়েছিলেন তারপর আর এমুখো হননি। এদিনও দেখা মেলেনি তাঁদের। ছঘন্টা মৃতদেহ পথের ধূলোয় ধূসরিত হওয়ার পর পুলিশকে উদ্ধার করতে হয়েছে 'বেওয়ারিশ' লাশ। হরিদাসী তবু মরে বেঁচেছেন। সুভাষিনীর সে শান্তিটুকু পর্যন্ত নেই। তিনি দগ্ধ হচ্ছেন জীবনযন্ত্রনায়।

সুভাসিনী জানালেন, মাস ছয়েক আগে চোখের ছানি কাটানোর জন্য তাঁর ছেলে সেই যে তাঁকে হাসপাতালে ফেলে চলে গিয়েছিল, আর আসেনি। বাঁ চোখে একদম দেখতে পান না। কখনও হাসপাতাল চত্বরে ভিক্ষা করে, কখনও অ্যাম্বুলেন্স চালকদের কাছ থেকে খাবার চেয়ে দিন কাটাছিলেন তিনি। থাকার আশ্রয় ছিল হাসপাতালের বিশ্রামাগার।

মাস কয়েক মুর্শিদাবাদের ইসলামপুরের বাসিন্দা হরিদাসী দেবী হাসপাতালের শ্বাসকষ্টের রোগী ছিলেন। খাতায় কলমে হাসপাতালের রোগী না হওয়ায় মৃত্যুর পর তাই পুলিশ আইনমাফিক ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছেন তাঁর মৃতদেহ।

জলঙ্গি থানার সাগর পাড়ার আদি বাসিন্দা সুভাসিনী আজ সর্বহারা। একমাত্র সাথীও ছেড়ে গিয়েছে বুধবার সুভাসিনীর চোখের জল। বলিরেখাময় মুখে ঠোঁট দুটো অল্প অল্প কাঁপছিল। বলছিলেন, ''ইন্দিরা ঠাকুরুনের মতোই....।

**৫) স্কুলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালুর ভাবনায় কেন্দ্র ঃ**

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নয়াদিল্লী ১৬ই ফেব্রুয়ারী ঃ**

বাঁধা গতের রুটিন তো রয়েছেই। রয়েছে সাধারণ বিষয় নিয়ে পড়াশুনার পাঠ। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে উঁচু ক্লাসের স্কুলছাত্রদের অন্য স্বাদ দিতে। সেই লক্ষ্যেই খুব তাড়াতাড়িই ব্যবস্থা হতে চলেছে বৃত্তিমূলক শিক্ষার। কেন্দ্রিয় সরকারের লক্ষ্য ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশন (এন এস ডি এম) স্কুল স্তরে নিয়ে আসা এবং অন্ততপক্ষে ছমাস বা তার বেশি সময়ের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করা। ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ৮৫ লক্ষ দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রের। সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ হলেও তা যে বেশ কঠিন চ্যালেঞ্জ, মানছেন শীর্ষ সরকারি আধিকারিকই।

যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে, তাতে জোর দেওয়া হবে পরিকাঠামো, রিয়েল এস্টেট, অটোমোবাইল, টেকস্টাইল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, রিটেল ও লজিস্টিক্‌সে। তবে তার প্রশিক্ষনের জন্য সরকার কোন নির্দিষ্ট মডিউল তৈরী করে

দেবে না। স্থানীয় চাহিদা ও ব্যবসার দিকে নজর রেখে দায়িত্ব ছাড়বে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকেই। তবে রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন কেন্দ্রিয় মন্ত্রক-এর মধ্যে মসৃণ সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম গড়ে তুলবে প্রধানমন্ত্রীর দফতর।

৬) **গুজরাটে মানুষ মরেছে ঃ** বিবেক মরেনি।

স্টাফ রিপোর্টার, ২২ অক্টোবর ঃ এখনও পোড়া গুজরাট থেকে খবর আসছে। গুজরাটে তো মাত্র একজন বা কয়েকজন নিপীড়িত নয়—হাজার হাজার মানুষ নিপীড়িত হয়েছে। কিন্তু সেই আগুনের দেশ থেকে কেবল হিংসা, উন্মত্ততা আর হত্যার খবর আসে নি, বেশ কিছু সময় পেরিয়ে আজও সেখান থেকে () দুএক টুকরো খবর আসছে। এই আশার আলোই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। সকলেই জানেন যে, গুজরাটে সব হিন্দুই হত্যার নেশায় মেতে ওঠেনি। গুজরাট থেকে ফিরে আসা মানুষদের কাছ থেকে পাওয়া কয়েকটি আলোর ফুলকি পাঠকের সামনে তুলে ধরা হল।

কোঠারি সাহেবের রুটি কারখানায় মেদিনীপুরের ১৭জন মুসলিম কর্মীকে মালিক নিজে গাড়ি করে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এসে ফিরতি ট্রেনে তুলে দিয়েছেন। এক হিন্দু যুবক জরির কারখানার ২২জন মুসলিম সহকর্মীকে রক্ষা করেছে। গুজরাটের তিন ব্যাংক কর্মী তিনজন মুসলিম সহকর্মীকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন বিপুল ঝুঁকি নিয়ে। ১০-১২ বছরের মুসলিম অসহায় শিশু তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল তারা ছেলেটিকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করেছে। একথা তাই অবশ্যই বলা যায়।

**অনুচ্ছেদ ঃ অনুচ্ছেদ কথাটির অর্থ হল গদ্য ভাষায় -**

মনের ভাব প্রকাশক কয়েকটি বাক্যের বিন্যাস। একটি অনুচ্ছেদে কয়েকটি বাক্য থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট ভাব প্রকাশ পায়। এভাবে এক একটি মনের ভাবকে গুছিয়ে কয়েকটি বাক্যে লেখার রীতিকে অনুচ্ছেদ রচনা বলা হয়। সাধারণত একটি অনুচ্ছেদে দশ পনেরোটি বাক্য থাকে। তবে প্রয়োজনে অনুচ্ছেদ আরও ছোটোবড়ো হতে পারে।

## ৪.৬. অনুচ্ছেদ রচনার উদ্দেশ্য ঃ

- নিজস্ব চিন্তা ভাবনা সাধারণের নিকট প্রকাশ করা।
- বিষয় বস্তুকে যথোপযুক্ত তথ্যের দ্বারা সমৃদ্ধ করা এবং যুক্তি বিন্যাসের দ্বারা ভাবের পারম্পর্য রক্ষা করা
- অনুচ্ছেদ রচনায় বক্তব্যকে নৈব্যক্তিক করে প্রকাশ করাই মুল লক্ষ্য।
- ভাষা ও রচনাভঙ্গীর দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা।

## ৪.৭ অনুচ্ছেদ রচনার কয়েকটি নিয়ম ঃ

১) যে বিষয়ে অনুচ্ছেদ রচনা করতে হবে, সেই বিষয়টি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করে নিতে হবে।

২) অনুচ্ছেদের বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি পুস্তক, পত্রিকা, শিক্ষক মহাশয়ের নির্দেশিত সূত্র থেকে আহরণ করে নিতে হবে।

৩) অনুচ্ছেদ লেখার সময় জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি পর পর বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করতে হবে।

৪) তথ্যগুলি ক্রমানুসারে কোনটির পরে কোনটি বসলে অনুচ্ছেদের বক্তব্য অল্পকথায় প্রকাশিত হবে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫) একই কথা একাধিকবার যেন লেখা না হয়।
৬) ভাবগুলিকে ক্রমশ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হবে।
৭) অনুচ্ছেদ লেখার সময় সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ যেন না ঘটে। স্বাভাবিক ভাব প্রকাশের জন্য মান্য চলিত ভাষাই ব্যবহার করা ভালো।
৮) লেখা শুরু করতে হবে সহজ সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে।
৯) সমগ্র অনুচ্ছেদটি একটি নিটোল রচনা হবে—উদ্ধৃতি-বা উপমার অতিরিক্ত ব্যবহার হবে না।
১০) অনুচ্ছেদের শিরোনাম দিতে হবে।

**৪.৮. অনুচ্ছেদ রচনা তাৎপর্য ঃ** সাধারণত: এক একটি বিশেষ ভাবের জন্য এক একটি অনুচ্ছেদ রচনা করতে হয়। একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি বক্তব্য বিষয়ের সমস্ত অংশ প্রকাশিত হয়।

- অনুচ্ছেদ রচনার সময় গুরুত্ব অনুসারে তথ্যগুলি সাজাতে হয় তাই প্রয়োজনে এক একটি সংকেত ভেবে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়।
- অনুচ্ছেদ রচনার দক্ষতা জন্মালে প্রবন্ধ রচনা সহজ হয়। কারণ প্রবন্ধ হল বহু অনুচ্ছেদের সমষ্টি। সেক্ষেত্রে প্রতিটি অনুচ্ছেদে প্রবন্ধের মূল বিষয়টির এক একটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়। তাই
- প্রবন্ধ রচনার মধ্যে অনেক বিস্তৃত বিষয়টি ফুটে ওঠে কিন্তু অনুচ্ছেদে রচনার বিষয়টিকে সংক্ষেপে লিখতে হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, বাক্য থেকে অনুচ্ছেদ এবং অনুচ্ছেদ থেকে প্রবন্ধে যেতে হয়।

## ৪.৯ কয়েকটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হল ঃ

[১] **।। বিদ্যালয়ের রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান।।**

রবীন্দ্রজয়ন্তী বাঙালী সমাজের সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় গৌরব। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো আমাদের বিদ্যালয়েও ২৫-শে বৈশাখে সকালবেলা রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়। এবারের অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শঙ্করী প্রসাদ বসু মহাশয়। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। আবৃত্তি, গান, বক্তৃতা, নাটক প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তবে সকলের ঐকান্তিক প্রয়াসে নাটক উপস্থাপন অংশই সব থেকে মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। সভাপতির ভাষণও ছাত্রদের মনে অনুপ্রেরণা দান করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল মাত্র ছবি নয়, তিনি বাঙালির ভাবনা লোকের নিত্যসাথী।

[২] **।। বন সংরক্ষণ।।**

প্রাচীন কালে মানুষ বন্য প্রাণীদের মতো বনে বাস করত তারপর বিজ্ঞান ও সভ্যত্যর উন্নতির পাশাপশি মানুষ জঙ্গল কেটে গ্রাম শহর এবং মহানগরীর নিজেদের বসবাসের জন্য গড়ে তুলেছে। সম্প্রতি মানুষ বুঝেছে যে গাছ মানুষের পরম বন্ধু। গাছ কাটার ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল মরুভুমিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে এবং বৃষ্টিপাত অনিয়মিত ও বিরল হয়ে পড়েছে। ঋতু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, সমন্বিত প্রাকৃতিক পরিবেশ ওলোটপালট হয়ে গেছে। তাই বর্তমানে সরকার বন সৃজনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বন্য প্রাণীকে রক্ষার জন্য বনের পর বন সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। যথেচ্ছ গাছ কাটা আইনের কাছে

দন্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হচ্ছে। বন ধ্বংস করার অর্থই হল নিজের জীবন ধ্বংস করা। সুতরাং বন্ধুত্বপূর্ণ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য বন সংরক্ষণ করা উচিত।

[৩] **।। ছাত্র ও সমাজসেবা।।**

মানুষ সামাজিক জীব। অন্য মানুষের সাহচার্যেই বসবাস করে। সুতরাং সহগামীর প্রতি সকলেরই একটা দায়িত্ব আছে। ছাত্ররাই সমাজের মুখ্য এবং প্রধান অংশ। যেহেতু তারা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক সেজন্য তাদের সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার। বিভিন্ন সমাজ সেবা মূলক কাজ যেমন—শিক্ষার আলো বিস্তার করা, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা, বন সৃজন করা, ত্রানের কাজে অংশ নেওয়া ইত্যাদি কর্মসূচি ছাত্ররা গ্রহণ করবে। এর ফলে তারা মানবিক হয়ে উঠবে। প্রকৃতপক্ষে সমাজসেবা ছাত্রদেরকে দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণদেয়।

[৪] **।। নিয়মানুবর্তিতা।।**

প্রচলিত আচরনবিধির প্রতি অনুগত থাকা ও তা মেনে চলাই হল নিয়মানুবর্তিতা। যে কোন সমাজে সুষ্ঠুভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করা, শান্তি বজায় রাখা ও সামগ্রিক উন্নতির জন্য কিছু আচরণবিধি, প্রচলিত আছে। সমাজের সদস্য হিসাবে তা মেনে চলা উচিত। যদি কেউ এই আচরণ বিধি ভঙ্গ করে তখন সমাজের চারপাশে নানা সমস্যা দেখা দেয়। এজন্য সমাজের মত স্কুল কলেজ, অফিস-আদালত, সভাসমিতি, হাট-বাজার এমনকি বাড়িতেও নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলা উচিত। অর্থাৎ আচরণবিধি মেনে অন্য কারও অসুবিধা না করে, সময়ের কাজ সময়ে সম্পন্ন করে নিজের তথা সমগ্র সমাজের সার্বিক উন্নতি করতে সমর্থ হয়। নিয়মানুবর্তিতার জলন্ত উদাহরণ স্বয়ং গান্ধীজী এবং তার জীবনযাত্রার প্রণালী। তাই নিয়মানুবর্তিতা সমাজের পক্ষে যেমন অপরিহার্য তেমনই প্রত্যেক সফল মানুষের সাফল্যের চাবিকাঠি।

## ৪.১০. অনুচ্ছেদ রচনার সারাংশ ঃ

যে কোন রচনার মূলে থাকে একটি সুনির্দিষ্ট এবং সুচিন্তিত ভাব। মূল ভাবটি আকারে বৃহৎ এবং চরিত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে সে বিষয়টির শাখা-প্রশাখা বা অংশ থাকে। এই অংশে ভাবগুলির প্রত্যেকটি বিষয় বৈশিষ্ট্যের অনুসরণে পৃথক অংশে ভাগ করে উপস্থাপন করতে হয়। এই ভাগগুলিই অনুচ্ছেদ। এগুলি মূল ভাবের অংশ বিশেষ। প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ভাবটি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। মূল ভাবটিকে নানাভাবে দেখার সুযোগ দেয় এই অনুচ্ছেদগুলি।

রচনাকে অনুচ্ছেদে ভাগ করার মনোবিজ্ঞান সম্মত কারণও আছে। মানুষ একসঙ্গে বেশিক্ষণ চিন্তা করতে ও কোন বিষয়ে মন নিবন্ধ রাখতে ক্লান্তি বোধ করে। অনুচ্ছেদ সেক্ষেত্রে মানসিক বিশ্রামের সুযোগ দেয়। আর এই বিশ্রামের অবসরে পাঠকের মন পূর্ব অনুচ্ছেদের বিষয় একটু বুঝে নেবার সুযোগ পায়। ছাত্রদের পাঠের ক্ষেত্রে একটু ভাববার অবসর দিলে ভাল হয়। এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে তাদের ভাবনাও একটু পূর্বাপর চলাচল করবে।

## ৪.১১. অনুচ্ছেদ রচনার প্রক্রিয়া ঃ

অনুচ্ছেদ রচনা করতে গিয়ে উপস্থাপ্য বিষয় নিয়ে ভাবতে হয় প্রচুর। তারপর স্থির করতে হয় অনুচ্ছেদের বিষয়। সেগুলিকে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে ক্রমানুসারে সাজাতে হয়। তারপর প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত প্রত্যেকটি বিষয় অংশের জন্য একটি পৃথক অনুচ্ছেদ রচিত হয়। অনুচ্ছেদের বক্তব্য অল্প কথায় প্রকাশ করার কথা স্মরণ রাখা উচিত।

## ৪.১২. প্রশ্নকরণ ঃ

১) অনুচ্ছেদ কাকে বলে?

২) অনুচ্ছেদ রচনার দুটি মুখ্য উদ্দেশ্য লিখুন।

৩) অনুচ্ছেদ রচনার প্রক্রিয়া কিভাবে করবেন?

৪) ''বন সংরক্ষণ'' কেন্দ্র করে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

## ৪.১৩. পত্র রচনা শিখন পদ্ধতি ঃ

পত্রকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্ররচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, ''চিঠি লেখাও একটা আর্ট আছে—সেটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা উচিত হয় না। ....চিঠি লেখার উপলক্ষ্যে নিজের স্বরূপ উক্তিকে সুব্যক্ত ও পরিস্ফুট করে তোলবার ইচ্ছা হয়।'' ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে পত্রের গুরুত্ব অসীম। সভ্যতা যত এগিয়েছে, ততই বিস্তৃত হয়েছে তার কর্মক্ষেত্র। কাজের জন্য মানুষ দূর দুরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। কাজের বিবিধ প্রয়োজনে কিংবা খবরাখবর লেনদেনের উদ্দেশ্যে লেখালেখির তাগিদেই চিঠিপত্র লেখার সূচনা বলে অনুমেয়।

কে কবে প্রথম পত্র রচনা করেছিলেন সে কথা সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় না। বাংলা গবেষকরা মনে করেন ষোড়শ শতাব্দীতে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ন অহোমরাজাকে একখানি চিঠি লেখেন, খ্রীঃ ১৫৫৫ খৃ: রচিত হয়। অদ্যাবধি আবিষ্কৃত বাংলা ভাষায় রচিত এটিই আদিপত্র।

## ৪.১৪. পত্র রচনার গুরুত্ব ঃ

একজন যখন অন্যজনের সঙ্গে নিজস্ব ভাবনার আদান-প্রদান করতে চায় বা ভাব সংযোগ গড়ে তুলতে চায় তখন শব্দে বাক্যে, অনুচ্ছেদে ব্যক্তির তার মনোভাবের লিখিত রূপই হল চিঠি বা পত্র। কাজের কথা জানানোই হল পত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—''পত্র লিখতে জানা সকলেরই পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অন্য প্রকার রচনার ক্ষমতা অনেকের পক্ষে নিস্প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু পত্র লিখিবার ক্ষমতা সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয়''। চিন্তা-ভাবনা ও হৃদয়ের ভাব প্রকাশে অনেক চিঠিপত্র সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ হয়েছে। এমন চিরন্তন সাহিত্য গুণান্বিত অসংখ্য নজির আছে বিশ্ব সাহিত্যে, আমাদের বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের ''ছিন্ন পত্রাবলী'' উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আধুনিক যুগে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ই-মেল, ফ্যাক্স, এস.এম.এস. ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যাপক বহুব্যপ্ত কর্মজীবনে নানসূত্রে আজও চিঠিপত্র লিখতে হয়। কখনও ব্যক্তিগত কারণে, কখনও সামাজিক অনুষ্ঠানে কখনও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, কখনও বা আবেদন নিবেদনের ভিত্তিতে আবার কখনও বা উৎসবাদির তাগিদে লিপি রচনায় কলম ধরতে হয়।

## ৪.১৫. পত্রের শ্রেণিকরণ ঃ

মানুষ তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও চর্চা থেকে বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক লিপি লিখনের জন্য পৃথক আঙ্গিক ও কাঠামো তৈরী করতে সমর্থ হয়েছে, সেজন্য চিঠির মধ্যেও শ্রেণিকরণ এসেছে। যেমন—

১) ব্যক্তিগত পত্র।

২) সামাজিক পত্র

৩) ব্যবহারিক পত্র।

৪) বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক পত্র।

❑ পত্র রচনার জন্য যে বিষয়গুলিতে গুরুত্ব দিতে হবে সেগুলি হল ঃ

- পত্রের বিষয় যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্টভাবে লিখত হবে।
- একাধিক বিষয় থাকলে প্রতিটি বিষয়ের জন্য অনুচ্ছেদ আবশ্যক।
- বিষয়ের মধ্যে সঙ্গতি, সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতা থাকবে।
- প্রতি প্রকার চিঠির কাঠামোগত স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে হবে।
- ব্যক্তিগত চিঠিতে আবেগ উচ্ছাসের প্রকাশ থাকলে বাকী রীতির চিঠিপত্রে কেবল বক্তব্য বিষয়ের স্পষ্ট প্রকাশ অভিপ্রেত।
- চিঠির ভাষা হবে সহজ সরল এবং প্রাঞ্জল

**ব্যক্তিগত পত্র ঃ**

নিতান্ত ব্যক্তিগত ও নিজস্ব পত্রাদি পরিবার পরিজন কেন্দ্রিক বলে একে পারিবারিক পত্র বলা হয়। এই পত্রে ভাবাবেগ ও উচ্ছাসের প্রকাশ থাকতে পারে। বক্তব্য বিষয়ের সংযত প্রকাশ ও আন্তরিকতার স্পর্শে এই চিঠি হৃদয়গ্রাহী, রসে ও শিল্পে সৌন্দর্য্যে অনবদ্য হয়ে ওঠে।

**পাঠ একক — ৫**

# উচ্চারণ ও বানান সমস্যা এবং তার প্রতিকার ও পদ্ধতি সমূহ (প: ব: বাংলা আকাদেমি প্রণীত বাংলা বানান বিধির অনুসরণে)

**গঠন**

৫.১. সূচনা
৫.২. বৈশিষ্ট্য
৫.৩. বর্ণগুলির উচ্চারণ স্থানের ধারণা
৫.৪. ধারণার তাৎপর্য
৫.৫. ধারণার বৈশিষ্ট্য
৫.৬. অশুদ্ধ উচ্চারনের কারণ
৫.৭. সমস্যার প্রতিকার
৫.৮. বানান সমস্যা
৫.৯. বানান ভুলের সমস্যা ও প্রতিকার
৫.১০. সারাংশ
৫.১১. অনুশীলনী

## ৫.১ সূচনা ঃ

শ্রুতি গোচর যে কোন শব্দই ধ্বনি। তাই ধ্বনি হচ্ছে শব্দের অংশ বিশেষ। আর ধ্বনির লিখিত রূপ হল বর্ণ। আমরা যা কিছুই উচ্চারণ করি না কেন সেই শব্দগুলি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য আছে। ধ্বনি হল বর্ণের উচ্চারিত রূপ, আর বর্ণ ধ্বনির সাঙ্কেতিক লিখিত রূপ। ধ্বনি শ্রুতিগ্রাহ্য, বর্ণ দৃষ্টিগ্রাহ্য। এজন্য সঠিক উচ্চারণ করতে ও সঠিক বানান লিখতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ স্থান জানা প্রয়োজন।

## ৫.২ বৈশিষ্ট্য ঃ

- শব্দের অর্থ ও রূপের মধ্যে একটা সমাজ-গ্রাহ্য নিয়ম আছে, লিখবার সময় সেই নিয়মটি মেনে চললে তবেই ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা হয়।
- বর্ণ হল ভাষার অবিভাজ্য অঙ্গ। তাই বর্ণগুলির উচ্চারণ স্থান জানা আবশ্যক।
- তাই ভাষা শিক্ষার শুরুতেই শিশুদের উচ্চারণের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

## ৫.৩ বর্ণগুলির উচ্চারণ স্থানের ধারণা ঃ

কী স্বরবর্ণ কী ব্যঞ্জন বর্ণ —সকল প্রকার ধ্বনির জন্ম কণ্ঠে এবং অবসান ওষ্ঠে। সেজন্য ধ্বনির প্রতীক বর্ণগুলিকে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নিম্ন লিখিত রূপে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

| বর্ণ | উচ্চারণস্থান | নাম |
|---|---|---|
| অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ ঃ | কণ্ঠ+জিহবামূল | কণ্ঠবর্ণ |
| ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, য়, | তালু+জিহবা মধ্য | |
| ঋ,ট,ড,ঢ,ণ,র,ষ | মূর্ধা+ওলটানো জিহবা | |
| ত,থ,দ,ধ,ন,ল,য | দন্ত+জিহবাগ্র | |
| উ,ঊ,প,ফ,ব,ভ,ম, | ওষ্ঠ+অধর | |
| এ,ঐ | কণ্ঠ+তালু | |
| ও,ঔ | কণ্ঠ+ওষ্ঠ | |
| অন্ত:স্থ,ব | দন্ত+ওষ্ঠ | |
| ঙ,ঞ,ণ,ন,ম,ং,ঁ | নালিকা | |

## ৫.৪ ধারণার তাৎপর্য ঃ

উচ্চারণস্থান জানার পর স্বরবর্ণের উচ্চারণ রীতি ও বৈচিত্র্য জানতে হবে। কারণ স্বরবর্ণের উচ্চারণ কালে বাধার সৃষ্টি হয় না। বাংলা ভাষায় বারোটি স্বরবর্ণ আছে। এদের মধ্যে -ঌ-এর প্রয়োগ বাংলা ভাষায় নেই।

উচ্চারণ সময়ের তারতম্য অনুসারে স্বরবর্ণগুলি হ্রস্ব ও দীর্ঘ — এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। অ,ই,উ,ঋ —এই চারটি বর্ণের উচ্চারণে কম সময় লাগে বলে এগুলিকে ‘‘হ্রস্বস্বর’’ বলে।

আ, ঈ, এ, ঐ, ও, ঔ — এই সাতটি বর্ণের উচ্চারণের সময় বেশি লাগে, এগুলিকে দীর্ঘস্বর বলে। সংস্কৃতব্যাকরণ অনুসারে হ্রস্বস্বর একমাত্রার এবং দীর্ঘস্বর দুমাত্রার হয়। কিন্তু বাংলায় দীর্ঘস্বরগুলি নামেই দীর্ঘ, এদের স্বাভাবিক উচ্চারণ হ্রস্ব অর্থাৎ একমাত্রার।

এই হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর ছাড়াও যৌগিক স্বর আছে। যে কয়েকটি স্বরধ্বনি পাশাপাশি থাকবার ফলে এক সঙ্গে উচ্চরিত হয় তাদেরই যৌগিক স্বর বা সন্ধ্যক্ষর বলে। যেমন—ঐ (অই বা ওই) ঔ (অউ বা ওউ)

আর কয়েকটি যৌগিক স্বরধ্বনি আছে। যেমন— আই (খাই, খাই, চাই), এই (নেই, খেই)আইয়া (নাইয়া, খাইয়া, গতাইয়া) ইত্যাদি।

## ৫.৫ ধারণার বৈশিষ্ট্য ঃ

ভাগীরথী তীরবর্তী বঙ্গভাষাভাষীদের উচ্চারণ বাংলা ভাষায় শুদ্ধ উচ্চারণ বলে পন্ডিত মহলে স্বীকৃত। সেকারণে এই স্বীকৃত উচ্চারণকেই আমরা গুরুত্ব দেব।

উচ্চারণকালে অনেক সময় উচ্চারণ বৈচিত্র্যের জন্য ধ্বনি, বর্ণে ও লিপিতে পার্থক্য দেখা যায় অবস্থান অনুযায়ী

কণ্ঠবর্ণ অ-কারের উচ্চারণ কখনও স্বাভাকি, কখনও বিকৃত আবার কখনও অ-কার অনুচ্চরিত । অনেক সময় আদ্য অ বিকৃত রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—গরু (গোধ), বধু (বোধ) ইত্যাদি। কখনও কখনও ‘‘আ’’ বিকৃত রূপে উচ্চরিত হয়। যেমন—বাঁকা (ব্যাঁকা), এ কারের বিকৃত উচ্চারণও দেখা যায়। যেমন — ল্যাখ্যা, এ্যাকা, ব্যালা ইত্যাদি।

## ৫.৬. অশুদ্ধ উচ্চারণের কারণ ঃ

উচ্চারণ স্থান ও বৈচিত্র্যে উচ্চারণ সমস্যা ছাড়াও আরো নানা কারণে উচ্চারণ সমস্যা দেখা দেয়। ফলে ত্রুটি উৎপত্তি কোথা থেকে এল এবং কি কি কারণে বানান ভুল হয় তা প্রথমে জানতে হবে।

- প্রথমেই আমরা জেনে নেব যে বাংলার নিজস্ব কোন বর্ণমালা নেই, সংস্কৃত বর্ণমালাই বাংলার বর্ণমালা রূপে গৃহীত হয়েছে। সংস্কৃত বর্ণমালা একান্তভাবেই বৈজ্ঞানকি ভিত্তিতে সজ্জিত এবং বর্ণগুলির ধ্বনিও উচ্চারণ অনুগ। কিন্তু বাংলার বেলায় সংস্কৃতের বর্ণগুলিকে আমরা বহন করছি অথচ বাঙালীর জিহবায় তার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নেই, সবই আমার একই ভাবে উচ্চারণ করি। তাই বানান ভুল অবশ্যম্ভাবী।

- পারিবারিক পরিবেশ—শিশুর নিজের পরিবারের পরিজনদের কথা বলার ধরন ও উচ্চারণ ভঙ্গী শিশুর উপর অজ্ঞতাসারে প্রভাব বিস্তার করে ।

- সামাজিক পরিবেশ—শিশু যে সামাজিক পরিবেশে বেড়ে ওঠে সেই সমাজের সামগ্রিক ভাব থেকে সে মুক্ত থাকতে পারে না। ফলে ঐ সমাজের উচ্চারণের ত্রুটিগুলি শিশুকেও গ্রাস করে।

- আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য— ‘‘শ’’ (-)-এর স্থলে স(-) ‘‘ন’’ ও ‘‘ল’’-এর অপপ্রয়োগ-যেমন নৌকা → লৌকা, লঙ্কা → নঙ্কা, ড়,র মধ্যে উচ্চারনে কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। অঞ্চল ভেদে শব্দের ও বর্ণের এই ভিন্ন উচ্চারণ লক্ষ্যকরা যায়।

- শিশুর শারীরিক বিকৃতি—কানে কম শোনা, দৃষ্টি শক্তির ক্ষীনতা, বাগযন্ত্রের ত্রুটি-এর ফলে উচ্চারণ বিকৃতি ঘটতে পারে।

- মুদ্রাদোষ ও বদ্-অভ্যাস—নাকি সুরে পড়া, দ্রুত পড়া, গানের সুরে পড়া, এক নি:শ্বাসে পড়া, টেনে পড়া, এই আর কি! জাতীয় শব্দের প্রয়োগ পঠন কানে—ঐ সব উচ্চারণ করার বদ্ অভ্যাসের জন্য উচ্চারণে ত্রুটি ঘটায়।

- ছেদ চিহ্নের অসঙ্গত ব্যবহার — ঠিক মতো ছেদ চিহ্নের ব্যবহার না ঘটলে উচ্চারণ বিকৃতি ঘটে।

- ভীরুতা, শঙ্কা বা হীনমন্যতাবোধ—এর ফলে শিশু নিজের উপর আস্থা রাখতে পারে না। বিশেষ অনগ্রসর শিশুরা ভীরুতা এবং হীনমন্যতাবোধ বশত: আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। ফলে উচ্চারণে ত্রুটি দেখা যায়।

## ৫.৭ সমস্যার প্রতিকার ঃ

উচ্চারণগত ত্রুটি দূর করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ত্রুটির কারণগুলি নির্ণয় করা। সমস্যা নির্ণীত হলে তা দূরীকরণের উপায় দেখতে হবে।

উচ্চারণের ত্রুটি দূর করা কঠিন কাজ। কারণ ত্রুটি যুক্ত উচ্চারণ শিশুর মনে একবার বদ্ধমূল হলে তা দূর করা খুব শক্ত কাজ।

- আঞ্চলিক, পারিবারিক এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্যজনিত ত্রুটি সংশোধন করা দুরূহ হলেও সংশোধনের জন্য শিক্ষককে সহানুভূতিশীল মনোভাব নিয়ে যত্নসহকারে সাহায্য করতে হবে।
- শুদ্ধ বানান, শুদ্ধ উচ্চারণের উপর নির্ভরশীল। নীচু শ্রেণিতে উচ্চারণ এবং উঁচু শ্রেণিতে লেখার মাধ্যমে বানান শেখানো উচিত। ছাত্রদের শুদ্ধ উচ্চারণ বার বার অভ্যাস করাতে হবে।
- শারীরিক কারণ জনিত ত্রুটির জন্য সুচিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। সুতরাং ব্যাপারটি বুঝিয়ে শিশুর চিকিৎসার দায়িত্ব অভিভাবককে দিতে হবে।
- যাদের দ্রুত পড়ার অভ্যাস আছে, টেনে টেনে সুর করে পড়া, নাকি সুরে পড়া ইত্যাদি দোষ দেখা যায়, তাদের সঙ্গে শিক্ষককে সহানুভূতিপূর্ণ সাহায্যের মাধ্যমে পাঠের যথাযথ দৈর্ঘ্য মেনে, ছেদ চিহ্নের মাঝামাঝি প্রয়োগে নাকি সুর পরিত্যাগ করে পঠন অভ্যাস করাতে হবে।
- যে শিশুর উচ্চারণের ত্রুটি দেখা যাবে তার প্রতি যাতে অন্যদের সকৌতুক দৃষ্টি না পড়ে, পরিহাস করে—সেজন্য শিক্ষককে সতর্ক থাকতে হবে। শিশুদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে পড়ানো এবং দলগতভাবে উচ্চারণ সংশোধন করে দিলে সুফল দ্রুত পাওয়া যাবে।
- প্রকৃত পক্ষে যে শিশুর উচ্চারণে ত্রুটি দেখা দেবে তাকে এড়িয়ে চললে বা অতিরিক্ত শাসন বা তিরস্কার করলে তার সংশোধন হবে না। এর ফলে শিশু আত্মবিশ্বাস, নিজের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলবে। অহেতুক ভীতি বা লাজুকতার শিকার হবে। তাই শিশুকে ভালবেসে সহানুভূতি, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তাকে শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে এবং তাকে যথেষ্ট বলার সুযোগ করে দিতে হবে।

**আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন - (Check your progress)**

ক) স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের সংজ্ঞা দিন।

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

খ) উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বর্ণ কয় প্রাকার ও কি কি?

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

গ) অশুদ্ধ উচ্চারণের চারটি কারণ লিখুন।

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

ঘ) উচ্চারণ ত্রুটি সংশোধনের জন্য শিক্ষকের ভূমিকা সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত দিন।

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

## ৫.৮ বানান সমস্যা ঃ-

উচ্চারণগত ত্রুটির পাশাপাশি আর একটি সমস্যা হল বানান সমস্যা। আমরা জানি মানুষ তার মনের বিচিত্র ভাব প্রাশ করার জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে অর্থপূর্ণ ধ্বনি প্রবাহের সৃষ্টি করে। এবং সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ এই ধ্বনি প্রবাহ দ্বারাই অপরের সঙ্গে সর্বদা ভাবের আদান প্রদান করে চলেছে। এই সব অর্থপূর্ণ সাংকেতিক ধ্বনি প্রবাহই হল ভাষা। কাজেই এক্ষেত্রে কাটা নয় জন্য বানানের সঠিক গঠন জানতে হবে। শব্দের অর্থ ও রূপের একটা সমাজগ্রাহ্য নিয়ম আছে। লিখবার সময় নিয়ম মানা আবশ্যক। তবেই ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা হবে। এই হিসাবে বানানশুদ্ধি ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অপরিহার্য।

অথচ নানা কারণে বাংলা ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা করা একটা সমস্যার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে, তার ফলে শুধু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই নয়, অনেক বিদ্যান ব্যক্তিও মনে করেন যে বানান গুলি আলোচনার প্রয়োজন আছে।

- **বর্ণমালার ত্রুটি ঃ**

বাংলার নিজস্ব কোন বর্ণমালা নেই। সংস্কৃত থেকে বাংলা বর্ণমালার রূপ গৃহীত, অবশ্য রূপের বহিরঙ্গদিকে নয়—উচ্চারণের অন্তরঙ্গ দিকে। কাজেই বানানের পার্থক্যগুলি একান্তভাবে স্মৃতি নির্ভর। তাই বানান ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

- **বাংলা মিশ্রভাষা ঃ**

এত তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী প্রভৃতি নানা প্রকার শব্দের সমাবেশ ঘটেছে যে। মিশ্র ভাষার ধ্বনিরূপ সর্বদা অনিশ্চিত ও পরিবর্তনশীল। স্থিতিশীল বর্ণমালার দ্বারা পরিবর্তনশীল উচ্চারণকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা যায় না। মোট কথা, বাংলা বর্ণমালায় সভ্যতার অগ্রতির সঙ্গে আমরা এমন অনেক শব্দ আজকাল ব্যবহার করছি, যার ধ্বনিরূপ আমাদের বর্ণমালায় নেই, অনেক উচ্চারণ আছে যার বর্ণ নেই। তাই সমস্যা জটিল হয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলা আকাদেমির পক্ষ থেকে কিছু বানান বিধি নির্দিষ্টকরা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে সমস্যাও তিন ধরনের।

৬/৮/ক —বর্ণমালার সমস্যা

৬/৮/খ — ভাষার সমস্যা এবং

৬/৮/গ — উচ্চারণ সমস্যা ।

**৬/৮/ক — বর্ণমালার সমস্যা**

বাংলায় শব্দ ভান্ডার দুটি ভাগে বিভক্ত। ১) তৎসম ২) অর্ধৎসম। তৎসম শব্দগুলি আবিকৃত শব্দ, সুসংহত ব্যাকরণ দ্বারা সেগুলি নিয়ন্ত্রিত। বাংলা বর্ণমালা ও সংস্কৃত বর্ণমালা উচ্চরণগত দিক থেকে পৃথক। কারণ বাঙালীর জিহবায় শ.ষ.স.,ব., ন.ণ, হ্রস স্বরবর্ণ ও দীর্ঘ স্বরবর্ণ—এদের উচ্চারণটার কোন ভিন্নতা নেই। অথচ এগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণ সূত্র অনুযায়ী শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত। সেজন্য বানান ভুলের সমস্যা গুরুতর হয়েছে।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য বাংলা বর্ণমালার সংস্কার সাধন কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কোথায় কিরূপ বানান বা বর্ণের ব্যবহার হবে সে সম্পর্কে বাংলা আকাদেমি গৃহীত বানান বিধি জানা প্রয়োজন। যেমন—

১) ই, ঈ, উ, ঊ সম্পর্কে — তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে হ্রস্ব 'ই'-কার, 'উ'-কার এবং দীর্ঘ 'ঈ' কার , 'ঊ'-কার প্রচলিত এবং গৃহীত। তদ্ভব বা অর্ধতৎসম শব্দে 'ঈ', 'ঊ' বা বিকল্পে 'ই', 'উ' বাবহৃত হবে যেমন—পক্ষী, পাখী, কাটা নয়; কুম্ভীর, কুমীর, কাটা নয় অর্থাৎ উদাহরণযুগ্মের মধ্যে দ্বিতীয়টি গৃহীত হবে। তবে হ্রস্ব বিকল্প না থাকলেও তৎসম শব্দের বানানে দীর্ঘ স্বরচিহ্নই লিখতে হবে।

২) সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয় যুক্ত শব্দের ক্ষেত্রে সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যাপারে সংস্কৃত মূল শব্দটির দীর্ঘ 'ঈ' কারের পরিবর্তন করা যাবে না। যেমন—আগামীকাল, মন্ত্রীসভা, হস্তীদল ইত্যাদি। কিন্তু তৎসম ''ত্ব'' এবং ''তা'' প্রত্যয় যোগকরলে যে শব্দ পাওয়া যাবে সেগুলি হ্রস্ব 'ই'-কার রূপে লেখা হবে। যেমন : প্রতিযোগিতা, মন্ত্রিত্ব, সহমর্মিতা, লিঙ্গান্তরে ''নী'' প্রত্যয় যোগের আগে এই নিয়ম পালিত হবে। যেমন—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিনী।

৩) বিসর্গ (ঃ) সম্পর্কে—সংস্কৃত শব্দের অন্তে থাকলে তা বর্জিত হবে। যেমন - যশ, মন, বক্ষ। কিন্তু শব্দের মধ্যে থাকলে বিসর্গ বজায় থাকবে এবং বিসর্গ সন্ধি অনুসারে বানান নির্ধারিত হবে। যেমন—মনঃ+যোগ=মনোযোগ, যশঃ+লাভ=যশোলাভ। ব্যাকরণ সম্মত বিকল্পরূপ থাকলে সেগুলি ব্যবহৃত হবে। যেমন দু:স্থ>দুস্থ; বয়:স্থ>বয়স্থ।

৪) হসন্ত চিহ্ন সম্পর্কে — শব্দের অন্তে 'হস্' চিহ্ন বর্জনীয়। ক্রোধ, গর্জন, সাবাস, সবুজ ইত্যাদি। তবে সংস্কৃত সন্ধিজাত শব্দে পূর্বপদের শেষে হস্ চিহ্ন থকেবে। যেমন — দিক্‌ভ্রান্ত, উদভ্রান্ত, পৃথককরণ।

৫) রেফ ( ´ ) সম্পর্কে — সংস্কৃত শব্দে রেফ যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব সর্বত্র বর্জনীয়—ধর্ম, কর্ম, মূর্খ, আবার অসংস্কৃত শব্দেও রেফের পর দ্বিত্ব হবে না —সর্দার, কর্ম, পর্দা, সর্ব ইত্যাদি।

৬) 'ঙ' এবং 'ং' অনুস্বর সম্পর্কে—ক,খ,গ,ঘ,ঙ পরে থাকলে সংস্কৃত শব্দে বিকল্প 'ম' স্থানে 'ং' অনুসার হবে। —অহংকার, সংখ্যা, সংঘ। যে সব শব্দে সন্ধি পরিণাম হিসাবে অনুস্বার আসে নি সেখানে ং অবৈধ। যেমন বঙ্গ, অঙ্ক, আতঙ্ক, শঙ্কা, সঙ্গে ইত্যাদি।

আবার ম-এর পরে বর্গীয় 'ব' থাকলে তা 'ম'-ই হবে। যেমন-সম+বোধন=সম্বোধন, আবার 'ম'-এর পর অন্তঃস্থ ব থাকলে ম বর্ণটি ং অনুস্বার হবে। যেমন কিংবন্তি, কিংবা, সংবাদ। 'ঙ্গ' ও 'ঙ'-দুই-ই চলবে। যেমন-বাঙ্গালী>বাঙালী; ভাঙ্গন>ভাঙন। তবে হসন্ত ধ্বনি হলে ং -ও বসতে পারে। যেমন-বাংলা।

৭) কিছু বিশেষ্য শব্দে য-ফলা হবে। যেমন—চারিত্র্য, দারিদ্র্য ইত্যাদি। বিশেষ ক্ষেত্রে ব-ফলা ভেঙে লেখা হয়। যেমন উদ্‌বাস্তু, উদবোধন। যেখানে আলাদা উচ্চারণ হয় না সেখানে উদ্যান, বিদ্বান, উদ্যম ইত্যাদি লেখা উচিত।

৮) শ, ষ, স সম্পর্কে—সংস্কৃত শব্দানুযায়ী তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দে ''শ''-ই ব্যবহৃত হবে। বংশ>বাঁশ, মশক>মশা, কিশলয়, কোশ ইত্যাদি।

কিন্তু কতকগুলি ব্যতিক্রম আছে যেমন—মনুষ্য>মিনসে, শ্রদ্ধা>সাধ। বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুযায়ী S বা Sh স্থানে শ বা ষ হবে। যেমন-শহর, ইস্কুল, পোশাক, আসল ইত্যাদি।

৯) ন,ণ সম্পর্ক—অসংস্কৃত সমস্ত শব্দে 'ন' হবে —কান, সোনা, বামুখ, রানী, ইত্যাদি। অর্ধতৎসম শব্দের মূর্ধন্য বর্গের বর্ণের সঙ্গে যুক্ত 'ণ'-র ক্ষেত্রে দন্ত 'ন' গ্রাহ্য হবে। যেমন প্যান্ট, লণ্ঠন, কিন্তু তৎসমজাত অর্ধতৎসমতে আন্ডা, কুন্ডু, মুন্ডু চন্ড হবে।

১০) জ, য সম্পর্কে—নিম্নের শব্দে 'য'-র পরিবর্তে 'জ' ব্যবহার বাঞ্ছনীয় । যেমন— কাজ, জুঁই, জাতি, জুত, জো, জোড়, জ্যোতি ইত্যাদি।

১১) অর্ধতৎসম শব্দে য-ফলা ব্যবহৃত হবে কিন্তু বিদেশী শব্দে 'য'-ফলা চলবে না। যেমন— হিস্‌সা, লস্‌সি, মফস্‌সল ইত্যাদি।

১২) 'ক্ষ'-র ব্যবহার— তদ্ভব শব্দের ক্ষুদ্র, ক্ষেত, ক্ষ্যাপা ইত্যাদি শব্দের 'ক্ষ'-র পরিবর্তে— খেত, খ্যাপা, খুদ ইত্যাদি লেখা চলে কিন্তু তৎসম ''ক্ষীর'' শব্দের পরিবর্তন হবে না।

১৩) বাংলা শব্দভান্ডারে গৃহীত বিদেশী দীর্ঘ স্বরচিহ্ন না দিয়ে হ্রস্ব স্বরচিহ্ন ব্যবহৃত হবে। যেমন—ইগল, ইদ, কমিটি, কিডনি, ক্রিম, গির্জা, টিন ইত্যাদি।

এই রকম বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে 'ণ'-এর বদলে 'ন' হবে। যেমন—ইরান, কার্বন, কোরান, পরগনা, রোমান, লন্ডন ইত্যাদি। ১৬ বর্ণ বিশিষ্ট শব্দ বাংলায় লব লিখতে হবে। যেমন bulb> বালব হবে।

১৪) আরবি-ফারসি শব্দ সম্পর্কে—

ইসলাম, মুসলিম, সাবান, সাহেব আবার— অসরফি, কিশমিশ, উশুল, তপশিল, পোশাক বালিশ, বাদশাহি শব্দগুলি 'শ' ব্যবহৃত হবে।

ইংরাজি শব্দগুলিতে 'শ' হবে— নোটিশ, কার্নিশ, পুলিশ, মেশিন, শ্যালো, রাবিশ।

s-এর উচ্চারণ বাংলায় 'স' দিয়ে হবে। যেমন— ইস্কুল, নার্স, মিস, জুস, মেস, সুটকেস ইত্যাদি।

z-এর উচ্চারণ 'জ' হবে। যেমন— অজু বা ওজু।

১৫) বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'অ্যা' ধ্বনি দিয়ে শুরু এমন শব্দের প্রথম বর্ণে সর্বত্রই 'অ্যা' ব্যবহারযোগ্য। যেমন— অ্যাকাডেমি, অ্যাভিনিউ, অ্যাংলো ইত্যাদি।

১৬) ব্যাক্তিনাম ও পদবীর ক্ষেত্রে তাই গ্রাহ্য। কিন্তু বিদেশী নামের বাংলা বানানে অবশ্যই হ্রস্ব ই-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন BIl cilton>বিল কিল্টন, Robin>রবিন।

গ্রন্থমানের মূল বানান মান্য থাকবে। যেমন— পথের পাঁচালী, রাধারানী।

বাঙালীদের পদবির ইংরাজি ধরনের রূপ হ্রস্ব ই-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন— গাঙ্গুলি, চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি।

১৭) তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে 'ৎ' বর্ণটি অপরিহার্য। যেমন— সত্যজিৎ, ভবিষ্যৎ, চিৎকার।

অর্ধতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে 'ৎ' 'ত' বর্ণে ব্যবহৃত হবে। যেমন— জহরত, কৈফিয়ত, ইজ্জত, মহরত ইত্যাদি।

১৮) ঐ-কার বা ঔ-কার বলে অই বা ওউ প্রয়োজন মতো ব্যবহার করা যাবে। যেমন— বউ, দই, খই, কই, ইত্যাদি।

১৯) অর্ধতৎসম শব্দ ও তদ্ভব শব্দে 'জ' বদলে 'য' ব্যবহৃত হবে। যেমন— যখন, যত, যাওয়া, যবে।

২০) কী ও কি— 'কী'-এর প্রয়োগ কখনও প্রশ্নসূচক সর্বনাম, কখনও বিশেষণের বিশ্লেষণ— কী চমৎকার। তুমি কী দেখছো বলবে তো।

যেসব প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না'-সূচক সেখানে হ্রস্ব ই-কার হবে। তুমি কি বলটা পেয়েছ? কি ভাবে পেলে রামকে? ইত্যাদি।

### ৫.৮.খ. ভাষার সমস্যা

মানুষ সামাজিক জীব। সেই হিসাবে ভাষার একটা সমাজ গ্রাহ্য রূপ আছে। ভাষাকে লিখিত চিহ্নের দ্বারা স্থায়িত্ব দিতে হবে এই চিহ্নগুলি একটা সমাজগ্রাহ্য ও সর্বজনবোধ্য রূপ থাকবে। যেমন দিবস বুঝতে দিন লিখব আর দরিদ্র বুঝতে দীন লিখব। নদী আর যদি বানানের দিক থেকে পৃথক হলেও উচ্চারণ -গত দিক থেকে এদের কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ কোন্ কোন্ চিহ্ন দ্বারা কোন্ কোন্ অর্থের শব্দকে বুঝতে হবে তারও একটা নির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলা আছে। কাজেই খামখেয়ালি চলবে না। ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার জন্য বানান বিধি মেনে ঠিক শব্দটির ঠিক বানান-ই লিখতে হবে।

### ৫.৮.গ. উচ্চারণ সমস্যা

উচ্চারণের তারতম্য বক্তব্যের অর্থবোধেও তারতম্য ঘটায় এবং কোন কোন সময় তা বিশেষ প্রমাদ সৃষ্টি করে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শুদ্ধ উচ্চারণের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ভাষা শুনে বুঝতে পারার এবং ভাষা ব্যবহার করতে পারার দক্ষতা অর্জনে উচ্চারণ শুদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। উচ্চারণ ত্রুটিপূর্ণ হলে এই উভয় প্রকাব দক্ষতা অর্জনেও ত্রুটি দেখা দেবে। উচ্চারণের শুদ্ধতার উপর নির্ভর করে বানানশুদ্ধি। অথচ বাংলা ভাষায় বানান বিশুদ্ধি রক্ষা করা একটা সমস্যার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে।

## ৫.৯. বানান ভুলের সমস্যা ও প্রতিকার

**সমস্যা ঃ—**

**প্রথমত ঃ** **শ্রদ্ধার অভাব**— বাংলা ভাষা তথা শুদ্ধ বানানের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব। ইংরাজিতে বানান ভুল করলে আমরা যতটা লজ্জিত হই, বাংলা বানান ভুলে তা হই না। উপরন্তু বাংলা ভাষার অজ্ঞতায় যেন একটা আত্মশ্লাঘার ভাব দেখা যায়। তাই বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও অনুরাগ থাকলে ভুল অনেক কমে যাবে।

**দ্বিতীয়ত ঃ** **ব্যাকরণ জ্ঞানের অভাব**— বাংলা তৎসমশব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই ব্যাকরণ জ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক বানান বিধির জ্ঞানের অভাবও বানান ভুলের অন্যতম কারণ। কালিদাস, প্রতিযোগিতা, পৌরহিত্য, ভৌগোলিক ইত্যাদি শব্দের ভুল প্রয়োগ প্রয়শই হয় তার কারণ সীমিত ব্যাকরণ জ্ঞান। সন্ধির সূত্র, ণ-ত্ব বিধান, ষ-ত্ব বিধান, সমাস প্রত্যয় ও বিসর্গ জ্ঞানের অভাবই বানান ভুলের উৎস।

**তৃতীয়ত ঃ** ছাপার অক্ষরে কোনো বানান ভুল শিশুর মনে গভীর রেখাপাত করে। তারা ছাপা অক্ষরকে অভ্রান্ত বলে মনে করে। কাজেই বানান ভুলের অন্যতম কারণ— ভুল ছাপা বানান।

**চতুর্থত ঃ** **মনোযোগের অভাব—** শিশুরা আজকাল লেখার ক্ষেত্রে বড় অলস। ছাত্ররা বানান দিয়ে অভ্যাস করে না, পড়ে মুখস্ত করে। শুদ্ধ বানান রূপটি স্মৃতিজাত হলে বানান ভুল অবশ্যম্ভাবী। কারণ লিখিত অভ্যাসের দ্বারা রপ্ত বানানের রূপটি আমাদের অবচেতন মনে মুদ্রিত হয়ে যায় এবং লিখন কালের শুদ্ধ পৈশিক ব্যবহার অভ্যস্ত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল ছাত্ররা Xerox, ছাপা নোট মুখস্ত করে লেখে না।

**পঞ্চমত ঃ** **শব্দ তথা বানান দূষণ—** দোকানের সাইনবোর্ড-এ, রাস্তাঘাটে, বিভিন্ন পোস্টারে, খবরের কাগজে যুক্তাক্ষরকে ভেঙে লেখার বিকৃতি—শিশুদের বারবার চোখে পড়ে। ফলে শিশু ঐ ভুল বানান-ই শেখে।

**ষষ্ঠত ঃ** আঞ্চলিক ত্রুটিও বানান ভুলের অন্যতম কারণ। শ, স, ড়, র, ন, ল প্রভৃতি বর্ণের অপপ্রয়োগ জনিত উচ্চারণগত ত্রুটি বানান ভুলের কারণ হয়ে দাড়ায়। প্রথম বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণ, চতুর্থ বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণের উচ্চারণও শোনা যায়। যেমন— সকাল>যকাল, ভাত>বাত ইত্যাদি। অনেক সময় শিশু মনের অজান্তে তার নিজস্ব উচ্চারণের সাথে মিল রেখে লেখার জন্য এই জাতীয় বানান ভুল করে থাকে।

**সপ্তমত ঃ** **সাদৃশ্যবোধ—** কণ্ঠস্থ, মধ্যস্থ এখানে ‘স্থ’ অবস্থান অর্থে ব্যবহৃত কিন্তু যদি কেউ ‘আক্রান্ত’ অর্থে ‘স্থ’ লেখে তবে বানান ভুল হতে বাধ্য। যেমন বিপদে আক্রান্ত হওয়া অর্থে বানানটি হবে বিপদগ্রস্ত। ‘স্ত’ লেখাটাই বাঞ্ছনীয়।

**প্রতিকার ঃ—**

**প্রথমত ঃ** বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালী ছেলেদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং ভাষার শুদ্ধতা রক্ষায় তাদের আগ্রহী হতে হবে।

**দ্বিতীয়ত ঃ** আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত পন্থা অবলম্বন করতে হবে। বানান মুখস্ত করলে হবে না। হাতের আঙুলের বেসিক শক্তির অনুশীলনের জন্য লিখে অভ্যাস করতে হবে।

**তৃতীয়ত ঃ** শিক্ষার মনোবিজ্ঞান অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়টি অনুশীলনের সময় শিশু যত বেশী সংখ্যক ইন্দ্রিয় ব্যবহার করবে শিক্ষার ততবেশী দ্রুত ও সফল হয়। তাই বানান লেখার সময় যদি সঙ্গে সঙ্গে তা বানান করে পড়ে তাহলে একধারে পেশীশক্তি, বাচনশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার হবার ফলে বানান লিখনে সহজে অভ্যস্ত হতে পারবে।

**চতুর্থ ঃ** যে সমস্ত বানান ভুল হয় তার তালিকা প্রণয়ণ করতে হবে। শূণ্যস্থানে বসাবার সুযোগ করে দিয়ে ভুল হবার সম্ভাবনাময় বানান ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রয়োজনে বানান বিষয়ক খাতা তৈরি করতে পারে।

**পঞ্চমত ঃ** শিশুদের সামনে শুদ্ধ বানানই রাখতে হবে। অশুদ্ধ বানান কোনো উদ্দেশ্যেই রাখা বিজ্ঞানসম্মত নয়, কারণ অনুধাবনের ফলে ভুলটাই স্থায়ী হয়ে যায়।

**ষষ্ঠত ঃ** প্রায় সম্মোচারিত শব্দগুলির মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য আছে— শিশুকে তা বোঝাতে হবে। ষ-ত্ব, ণ-ত্ব নিয়মাবলী মানতে হবে।

**সপ্তমত ঃ** প্রাথমিক স্তর থেকে ‘অভিধান’ ব্যবহারের অভ্যাস করানো দরকার। সেদিকে লক্ষ্য রেখে ‘কিশলয়’ পাঠ্যগ্রন্থের বিষয়গুলি থেকে শব্দ চয়ন করে অভিধান আকারে পাঠ্যবই-এর শেষে রাখা হয়েছে। অভিধান ব্যবহারের

দক্ষতা ও বোধ দুটোই বাড়ে।

**অষ্টমত ঃ** শ্রুতিলিখন— বানান ভুল প্রতিকারের অন্যতম পন্থা বা পদ্ধতি হল শ্রুতিলিখন। শ্রুতিলিখনে বানান সংশোধনের চেয়ে যাতে বানান ভুল না হয় তার প্রচেষ্টাই বেশী। ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা এবং শুদ্ধ বানান লিখন বারবার অনুশীলন দ্বারা পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারলে বানান ভুল কমে যাবে। শ্রুতিলিখনে ছেদ চিহ্নের ব্যবহারে দক্ষতা ও বোধ দুটোই বাড়ে।

এইভাবে প্রথম থেকেই একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে বানান ভুলের সমস্যা অনেক কমে যাবে।

## ৫.১০. সারাংশ

বাংলা আকাদেমির বানান বিধি বাংলা বানানের কিছু কিছু সংস্কার করেছেন। কিন্তু বাংলা ভাষা মূলতঃ সংস্কৃত তৎসম তদ্ভব শব্দ নিয়েই গঠিত এবং এখনও পর্যন্ত বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাবে প্রভাবিত। তাই সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা ভাষার ঘনিষ্ট যোগাযোগ যতদিন আছে ততদিন তাদের গায়ে হাত দেবার উপায় নেই। যত সমস্যা অর্ধতৎসম শব্দগুলির ব্যবহারে কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকার ফলে বানান ভুল ছিল। তাই এগুলি সম্বন্ধে নিয়ম প্রনয়ণ করে বানানে একটা শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা যেমন ছিল তেমন বাংলা আকাদেমি বানান বিধি অনেক সহজে শৃঙ্খলায় আনার প্রচেষ্টা করে চলেছেন।

## ৫.১১. অনুশীলনী

১। উচ্চারণগত ত্রুটির কয়েকটি নমুনা দিন।

২। উচ্চারণগত ত্রুটির ৫টি কারণ লিখুন।

৩। পঃ বঃ ‘‘বাংলা আকাদেমি” প্রণীত বাংলা বানান বিধি হিসাবে যে পন্থার কথা বলেছেন তা লিখুন।

৪। কি কি কারণে বানান ভুল হয়, বানান ভুলের সংশোধনের উপায় কি? কয়েকটি ভুলের উল্লেখ করে সেগুলি কিরূপে প্রতিকার করবেন— উত্তর লিখুন।

## পাঠ একক — ৬

# সামর্থ্যের ভিত্তিতে প্রাক্ শিক্ষানবিশী পাঠটীকা ও শিক্ষানবিশী পাঠ-পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি)

**গঠন**

**৬.১. সূচনা**

**৬.২. উদ্দেশ্য**

**৬.৩. বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা কী?**

**৬.৪ পাঠ পরিকল্পনার কারণ নির্ণয়**

**৬.৫ পাঠ পরিকল্পনার কার্যকরী করার স্তরগুলি**

**৬.৬ নিম্নে একটি পাঠটীকা দেওয়া হল। বিষয়বস্তুর বিকাশ করার প্রয়াস প্রতিটি পাঠটীকা ও পাঠপরিকল্পনায় লক্ষনীয়।**

**৬.৭ সারাংশ**

## ৬.১. সূচনা ঃ

পাঠটীকা কি ও কেন?

সার্থক পাঠ পরিকল্পনার জন্য দরকার শিক্ষাদানের উপযুক্ত পদ্ধতি। প্রাথমিক স্তরের সদা চঞ্চল, ক্রিয়াশীল, জিজ্ঞাসু ও স্বাধীনসত্তা বিশিষ্ট শিশুকে পাঠদান করার জন্য শিক্ষককে দেখতে হবে—কোন পাঠের দ্বারা পড়ুয়ার উপকার হবে, তার আচরণ, ধারণা, দৃষ্টি ভঙ্গীর মধ্যে কী পরিবর্তন সাধন সম্ভব হবে। এ বিষয়ে শিক্ষককে সম্যকরূপে অবহিত হতে হবে। কারণ পাঠদান কার্যটি উদ্দেশ্যমূলক।

## ৬.২. উদ্দেশ্য ঃ

- বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় স্থাপনই শিক্ষাদান পদ্ধতির অন্যতম উদ্দেশ্য।
- তারপর প্রয়োজন বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও অনুরাগের অনুসারী করে পাঠের লক্ষ্য নির্নয়।
- পাঠের মূল লক্ষ্য হল শিশুর দৈহিক, মানসিক সামাজিক অর্থাৎ শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন
- এজন্য পাঠ তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিকে (১) জ্ঞানমূলক (ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি) ও (২) অনুভূতিমূলক (সাহিত্য পাঠ) বিষয়ে ভাগ করতে পারি। শিশুর হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে জাগরিত করাই হবে রসানুভূতিমূলক পাঠদানের মূখ্য উদ্দেশ্য।
- শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কালে পাঠ্য বিষয়ের গুরুত্ব ও ছাত্রের মানসিক ক্ষমতা ও স্তর অনুযায়ী শিক্ষক একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে নেবেন।

- এই পরিকল্পনার মনস্তাত্তিক ভিত্তি আছে। সহানুভুতিমূলক বিষয় হিসাবে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার পাঠের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যায়। যেমন—

  পদ্য ঃ কবিতার রস সঞ্চারী পাঠের মাধ্যমে কবিতাটির অর্থগোচর, রসমাধুর্য ও শিল্প সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীকে জ্ঞাত করা।

  গদ্য ঃ লেখকের রচনাশৈলী ও রসাস্বাদন সহায়তা করা এবং পঠনশক্তি ভাষাজ্ঞান ও ভাব প্রকাশ ক্ষমতার বিকাশ সাধনে সহায়তা করা।

## ৬.৩ বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা কী ?

- প্রতিটি শ্রেণীর প্রতিটি পাঠনীয় বিষয়বস্তু ও করনীয় কর্মকান্ডকে একটি বছরের প্রাপ্তব্য সময়ের মধ্যে সুষমভাবে বন্টন করে একটি বাৎসরিক সময় সারণি তৈরি করা।
- সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে। একটি বিষয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সেই বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ও দক্ষতা মূলক বিভিন্ন সামর্থ্যের বিকাশ ঘটানো।
- জ্ঞান—বোধ—প্রয়োগ এই ধারায় শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশের ধারাটি চালিত হয়। এর জন্য দরকার সুপরিকল্পিতভাবে শ্রেণী পরিচালনা করা। তার জন্য শিক্ষকের স্পষ্ট ধারণা থাকা খুবই জরুরি। কারন একটি বিষয় বা কর্মকান্ডকে পাঠ্যসুচির পর্যায়ক্রমে একক, উপএকক-এ বিভক্ত করে দৈনন্দিন অনুশীলনের সাহায্যে তা উপস্থাপিত হবে।
- শিশুকে নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধান দিতে হবে পুরাতন অভিজ্ঞতার সাহায্যে নিয়ে। পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে পঠনীয় বিষয়বস্তুর কিছু ধারনা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করবে। পরে সেই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে চলবে নতুন পাঠদান প্রক্রিয়া। ফলে বিষয়ের সূত্র ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তার বোধ জন্মায়।
- শিক্ষার্থী জ্ঞান ও বোধের উপর ভিত্তি করে সেই পঠনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নতুন নতুন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং নতুন সমস্যার সমাধান সূত্র খুঁজে বের করতে পারবে।
- বৌদ্ধিক বিকাশের শেষ ধাপ হল ‘দক্ষতা’। এই পর্যায়ে সাধারণভাবে ইন্দ্রিয় সঞ্চালন অর্থাৎ ছবি আঁকা, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দক্ষতাকে বোঝায়। তবে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ করা, মুখস্ত বলতেপারা, অনুরূপ বাক্য গঠন ইত্যাদি করতে পারবে।

## ৬.৪ পাঠ পরিকল্পনার কারণ নির্নয় ঃ

উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি সফল করতে হলে শিক্ষককে পাঠদানের পূর্বে মনে মনে পাঠ পরিচালনার যে পরিকল্পনাটি তৈরী করে নেবেন সেটাই হল তার লেখন নোট বা পাঠটীকা। অর্থাৎ পূর্ব থেকে প্রস্তুতি নেন বা পরিকল্পনা করে আসেন—তার লিখিত রূপটি হল পাঠটীকা।

শ্রেণি পঠনের সুবিধার জন্য পাঠদান কার্যকে কতগুলি ধাপের মধ্যে দিয়ে আনতে হবে। শিক্ষককে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে স্থির করতে হবে—

(১) যে পাঠ্যাংশটি পড়ানো হবে তার সামর্থগুলি চিহ্নিত করতে হবে।

(২) কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে পাঠটি হৃদয়গ্রাহী হবে এবং শিক্ষার্থী সহজেই বুঝতে পারবে।

(৩) যে শ্রেণীর পাঠটিকা রচনা করা হবে সেই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বয়স, বুদ্ধি, পূর্বজ্ঞান প্রভৃতি বিচার করে পাঠটীকা রচনা করবেন।

(৪) পাঠপরিকল্পনা সময়ানুগ হবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে দিনের পাঠ শেষ করতে হবে।

(৫) বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করার জন্য কী কী শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার কীভাবে করা হবে তার নকশা তৈরী করে নেবেন।

(৬) সর্বোপরি শিক্ষক অবশ্যই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যেমন অভিজ্ঞ হবেন তেমনি বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ তাঁর আয়ত্তাধীন থাকতে হবে।

## ৬.৫ পাঠ পরিকল্পনার কার্যকরী করার স্তরগুলি

ঐ পাঠটীকাকে কার্যকরী করতে হলে কতগুলি সোপান মেনে করতে হবে। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ Harbart এর শিক্ষাদর্শনের ভিত্তিতেই বর্তমান শিক্ষাদান পদ্ধতি পরিচালিত। যেমন —

(১) স্পষ্টতা (Clearness), (২) অনুবন্ধ (Association), (৩) পরামর্শ (System), (৪) পদ্ধতি (Method)

Ziller (জিলার) প্রভৃতি মনোবিদ Hrbart এর শিক্ষণ পদ্ধতিকে ৫টি সোপানে বিভক্ত করেছেন।

যথা (১) আয়োজন (Preparation)

(২) উপস্থাপন (Presentation)

(৩) তুলনাকরণ বা বিমূর্তকরণ (Association)

(৪) সূত্র নির্ধারণ (Generalisation) এবং

(৫) অভিযোজন (Application)

বর্তমানে পঞ্চসোপানকে মূলত তিনটি সোপানে পাঠ পরিচালনা করা হয়। যথা— (১) আয়োজন, (২) উপস্থাপন, (৩) অভিযোজন।

**প্রথমত ঃ** বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠটীকা প্রণয়ণের পদ্ধতির প্রস্তুত কল্পে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হয়। যেমন — (১) বিদ্যালয়ের নাম, (২) শ্রেণী, (৩) ছাত্র সংখ্যা, (৪) ছাত্রদের গড় বয়স, (৫) সময়, (৬) শিক্ষকের নাম, (৭) তারিখ।

এই বিষয়গুলি পাঠটীকার শীর্ষে বাঁদিকে সাজিয়ে লিখতে হবে। ডানদিকে লিখতে হবে-বিষয়ের নাম, পাঠক্রম এবং আদ্যকার পাঠ।

**দ্বিতীয়ত ঃ** কাম্য শিখন সামর্থ্য ঃ এখানে জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ও দক্ষতার সম্ভাব্য দিকগুলি তুলে ধরা হয়

**তৃতীয়ত ঃ** উপকরণ ঃ চক, ঝাড়ন, কৃষ্ণফলক যেমন থাকবে তেমনি শিশুমনকে পাঠ্যাভিমুখী করার জন্য অনেক সময় ছবি, মডেল, চার্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

এরপর আসছে যোগান বিষয় এবং পদ্ধতি। সোপানের প্রথম point হল—

(১) আয়োজন ঃ যে বিষয়ে পাঠদান করা হবে সেই বিষয়ে ছাত্রের কোন পূর্বজ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আছে কিনা সেটা নানাবিধ প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নিয়ে বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করতে হবে।

(২) পাঠঘোষনা ঃ পাঠ্য বিষয়টির বৈশিষ্ট্য ও পাঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সরল এবং সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়ে শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন।

(৩) উপস্থাপন ঃ শিক্ষক সমগ্র পাঠটিকে একটি হৃদয়াগ্রহী পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপিত করবেন। এই পাঠ ছাত্রদের মনে রেখাপাত করেছে কিনা তা জানার জন্য দু একটি প্রশ্ন করবেন এবং প্রয়োজনে শিশুর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে পাঠদানে এগিয়ে যাবেন।

উপস্থাপন পর্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে নিম্নলিখিত দিকগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ এগিয়ে নিতে হবে। যেমন—

(১) পাঠ্যবস্তুকে কয়েকটি unit এ ভাগ করে নিতে হবে।

(২) শিক্ষক কর্তৃক সরব পাঠ অথবা ছাত্র কর্তৃক প্রয়োজন অনুযায়ী সরব বা নীরব পাঠদ্বারা বিষয়টির মর্ম গ্রহণ এবং রস গ্রহণে ছাত্রদের সহায়তা করা।

(৩) অংশটির শিল্প নৈপুণ্য, ভাষা প্রয়োগ, রচনাশৈলী সন্ধানে প্রশ্নাবলী করা যেতে পারে।

(৪) প্রয়োজনস্থলে সাহিত্যিক পরিবেশ সৃষ্টিকল্পে অনুরূপ ভাবসমৃদ্ধ ও প্রয়োগ যোগ্য অন্যান্য গদ্যাংশ বা পদ্যাংশের উল্লেখ করা যেতে পারে।

(৫) এই স্তরে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করার জন্য ও ব্যাকরণের কাজের জন্য বোর্ডের কাজ প্রয়োজন।

অভিযোজন বা প্রয়োগ ঃ অদ্যকার পাঠ ছাত্ররা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে বা নবলব্ধ জ্ঞান যাচাই করার জন্য শিক্ষক ছাত্রদের কয়েকটি প্রশ্ন করবেন।

নবলব্ধ শব্দ এবং ভাষার প্রয়োগরীতি, ব্যাকরণের সূত্রাবলী অথবা রচনার বিষয় বস্তু এবং রচনাশৈলী ছাত্ররা নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারছে কিনা তা অনুশীলনের ব্যবস্থা এই স্তরে করা প্রয়োজন।

## ৬.৬ নিম্নে একটি পাঠটীকা দেওয়া হল। বিষয়বস্তুর বিকাশ করার প্রয়াস প্রতিটি পাঠটীকা ও পাঠপরিকল্পনায় লক্ষনীয়

## পাঠটীকার নমুনা

বিদ্যালয়ের নাম

শ্রেণি—চতুর্থ

শিক্ষার্থীর সংখ্যা—

শিক্ষার্থীর গড় বয়স— ৯+

শিক্ষিকার নাম—

সময়—৪০ মি.

তারিখ—

বিষয়—পাতাবাহার

একক—বাংলা (কবিতা)

অদ্যকার পাঠ— 'ঘুম-ভাঙানি'
(সমগ্র অংশ)

| | |
|---|---|
| উদ্দেশ্য | সাধারণ : (i) শিক্ষার্থীদের ভাষ্যজ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।<br>(ii) সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ বাড়াবে।<br>(iii) পঠন, কথন, শ্রবণ ও লিখন সামর্থ্যের সমন্বয় সাধন ঘটবে।<br>বিশেষ (i) ভোরবেলার অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হবে। |

| | |
|---|---|
| উপকরণ | সাধারণ - চক, ডাস্টার, নির্দেশক দণ্ড ইত্যাদি।<br>বিশেষ— বিষয় সম্পর্কিত চার্ট, মডেল, কর্মপত্র ইত্যাদি। |

আয়োজন স্তর

| বিষয়বস্তু | শিক্ষিকার কাজ | যৌক্তিকতা | শিক্ষার্থীর মতবিনিময় | সময় | শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া |
|---|---|---|---|---|---|
| ঘুম ভাঙানি | শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। তারপর শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বসতে বলবেন।<br>এরপর শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে শান্তভাবে বসতে বলবেন।<br>এরপর শিক্ষার্থীরা চার্টে কী দেখতে পাচ্ছে তা জানতে চাইবেন। | পাঠটির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে, ভ্রান্ত ধারনার নিরসন ও সঠিক উত্তর দাতার আত্মবিশ্বাস জাগবে। | শিক্ষার্থীর শৃঙ্খলা বদ্ধবাবে নিজের জায়গায় বসবে এবং শিক্ষিকার কথার মান্যতা দিয়ে নিজেরা কথা বলা বন্ধ করবে। | ৫ মিনিট | শিক্ষার্থীরা শিক্ষিকাকে সম্মানসূচক সম্বোধন করবে। মতবিনিময় ও কথা বলার ক্ষমতা অর্জন করবে। |

## উপস্থাপন স্তর

| বিষয়বস্তু | শিক্ষিকার কাজ | যৌক্তিকতা | শিক্ষার্থীর মতবিনিময় | সময় | শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া |
|---|---|---|---|---|---|
| ফুটফুটে<br>জোছনায়<br>জেগে শুনি<br>বিছানায়<br>বনে কারা<br>গান গায়,<br>ঝিমি-ঝিমি<br>ঝুম-ঝুম<br><br>'চাও কেন<br>পিটি-পিটি?<br>উঠে পড়ো<br>লক্ষ্মীটি চাঁদ<br>চায়<br>মিটিমিটি<br>বনভুমি<br>নিঝঝুম!<br>.............<br>নিবে গেল<br>রোশনাই,<br>পরিদের<br>খোঁজ নাই,<br>কই গান,<br>কই সুর?<br>শোনা যায়<br>ফুরফুর<br>বাইরেটা<br>ফ্যাকাশে।<br>ডানায়<br>শিশির মাখি<br>এতক্ষণ<br>শ্যামা পাখি<br>করছিল<br>ডাকাডাকি,<br>—ভোর হয়<br>আকাশে। | শিক্ষিকা প্রথমে সরব পাঠ করবেন এরপর শিক্ষিকা একটি দলকে দায়িত্ব দেবেন<br>নির্দিষ্ট বিষয়টি পরিষ্কার উচ্চারণের জোরে জোরে পাঠ করার জন্যও অন্যদের মন দিয়ে শুনতে বলবেন।<br>এরপর শিক্ষিকা প্রতি দলকে কর্মপত্র দেবেন<br><u>**কর্মপত্র**</u><br>**১। বাক্য রচনা করো :—**<br>(i) গায় :—<br>(ii) চায়: —<br>(iii) বাসি: —<br>(iv) নায়: —<br>**২। মূল শব্দগুলি উত্তর দাও —**<br>(i) জোছনা :-<br>(ii) বিছানা :—<br>(iii) নিবে :-<br>(iv) নিঝ্ঝুম:—<br>(v) আবছায় :-<br>**৩। একটি বাক্যে উত্তর দাও—**<br>(i) কবিতায় কোন ঋতুর কথা বলা হয়েছে।<br>(ii) গান গেয়ে কারা ডাকে?<br>(iii) পাতাগুলোকে রুপোলি লাগছে কেন?<br>(iv) দানলায় মুখ বাড়িয়ে বাইরে দেখা গেল? | পঠন ও শ্রবণ দক্ষতার বিকাশ<br>নিজস্ব চিন্তা ও অনুসন্ধানী ভাবনার বিকাশ।<br>সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে লেখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। | শিক্ষার্থীরা সক্রিয়তার সাথে কাজ করবে।<br>নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করবে।<br>শিক্ষির্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে।<br>কর্মপত্র পূরণ করবে। | ২৫ মিনিট | পাঠ পরিচালনীতে উৎসাহ ও কৌতুহল জাগবে।<br>কোন বিষয় জানার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।<br>প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। |

প্রতিস্থাপন স্তর (মূল্যায়ন স্তর)

| বিষয়বস্তু | শিক্ষিকার কাজ | যৌক্তিকতা | শিক্ষার্থীর মতবিনিময় | সময় | শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া |
|---|---|---|---|---|---|
| আজকের পাঠ উদ্দেশ্য ভিত্তিক হল কিনা জানার জন্য শিক্ষিকা কতগুলি মৌখিক প্রশ্ন করবেন। | শিক্ষিকা এবার শিক্ষার্থীর আজকের পাঠ কতটা আয়ত্ত করেছে তা যাচাইয়ের জন্য কিছু প্রশ্ন করবেন—<br>(i) কবিতায় কথক রাত জেগে বাইরে কী দেখে?<br>(ii) কবিতায় বর্ণিত বনভূমি নিঝঝুম কেন?<br>(iii) 'চুপি চুপি ভয়ে ভয়ে'— কথক কোন্ কাজ করতে চায়? | ২। অর্জিত শিখন সামর্থ্য যাচাই | শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। | ৫ মিনিট | শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ও আগ্রহ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। |

## ৬.৭ সারাংশ

সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। কোন এক বিষয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হল—সেই বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ও দক্ষতামূলক বিভিন্ন সামর্থ্যের বিকাশ সাধন করা। তার জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পনা—শ্রেণী অনুশীলন। তাই অনুশীলন শুরুর আগে পড়ুয়াদের ভিত জেনে জরিপ পত্র তৈরী করতে হবে। তারপর পাঠের কতটুকু পড়ানো হবে, কোন সামর্থ্যের উপর জোর দিতে হবে, সেটা আগে থেকেই জানতে হবে এবং প্রকৃত বিকাশ ঘটলে সামর্থ্যগুলির অভিব্যক্তি হিসাবে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ ও কর্ম প্রয়াসে কী কী পরিবর্তন প্রকাশ পাবে তা দেখতে হবে। আর তার পরেই আসে মূল্যায়ন পর্ব। যেখানে পরিমাপ করা হয়— যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে অনুশীলন পর্ব চলল তা পড়ুয়ার আচার আচরণে কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে।

## আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন

১। সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণ বলতে কি বোঝেন?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

২। পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে কি? যদি থাকে তবে সপক্ষে চারটি যুক্তি দিন।

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

৩। একটি পাঠকে কতগুলি উপ-এককে ভাগ করা যেতে পারে। উদাহরণ দিন। (চতুর্থ শ্রেণী অবলম্বনে)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

৪। সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি পাঠ পরিকল্পনা (পঞ্চম শ্রেণী) করুন।

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

# নিরবিচ্ছিন্ন-সামগ্রিক মূল্যায়ন ও অভীক্ষাপত্র প্রস্তুতিকরণ

## গঠন

৭.১. সূচনা
৭.২. মূল্যায়ন কীভাবে হবে
৭.৩. সার্থক মূল্যায়নের জন্য কী প্রয়োজন?
৭.৪. নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন
৭.৫. আটকে না রাখার রাজনীতি
৭.৬. সামগ্রিক মূল্যায়ন
৭.৭. সামগ্রিক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য

## ৭.১ সূচনা

শিক্ষা একটি গতিশীল জীবন্ত ধারা। তার সজীব ধারায় সামাজিক পটভূমিকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞান কৌশল ও দক্ষতা, আগ্রহ ও অভিরুচি সম্পর্কে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন সাধন করাই হল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এই পরিবর্তন এল কিনা তা পরিমাপের জন্য প্রয়োজন মূল্যায়ন। পড়ুয়ার বোধশক্তি ও প্রয়োগ শক্তি, সামর্থ ও কৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি "পরীক্ষা" নামক সংকীর্ণ প্রথার দ্বারা প্রকাশিত হয় না। তাই আধুনিক পরীক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। পরীক্ষা শব্দের পরিবর্তে মূল্যায়ন বা Evaluation শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষার প্রভাব ও তার ফলশ্রুতি যাচাই করাই হল শিক্ষা প্রক্রিয়ার মৌলিক মূল্যায়ন। অর্থাৎ বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে পড়ুয়ার শারীরিক ও মানসিক গুণ, ক্ষমতা, সামর্থ্য, দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব, আচার আচরণ প্রভৃতির সামগ্রিক যোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই হল মূল্যায়ন।

## ৭.২. মূল্যায়ন কীভাবে হবে

শিক্ষা প্রয়াসের প্রধান তিনটি ভাগ হল—

- নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সারা বছর ধরে সুপরিকল্পিত অনুশীলন
- অনুশীলনের অগ্রগতি ও দুর্বলতা যাচাই করা
- মূল্যায়নের ফলে প্রাপ্ত দুর্বলতা সংশোধনের ব্যবস্থা করা।

এর জন্য দরকার প্রতিনিয়ত মূল্যায়ন ও সংশোধনী ব্যবস্থা।

মূল্যায়ন একটা পর্যায়ক্রমিক ক্রমোন্নত ধারা অনুসরণ করে এগিয়ে যায়। সে জন্য মূল্যায়ন হল একটা সজীব গতিশীল প্রক্রিয়া। তিনটি ধাপের মাধ্যমে পাঠ একক আয়ত্ত করে এগুতে হয়। যেমন —

- পাঠের উদ্দেশ্য আগে স্থির করতে হয় এবং তা কতটুকু সিদ্ধ হল
- শ্রেণি পঠনে শিখন অভিজ্ঞতার কার্যকারিতা
- শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্যের প্রতি কতটুকু অগ্রসর হল

  —এই তিনটি বিষয় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন হয়।
- শিক্ষা পরিকল্পনার প্রথম স্তরে আসে— উদ্দেশ্য স্থিরিকরণ।
- ঐ স্থিরিকৃত উদ্দেশ্য অনুসারে বিষয়বস্তু পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা
- সব শেষে উদ্দেশ্য পূর্ণ হল কিনা তা যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন ব্যবস্থা করা।

যেমন

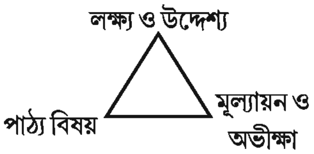


## ৭.৩. সার্থক মূল্যায়নের জন্য কী প্রয়োজন ?

- শিক্ষারম্ভের সময় পড়ুয়ার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ রাখা।
- সমস্ত শিক্ষাবর্ষে পড়ুয়ার জীবনে কী কী পরিবর্তন সূচিত হল পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা তার বিবরণ রাখা।
- পড়ুয়ার জীবনে সংঘটিত পরিবর্তন কতটুকু উন্নয়নমুখী এবং কতটুকু সার্থকতার দিকে এগিয়েছে তার মূল্যায়ণ বা প্রমাণ ভিত্তিক আলোকে বিচার করা।
- শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সামর্থ্য ও আচার আচরণের কাম্য সুষম ও ধারাবাহিক বিকাশের জন্য শ্রেণিকক্ষে দৈনন্দিন পঠন-পাঠন ও অনুশীলনের সময় শিক্ষক প্রতিনিয়ত মূল্যায়ন ও সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

## ৭.৪. নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন

শিক্ষা এমনই একটা জীবন্ত ও গতিশীল প্রক্রিয়া যাতে সমস্ত শিক্ষাই পর্যায়ক্রমিক এবং ক্রমোন্নত ধারা অনুসরণ করে এগিয়ে যায়। শিক্ষার অগ্রগতিকে পর্যায়ক্রমিকভাবে এক একটি পাঠ-একক আয়ত্ত করে এগোতে হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি পাঠএককের সফল অনুশীলন পরবর্তী পাঠ-এককের অনুশীলনের প্রাথমিক শর্ত হতে হবে।

তাই প্রতিটি পাঠ-এককের অনুশীলনের পরে দেখে নেওয়া প্রয়োজন শিক্ষাধারা শিক্ষার্থীর জীবনে কতটুকু পরিবর্তন আনল; নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতটুকু পরিবর্তন আনতে হবে, তার জন্য কী কী পদ্ধতি প্রয়োজন— তা নিখুঁতভাবে জানতে হবে। অর্থাৎ কাম্য সামর্থ্যগুলির সফল বিকাশ ঘটছে কিনা। এর অন্যতম উপায় হল পাঠের একক মূল্যায়ন।

যে জন্য শিক্ষককেও কতকগুলি শিক্ষামুখী উদ্দেশ্য স্থির করতে হয়। মূল্যায়নের ফলে শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতা, দুর্বলতা ধরা পড়লে শিক্ষক স্থিরকৃত উদ্দেশ্য মারফৎ আরও সুন্দর পাঠ-পরিচালনার দ্বারা শিক্ষাকর্মকে উন্নততর, আর সার্থক ও উদ্দেশ্যমুখী করে সংশোধনী পাঠ দেবেন। একটু বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন শিশু সহজে বুঝতে পারে নিজের ত্রুটিগুলি, সুবিধা অসুবিধাগুলি। মূল্যায়ন শিশুকে এই আত্মবিশ্লেষণের সুযোগ করে দেয়। মূল্যায়নের প্রভাবে তারা কৃতকার্যতার উপায় যেমন বের করে তেমন নতুন পথে নতুন উদ্যমে  নিজ নিজ কর্মে অগ্রসর হয়।

সংশোধনী পাঠের পরে পরবর্তী পাঠ একক শুরু হবে। সুতরাং লক্ষ্যনীয় যে অনুশীলনের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির পথে একক মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রম  পাঁচবছরের একটি সুসংহত অবিভাজ্য একক। নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হল এই পাঁচ বছরের অবিচ্ছেদ্য শিক্ষাব্যবস্থায় পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রী যে যে বিষয়ে বা কাজে পিছিয়ে আছে তাকে সেই বিষয়ে প:ব: প্রাথমিক শিক্ষার সিলেবাস কমিটি একটি অবিরত মূল্যায়ন (Continued evaluation) পদ্ধতির সুপারিশ করেছেন। শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপ কেবল এই মূল্যায়নেই সম্ভব।

যে কোন একটি পাঠ-একক অনুশীলন শুরু করার আগেই একটি উদ্দেশ্য স্থির করতে হবে। সেজন্য দরকার ঐ একক মূল্যায়নের একটি সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র সামনে রেখে শিক্ষার কাজে এগোলে কার্য সামর্থ্যের মান উন্নত হতে বাধ্য। কারণ সামর্থ্য ভিত্তিক পাঠ একক বিশ্লেষণের পরে কোন কোন অংশে ত্রুটি আছে তা জানা যায় এবং ঐ সব অংশের প্রয়োজনীয় সংশোধন ভিত্তিক বিশ্লেষণ উন্নততর অনুশীলনের সহায়ক হয়ে ওঠে।

## ৭.৫. ‘‘আটকে না রাখার রাজনীতি’’

প:ব: প্রাথমিক শিক্ষার সিলেবাস কমিটি প্রচলিত নতুন শিক্ষাক্রম অনুসারে ‘‘প্রাথমিক শিক্ষা শেষে কোন বহি:পরীক্ষা থাকে না। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত কোন শ্রেণিতেই কোন শিক্ষার্থীকে আটকে রাখা যাবে না। সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজনবোধে কাম্য উপযুক্ততা অর্জনের জন্য কোনো কোনো শিক্ষার্থীকে পঞ্চম শ্রেণিতে অতিরিক্ত এক বছর রাখা যেতে পারে।’’

‘কোঠারি কমিশন’ এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক স্তরকে একটি ‘‘চক্র’’, একটি ধারাবাহিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করতে সুপারিশ করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। আর ‘‘আটকে না রাখার’’ নীতিকে সফল রূপ দেবার অন্যতম প্রধান শর্ত হল-একক মূল্যায়ন। শিক্ষার্থীকে কাম্য শিখন সামর্থ্যে পৌঁছে দেবার বা বিকাশের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে চাই নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠ।

## ৭.৬. সামগ্রিক মূল্যায়ন

কোনো বিষয় বা বিষয়ের অংশ বিশেষ পঠন-পাঠনের শেষে শিক্ষার্থীর সাফল্য নির্ধারণ করে গ্রেড বা মান দেওয়া হয়। এই সামগ্রিক মূল্যায়ন সাধারণত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর এবং নির্ধারিত সময় অন্তর করা হয়। এই ধরণের মূল্যায়নে শিক্ষার্থী কতটুকু আয়ত্ব করতে পেরেছে তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

## ৭.৭. সামগ্রিক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য

- দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মূল্যায়ন করা হয়।
- অনেকটা বিষয়বস্তু পঠন-পাঠনের পর মূল্যায়ন করা হয়।
- শিখনে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়-এর মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়।
- শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হয় গ্রেড বা মানের দ্বারা।
- পঠন-পাঠন চলাকালীন এই মূল্যায়ন করা হয় না।
- পঠন-পাঠন শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে যে মূল্যায়নের প্রাথমিক লক্ষ্যে পরবর্তী পাঠদান পরিকল্পনা সংগঠন করা থাকে তাকে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন বলা যেতে পারে। আর কোন নির্দিষ্ট সময়ে যথাযথ কাম্য সামর্থ্য অর্জনের দিক থেকে শিক্ষার্থীর শিখনের গ্রেড বা মান নির্ধারণ করা হয় তাকে সামগ্রিক মূল্যায়ন বলা হয়।

**পাঠ একক —৮**

# প্রক্রিয়াভিত্তিক পাঠপরিকল্পনা

## গঠন

৮.১ সূচনা
৮.২ উদ্দেশ্য
৮.৩ ধারণা
৮.৪ ধারণার বৈশিষ্ট্য
৮.৫ ধারণার তাৎপর্য
৮.৬ প্রকারভেদ

## ৮.১ সূচনা (Introduction)

কীথ এ্যাচেসন (Kieth Acheson), ড্যুইট এ্যালেন (Dwight Allen) এবং রবার্ট বুশ (Robert Bush) শিক্ষক শিক্ষণে সহায্য করার জন্য আইন শিক্ষার্থীদের নকল আদালত জাতীয় কিছু করার কথা ভাবছিলেন, যেখানে শিক্ষার্থীরা সারা বছর নিজ প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছন্দে শিক্ষণ অভ্যাস করবে। এরই ফল স্বরূপ ১৯৬৩ সালে ''অনুশিক্ষণ''-এর কথা ঘোষিত হল। ক্রমে ক্রমে সংশোধিত ও পরিমার্জিত অনুশিক্ষণ পাশ্চাত্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতেও অনুশিক্ষণের ওপর ব্যাপক গবেষণা শুরু হয় ও অনুশিক্ষণের একটি মডেল তৈরি হয়। বি. কে. প্যাসি (B.K. Passy) এন. কে. জানগিরা (N.K. Jangirah) অজিত সিং (Ajit Sing) প্রভৃতি শিক্ষাবিদগণ এবং (R.C. Das) ভারতীয় অনুশিক্ষণ মডেলে পাশ্চাত্য মডেলে ব্যয়বহুল প্রযুক্তি বর্জন করে শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রদর্শনী পাঠ, আলোচনা, বক্তৃতা প্রভৃতিতে স্থান দিয়েছেন। নমনীয়তা ও ন্যূনতম প্রযুক্তি এই অনুশিক্ষণ মডেলের বৈশিষ্ট্য। ১৯৯১ সালে প:ব: সরকারের শিক্ষা বিভাগ প্র: শি: শিক্ষণ সংস্থার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

## ৮.২ উদ্দেশ্য (Objects) ঃ

- প্রয়োজনীয় পটুত্ব (Skill)গুলি ও পটুত্বের সঙ্গে যুক্ত উপাদান আচরণগুলির নাম স্মরণ করতে পারবে এবং চিহ্নিত করতে পারবে।
- যে কোন শ্রেণির যে কোন বিষয়বস্তুর যে কোনো একটি পটুত্বের পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠদান করতে পারা।
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও তত্ত্বাবধায়ক — ত্রিবিধ কাজে পারদর্শী হবেন।
- (Feedback) বা পরি পরামর্শ দিতে পারা এবং তত্ত্বাবধান তালিকা যথাযথ ব্যবহার করতে পারবেন।
- বিভিন্ন পটুত্বের সমন্বয়ে বৃহত্তম পাঠ পরিকল্পনা করতে পারা ও শিক্ষণ অভ্যাসকালে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অর্জিত পটুত্বগুলি ব্যবহার করতে পারবেন।

## ৮.৩ ধারণা (Concept) ঃ

অনুশিক্ষক বা (Micro Teacher) যে কোন পাঠন পটুত্বের ওপর ভিত্তি করে Plan বা পরিকল্পনা করেন এবং একটি অনুপাঠ দেন (Teach)। এই পাঠ পর্যবেক্ষণ বা নথিভুক্ত করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্যবেক্ষণকারীর (Observer) দ্বারা তাৎক্ষণিক পরিপরামর্শ (Feedback) দেওয়া হয়। যে পরিপরামর্শ পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে পাঠটি পুনরায় পরিকল্পিত (Re Plan) হয়, ভিন্ন শিক্ষার্থীদলের কাছে পুন: পাঠন (Re Teach) হয়। এরপর একই পর্যবেক্ষণকারী দ্বারা পুন: পরিপরামর্শ (Re feedback) দেওয়া হয়। এভাবে একটি অনুপাঠন বৃত্ত হল — পাঠ পরিকল্পনা (Plan) ➞ পাঠদান (Teach) ➞ পরিপরামর্শ (Feedback) ➞ পুন: পরিকল্পনা (Re Plan) ➞ পুনরায় পাঠদান (Re Teach) ➞ পুনরায় পরিপরামর্শ (Re feedback)

এখানে বিদ্যার্থী শিক্ষক ৫ থেকে ১০ জন বিদ্যার্থীর ক্লাস নেন ৫ থেকে ১০ মিনিট মাত্র।

## ৮.৪ ধারণার বৈশিষ্ট্য (Characteristics)ঃ

- অনুশিক্ষণ কার্যটি শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থায় হবে। এজন্য একে Clinical Method বা Laboratory Method বলে।
- শ্রেণিতে শিক্ষার্থী সহপাঠীগণ শিক্ষার্থীর ভূমিকায় থাকবেন।
- শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ থেকে ১০ জন হবেন এবং সময় নির্ঘন্ট ৫ বা ৬ মিনিট।
- বিষয়বস্তু ছোট বা একক ধারণা সম্পন্ন হবে।
- এই শিক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া হয় পটুত্ব এবং তার অন্তর্গত উপাদানসমূহের।
- অনুশিক্ষণ দেবার পরেই Feedback দেওয়া হবে। এর ওপর ভিত্তি করে Re Plan হবে এবং Re Teach করবেন। তবে Re Teach অন্য দলে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।
- একটি পটুত্ব অনুশীলনের সময় যেন অন্যকোনো পটুত্বের কোনো উপাদান না আসে, তা লক্ষ্য রাখতে হবে। আর যদি আসে সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পটুত্বটি প্রধান্য পাবে।
- বৃহত্তর শিক্ষণে (Macro Teaching) বহু পটুত্বের সমন্বয় ঘটে। অনুশিক্ষণ দ্বারা পৃথকভাবে পটুত্বগুলির উপর দক্ষতা অর্জন করা হয়। তারপর তিন -চারটি পটুত্ব একসঙ্গে মিলিয়ে পাঠ পরিকল্পনা করে (Mini Teaching) দেওয়া হয়। সব শেষে অনেকগুলি পটুত্বের সমন্বয়ে পাঠপরিকল্পনা ও পাঠদান কার্যটি বিদ্যালয়ের কোনো প্রকৃত শ্রেণিতে হয়। একে বলে (Macro Teaching)।
- অনুশিক্ষণ প্রা: শি: পঠন-পাঠন বিষয়সমূহের সঙ্গে (বাংলা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি) যুক্ত।

## ৮.৫ ধারণার তাৎপর্য (Significance) ঃ

- এটি নিরাপদে অনুশীলন করা যায়।
- অবিরত প্রশিক্ষণের এটি একটি মাধ্যম।
- একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষে বিদ্যার্থী পাঠন-পটুত্বের বিকাশসাধনে অনুশীলন করতে পারেন।

- পাঠনকার্য পরিবেক্ষণের ব্যাপারে এটি একটি উত্তম পরিবেশ ও বাস্তব মনোভঙ্গিগ সৃষ্টি করে।
- পাঠন সময় পাঠ-এককের বিষয়বস্তু, পাঠন কৌশল এবং বিদ্যার্থী — এই সব পরিবর্তনশীল উপাদানের উপর গবেষক অধিকতর নিয়ন্ত্রণ খাটাতে পারেন বলে এই অনুশিক্ষণ পদ্ধতি গবেষণা সহায়ক হয়ে ওঠে।

## আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন

(১) অনুপাঠ শিক্ষণ এর তিনজন প্রবর্তকের নাম লিখুন।

(২) কত সালে প্রা: শি: শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অনুপাঠ শিক্ষণ ব্যবহৃত হয়?

(৩) অনুপাঠন বৃত্ত বলতে কী বোঝেন?

(৪) অনুপাঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি লিখুন।

## পদ্ধতির শিখন প্রক্রিয়া ঃ

**জ্ঞান অর্পন :**

(ক) শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অনুশিক্ষণ পাঠদানে অভ্যাসের পূর্বে অধ্যাপক/অধ্যাপিকাগণ প্রতিটি পটুত্বের উপর প্রদর্শনী পাঠ দেবেন।

(খ) বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিটি বিষয়ের এবং প্রতিটি পটুত্বের উপর নমুনা পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষক — বিদ্যার্থীকে দেওয়া হবে।

**পটুত্বের দক্ষতা অর্জন :**

(ক) পাঠন পরিবেশ (Setting) : প্রদর্শিত পাঠ ও নমুনা পাঠপরিকল্পনাকে শিক্ষক শিক্ষার্থী বিশ্লেষণ করেন, সমালোচনা করেন এবং সেই ভিত্তিতে পটুত্বের উপর পাঠ পরিকল্পনা রচনা করেন। যেকোন শ্রেণির যেকোন বিষয় বস্তু বেছে নেওয়া যায়।

(খ) নির্দিষ্ট পটুত্বের সকল উপাদানগুলি (Component) যেন পাঠ পরিকল্পনায় প্রাধান্য পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

- (Setting) ঠিক হবার পর শিক্ষক -শিক্ষণ সংস্থা কর্তৃপক্ষ বিদ্যার্থীর সংখ্যা ও সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী দশ ভাগ করেন।
- প্রতিদলে ৫-১০ জন শিক্ষক - শিক্ষার্থী থাকবে। তাদের মধ্যে একজন হবে শিক্ষক ও একজন তত্ত্বধায়ক। বাকীরা শ্রেণি শিক্ষার্থী হবেন।
- এক বা একাধিক দলপিছু অধ্যাপক তত্ত্বাবধায়ক থাকবেন। তিনি তত্ত্বধায়ক, পরিচালক ও দল পরামর্শদাতার কাজ করবেন।

## পটুত্বগুলি বৃহত্তম শিক্ষণে বদল (Skill transfer)

পাঠন-পটুত্বগুলি অভ্যাস করার পর যেগুলিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে পূর্ণমাত্রিক পাঠটীকা অবলম্বনে Macro Teaching সফল হয়ে থাকেন। সমগ্র পাঠন পটুত্বের সমন্বিত (intrigated) কারণই হল Macro Teaching লক্ষ্য। এই পূর্ণমাত্রিক

পাঠদানের সাফল্যের সিংহদ্বারে পৌছাবার পথে অনুপাঠনের অভ্যাসগুলি এক একটি মাইলস্টোন মাত্র। একটি মাইলস্টোন পেরোতে গিয়ে বাধা আসতে পারে, ভুল হতে পারে — যেটাকে তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে, বাধাকে দূর করে সামনের মাইলস্টোনের দিকে এগোনো যায়। এইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষক শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট পটুত্বের দক্ষতা অর্জন করতে না পারছেন ততক্ষণ তিনি বার বার পাঠদান করবেন। বার বার পাঠদানকে অনুশিক্ষণ চক্র (Micro Teaching Cycle) বলে।

- Mini Teaching — পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠদান
- বৃহত্তম শিক্ষণ পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠদান — শিক্ষণের লক্ষ্যগুলিকে (Learning objectives) চরিতার্থ করে পূর্ণ পাঠদানের সময় সমন্বিত পাঠ (Intrigated Lesson) দেওয়াতেই শিক্ষকের স্বত:স্ফূর্ততা ও সৃজনশীলতা প্রকাশিত হবে।

অনুশিক্ষণ চক্র (Micro Teaching Cycle)পাঠদান

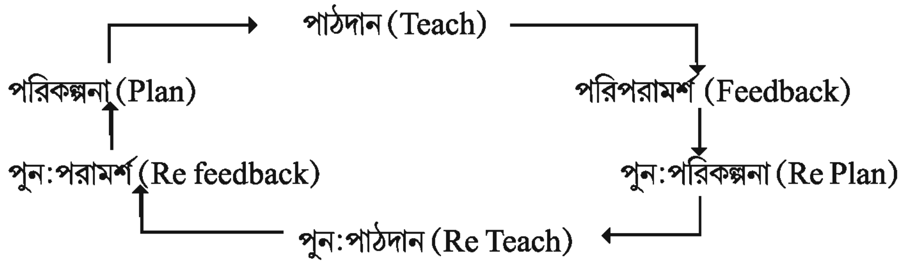


সমগ্রকার্যটি মোট ৩০ বা ৩৬ মিনিট সম্পন্ন হবে। কাজেই বলা যেতে পারে অনুপাঠন এবং পূর্ণপাঠন একে অপরের পরিপূরক।

## ৮.৬ প্রকার ভেদ (Types) ঃ

(Micro Teaching) পাঠক্রমের একটি নবতম অধ্যায় গুণগত উৎকর্ষের জন্যে শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীতে এটি সংযোজিত হয়েছে। এটি সর্বদিক সমন্বিত পদ্ধতি না হলেও পটুত্ব আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে এটি একটি নির্ণায়ক ও প্রতিকার মূলক কৌশল বলে চিহ্নিত করা যায়। অ্যালন রায়ন (১৯৬৯), ড: পালি (১৯৭৬), ড: জাঞ্জিরা (১৯৭৯) শিক্ষাবদগণ পাঠন পটুত্বগুলির সংখ্যাগত আকার দিতে চেষ্টা করেছেন। "সার্থক শিক্ষক" পাদবাচ্য হতে হলে মোট আঠারো (১৮) টি পাঠন পটুত্ব আয়ত্ব করতে হবে। তার মধ্যে প্রা: শি: সংস্থা মোট পাঁচটি পটুত্ব গ্রহণ করেছে।

সেগুলি হল :
(ক) সমন্বিত অনুবন্ধকরণ (Skill of Integration through correlation of subject)
(খ) শিশুকেন্দ্রিক পাঠ পরিচিতি করণ (Skill of Introducing Child Centric Lesson)
(গ) শিক্ষার্থী দ্বারা উৎসাহমূলক প্রশ্নকরণ (Skill of Encouraging Questioning by the Learner)
(ঘ) শিক্ষার্থীর দ্বারা উৎসাহমূলক পর্যবেক্ষণ (Skill of Encouraging Observation by the Learner)
(ঙ) কলা কৌশল উপস্থাপনে সমন্বয় সাধন (Skill of Integrating Performing Art in learning situation)

**অনুশিক্ষণ পাঠ পরিকল্পনা রচনা (Preparation Micro Teaching):**

(১) অনুশিক্ষণে কোন সোপান নেই। সরাসরি পাঠদান শুরু করা হয়।

(২) পরিচিতি : পটুত্ব

২. (ক) শিক্ষণ অভ্যাস স্থান — শিক্ষণ সংস্থা, শ্রেণি বিষয় :— বিষয়বস্তু/ধারণা তারিখ

শিক্ষণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা (৫-১০ এর মধ্যে)

সময়— ৫ মিনিট

শিক্ষক শিক্ষার্থীর নাম ও রোল নং

(৩) **বিষয় ও বিষয়বস্তু :**

(ক) ৫-৬ মিনিটের সমন্বয়ের ভিত্তিতে একটি ধারণা বা ছোট বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হয়। পটুত্ব গুরুত্ব পায়। তাই পটুত্বের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণি, বিষয় ও বিষয়বস্তু নির্বাচিত হয়। যেমন—উদ্দীপন বৈচিত্র্য গল্প, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় যত ভাল প্রকাশ পায় গণিতে তত ভাল করা যায় না।

(খ) Components -গুলি পাশে রেখে পরিকল্পনা করতে হয়। প্রত্যেকটি উপাদান যেন একবার আসে।

(গ) এরপর যুক্তি সম্মত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বিষয়বস্তু সাজাতে হয়। সকল উপাদান ব্যবহৃত হবে অথচ বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে — অনুশিক্ষণে পাঠটীকার এটাই বৈশিষ্ট্য।

**পরিচালন কাঠামো :**

পাঠ পরিকল্পনা দুভাবে হয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী যে কোন একটি কাঠামো নির্বাচন করতে পারেন। যেহেতু বর্তমানে শ্রেণিকক্ষের পঠন পাঠনে রদ-বদল ঘটেছে তাই প্রথাবদ্ধ নিয়মে নয়, প্রয়োজন মত শিক্ষক শিক্ষার্থী পটুত্বগুলির ব্যবহৃত আচরণ সমূহকে গুরুত্ব দিয়ে কাঠামো তৈরি করে নিতে পারেন। তবে শিশুকেন্দ্রিক পাঠ পরিচিতিকরণ, কলাকৌশল উপস্থাপনের সমন্বয় সাধন, উৎসাহমূলক পর্যবেক্ষণ পটুত্ব এগুলি কথপোকথন কাঠামোতে এবং সমন্বিত অনুবন্ধকরণ, শিক্ষার্থীর দ্বারা উৎসাহমূলক প্রশ্নকরণ পটুত্ব দুটি ছক কাটা ঘরে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন—

বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই পুস্তকটি ‘মডেল’-এর কাজ করবে। তাই এই পুস্তকের পাঠ পরিকল্পনাগুলি নমুনা হিসেবে ধরে শিক্ষার্থীরা নিজেরা পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করবেন।

**পাঠ একক ৮** — প্রক্রিয়াগত পাঠ পরিকল্পনার ৫ টি দক্ষতা হল—

১। সমন্বয় সাধন দক্ষতা

২। শিশুকেন্দ্রিক শিখন পরিচালন দক্ষতা

৩। শিক্ষার্থীর দ্বারা উৎসাহমূলক প্রশ্নকরণ

৪। শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা বিকাশের দক্ষতা।

৫। শিখন পরিস্থিতি সঙ্গে কৃৎকলা শিল্পের (Performing Art) সংযোগ সাধনের দক্ষতা

তিনটি দক্ষতার উদাহরণ দেওয়া হল— অনুরূপভাবে অন্য দুটি করবেন।

**সম্বনিত অনুবন্ধকরণ**

ব্যবহৃত আচরণ সমূহ/ আচরণাঙ্গ

১। শিক্ষার্থীদের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয়করণ

২। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ

৩। শিক্ষার্থীর দ্বারা যথাযথ উদাহরণ প্রদান

৪। সাধারণীকরণ

শ্রেণি— পঞ্চম | বিষয়—মাতৃভাষা (বাংলা)

শিক্ষার্থীর সংখ্যা— | একক—বোকা কুমিরের গল্প

শিক্ষিকার নাম— | উপএকক—প্রথম আট অনুচ্ছেদ

সময়—৬ মিনিট

তারিখ

| বিষয়বস্তু | শিক্ষকের কাজ/আচরণ | শিক্ষার্থীর কাজ/আচরণ | আচরণসমূহ/আচরণাঙ্গ |
|---|---|---|---|
| কুমির আর শিয়াল মিলে ................... | ১। কুমির আর শিয়াল মিলে আলু চাষ করলো— আলু কোথায় ফলে? | ১। আলু মাটির নীচে ফলে। | ১। দৃষ্টান্তগ্রহণ |
| ..................... ..................... | ২। কোন মাটিতে আলুর চাষ ভালো হয়। | ২। বেলে মাটিতে আলুর চাষ ভালো হয়। | ২। দৃষ্টান্তগ্রহণ |
| ..................... ..................... | ৩। বছরের কোন সময়ে আলুর চাষ হয়। | ৩। শীতকালে আলুর চাষ হয়। | ৩। দৃষ্টান্তগ্রহণ |
| খড়গুলো পেল | ৪। পাঠ্যংশটির সঙ্গে তোমার পাঠ্য আর কোন কোন বিষয়ের যোগ দেখতে পাচ্ছ? | ৪। ভুগোল, বিজ্ঞান | ৪। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় করণ |
| | ৫। উদাহরণ দাও | ৫। দেশের কোন অঞ্চলে আলু ও ধান চাষ হয় —ভুগোল<br>কি রকম মাটি আলু চাষের জন্য প্রয়োজন —বিজ্ঞান<br>শিয়াল ও কুমির কি জাতীয় প্রাণী— প্রাণী বিজ্ঞান | ৫। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয়করণ |

| বিষয়বস্তু | শিক্ষকের কাজ/আচরণ | শিক্ষার্থীর কাজ/আচরণ | আচরণসমূহ/আচরণাঙ্গ |
|---|---|---|---|
| | ৬। ধান চাষ করে কি কি পাওয়া যায়? | ৬। ধান চাষ করে, চাল, খড় ইত্যাদি পাওয়া যায়। | ৬। দৃষ্টান্তগ্রহণ |
| | ৭। ধান, আলু খাদ্য জাতীয় ফসল। এইরূপ আরো কয়েকটি ফসলের উদাহরণ দাও। | ৭। গম, ছোলা, আখ, বাজরা ইত্যাদি | ৭। যথাযথ উদাহরণ |
| | ৮। কুমির উভচর প্রাণী আর দুটি উভচর প্রাণীর উদাহরণ দাও। | ৮। হাঁস, ব্যাঙ | ৮। যথাযথ উদাহরণ |
| | ৯। পাঠ্যাংশ থেকে কয়েকটি বিশেষ্য পদের উদাহরণ দাও | ৯। শিয়াল, কুমির, আলু, ও ধান | ৯। যথাযথ দৃষ্টান্ত গ্রহণ |
| | ১০। শিয়াল, কুমির, আলু, ধান-শব্দগুলির ইংরেজি রূপ লেখ। | ১০।শিয়াল-Jackal<br>কুমির-Crocodile<br>আলু-Potato<br>ধান-Paddy | ১০। যথাযথ দৃষ্টান্ত গ্রহণ |
| | ১১। পাঠ্যাংশ থেকে তোমরা কি শিখলে? | ১১। ধানচাষ ও আলু চাষের প্রকৃতি আলাদা | ১১। সামান্যীকরণ বা সাধারণীকরণ |
| | ১২। আর কি শিখলে? | ১২। কোনো কাজে সফল হতে গেলে সেইকাজ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। না থাকলে ঠকতে হয়। | ১২। সামান্যীকরণ বা সাধারণীকরণ |

## শিক্ষার্থীর দ্বারা উৎসাহমূলক প্রশ্নকরণ

ব্যবহৃত আচরণসমূহ :

১। শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ।

২। প্রশ্নকরণের নমনীয়তা।

৩। প্রশ্নকরণের পরিমিতিবোধ।

৪। বিষয়কেন্দ্রিক বা মূল বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন

শ্রেণি— তৃতীয় বিষয়—মাতৃভাষা (বাংলা)

শিক্ষার্থীর সংখ্যা— একক—'গাছেরা কেন চলা ফেরা করে না'

শিক্ষিকার নাম—

সময়—৬ মিনিট

তারিখ—

| বিষয়বস্তু | শিক্ষকের কাজ/আচরণ | শিক্ষার্থীর কাজ/আচরণ | আচরণসমূহ/আচরণাঙ্গ |
|---|---|---|---|
| অনেক অনেক ..................... ..................... বুঝিয়ে বলতে হবে না। | ১। গাছেরা প্রাণ থাকলেও অন্য প্রাণী দের সঙ্গে গাছের তফাৎ নিয়ে কি প্রশ্ন হতে পারে? হ্যাঁ, ঠিকই প্রশ্ন করেছ। অন্য প্রাণীদের মত গাছ চলাচল করতে পারে না। | ১। স্যার, মানুষ সহ সব প্রাণীই তো চলা ফেরা করতে পারে। গাছ কি তা পারে? | ১। শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ |
| | ২। চলাচল না করলেও গাছ অনেক কাজ করে। সুনীল, এ নিয়ে কি প্রশ্ন করা যায়? বাঃ ভালো প্রশ্ন করেছে। গাছ আমাদের অনেক কাজে লাগে। | ২। সুনীল, গাছ আমাদের কি কাজে লাগে? | ২। প্রশ্নকরণের নমনীয়তা |
| | ৩। এই বিষয় নিয়ে আর কে কি জানতে চাও? বাঃ খুব ভালো প্রশ্ন, আমাদের খাদ্য, বস্ত্র বাসস্থান—সবই আমরা গাছের কাছ থেকে পাই। তাই গাছ আমাদের বন্ধু তো বটেই। | ৩। অনিল : স্যার, গাছকে কি মানুষের বন্ধু বলা যায়? | ৩। মূল বিষয়কেন্দ্রিক প্রশ্ন |

| বিষয়বস্তু | শিক্ষকের কাজ/আচরণ | শিক্ষার্থীর কাজ/আচরণ | আচরণসমূহ/আচরণাঙ্গ |
|---|---|---|---|
| অনেকে অনেকে ………………<br><br>বুঝিয়ে বলতে হবে না | ৪। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে বরুণ? হ্যাঁ, ভালো প্রশ্ন করেছ।<br><br>গাছ-পশু পাখিদের আশ্রয় দেয় এবং তাদের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন যোগান দেয়। | বরুণ : গাছ আমাদের অনেক উপকার করে। অন্য প্রাণীদের কোনো উপকার করে কি? | ৪। শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ |
| | ৫। প্রবাল, এবারে কি প্রশ্ন করা যেতে পারে? হ্যাঁ একেবারে ঠিক। মানুষের বাঁচার জন্য যে অক্সিজেন— তার যোগানও গাছেদের কাছ থেকেই আসে। | ৫। প্রবাল : স্যার মানুষের বাঁচার জন্যেওতো অক্সিজেন প্রয়োজন, তাও কি গাছের কাছ থেকে পাওয়া যায়? | ৫। প্রশ্নকরণের নমনীয়তা |
| | ৬। যতীন, তোমার কোনো প্রশ্ন আছে? সত্যকথা বলতে কি গাছ মানুষের আরো অনেক কাজে লাগে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজ হল—গাছ ওষুধ তৈরির কাজে লাগে। | ৬। যতীনঃ হ্যাঁ স্যার, অক্সিজেন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের যোগান দেওয়া ছাড়া গাছ আর কি কোনো কাজে লাগে? | ৬। বিষয়কেন্দ্রিক প্রশ্ন |
| | ৭। আর কেউ কোনো প্রশ্ন করবে? ভালো প্রশ্ন করেছ। বিচার-বিবেচনা না করে গাছ কেটে ফেলা একেবারই উচিত নয়। | ৭। তুতান: গাছ যখন আমাদের এত কাজে লাগে তখন আমাদের কি উচিত যখন তখন গাছ কেটে ফেলা? | ৭। শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ |
| | ৮। বিষয়টাকে আরো একটু ভালো করে বোঝার জন্য কি প্রশ্ন করবে তপন? হ্যাঁ অবশ্যই আছে। তোমরা যখন ব্যাপারটা জানলে তখন তোমাদের সকলকে সচেতন করা-যথা সম্ভব গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে। বরং আরো গাছ লাগাতে হবে এবং গাছের যত্ন নিতে হবে। | ৮। তপনঃ স্যার, এ ব্যাপারে আমাদের কি কিছু করার আছে? | ৮। প্রশ্ন করণের পরিমিতিবোধ |

## শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বিকাশের দক্ষতা

ব্যবহৃত আচরণসমূহ

১। শিক্ষার্থীর দ্বারা পর্যবেক্ষণ।

২। পুনরায় পর্যবেক্ষণ।

৩। শিক্ষার্থীর দ্বারা কার্যকারণ সম্পর্কস্থাপন।

৪। শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা।

শ্রেণি— তৃতীয় বিষয়—মাতৃভাষা (বাংলা)

শিক্ষার্থীর সংখ্যা— একক—'নৌকোযাত্রা' বা ভ্রমণ বিষয়ক কেন্দ্র করে

শিক্ষিকার নাম—

সময়—৬ মিনিট

তারিখ

| বিষয়বস্তু | শিক্ষকের কাজ/আচরণ | শিক্ষার্থীর কাজ/আচরণ | আচরণসমূহ/আচরণাঙ্গ |
|---|---|---|---|
| মধু মাঝির<br>............<br>............<br>............<br>............<br>তেরো নদীর পার | ১। তুমি এবার পুজোর ছুটিতে কোথায়, কিভাবে বেড়াতে গিয়েছিলে? | ১। আমি এবার বাবা ও মায়েব সঙ্গে পুরী বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমরা প্রথমে ট্যাক্সিতে করে হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে পুরী স্টেশন। সেখান থেকে অটো করে পুরীর হোটেলে পৌঁছেছিলাম। | ১। শিক্ষার্থীর দ্বারা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশসাধন |
| | ২। ট্রেন ছাড়া আর কিভাবে বেড়াতে যাওয়া যায়? | ২। ট্রেন ছাড়া বাস, উড়োজাহাজ, জাহাজ বা নৌকাতে করেও বেড়াতে যাওয়া যায়। | ২। পুনরায় বিশেষ পর্যবেক্ষণ |
| | ৩। আচ্ছা, নৌকো বা বোট কত রকমের হতে পারে? | ৩। স্যার, নৌকো বা বোট প্রধানত দু রকমের হয়। পাল তোলা বোট এবং মোটর বোট। | ৩। শিক্ষার্থীর দ্বারা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন |
| | ৪। মোটর বোট অন্য নৌকার চেয়ে কেন দ্রুত চলে বলতে পার? | ৪। হ্যাঁ স্যার, মোটর বোট যন্ত্রের সাহায্যে চলে, তার বেগ ইচ্ছামত বাড়ানো যায় কিন্তু অন্য বোটের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। | ৪। শিক্ষার্থীদের দ্বারা কার্যকারণ সম্পর্কস্থাপন। |

| বিষয়বস্তু | শিক্ষকের কাজ/আচরণ | শিক্ষার্থীর কাজ/আচরণ | আচরণসমূহ/আচরণাঙ্গ |
|---|---|---|---|
| | ৫। অন্যসব নৌকো কিভাবে চলে? | ৫। স্যার, মোটর, বোট ছাড়া অন্যসব বোট দাঁড় টেনে বা পাল তুলে চালাতে হয়। অনেক সময় স্রোতের টানেও নৌকা চলে। | ৫। অতিরিক্ত পর্যবেক্ষণ অনুসন্ধান |
| মধু মাঝির ………………. ………………. তেরো নদীর পার | ৬। তোমার পাঠ্যাংশের ‘নৌকোযাত্রা’ কবিতাটির বিষয়বস্তু কি? | ৬। ছেলে তার মাকে নিজের ইচ্ছের কথা বলছে— সে তার আর দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সোনা মানিক ভরা পাল তোলা নৌকায় চড়ে রাজপুত্রের মত সাত সমুদ্র তের নদীর পারে নতুন রাজার দেশ থেকে ঘুরে মায়ের কোলে বসে সেই সব গল্প বলবে। | ৬। শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ও বিচার দক্ষতার বিকাশ সাধন ও বর্ণনাকরন |
| | ৭। তোমার পাঠ্যাংশের ‘পর্যটন’ কবিতার কেষ্টবাবু, বিষ্টুবাবু ও মহেশ্বর কে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলেন? | ৭। কেষ্টবাবু বাদকশান, বিষ্টুবাবু মোসাম্বা এবং মহেশ্বর সান্টাফেতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। | ৭। অতিরিক্ত পর্যবেক্ষণ অনুসন্ধান |
| | ৮। এইসব দেখেশুনে লেখকের কি ইচ্ছা হয়েছিল? | ৮। এইসব দেখে এবং শুনে লেখকেরও কেষ্ট, বিষ্টু ও মহেশ্বরের মত বেড়াতে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। | ৮। পর্যবেক্ষণ ও বিচার দক্ষতার বিকাশ সাধন |
| | ৯। কিন্তু লেখক দূরে কোথাও বেড়াতে যেতে পারলেন না কেন? | ৯। লেখক দূরে কোথাও যেতে পারলেন না, কারণ তাঁর কাছে বেশি টাকা ছিল না। | ৯। পর্যবেক্ষণ ও কার্য কারক সম্পর্কস্থাপন |
| | ১০। তাহলে আমরা এই পাঠ থেকে কি জানলাম? বা বেশ বলেছ। | ১০। দূরে কোথায় বেড়াতে যেতে হলে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। | ১০। পর্যবেক্ষণ ও নিজের ভাষায় বর্ণনাকরণ। |

## 2. YEAR D.EL.ED COURSE (ODL) ASSIGNMENT (অ্যাসাইন মেন্ট) প্রথম ভাষা বাংলা

পূর্ণমান — ৩০

প্রতিপত্রের প্রদত্ত অ্যাসাইনমেন্ট-এর এক কপি জমা দিতে হবে। অ্যাসাইনমেন্টের তিনটি ভাগ আছে (ক, খ, গ)। উত্তর দেবেন 'ক' এবং 'খ' এর ক্ষেত্রে ২৫০টি শব্দের মধ্যে 'গ' এর উত্তর হবে ৫০০ শব্দের মধ্যে। উত্তর নিজের হাতে লিখবেন। ফটোকপি বা কম্‌পিউটারে তৈরি কোনো লেখা ব্যবহার করবেন না।

### ১

(ক) অনুবন্ধ প্রণালী বলতে কি বোঝায়? অনুবন্ধ প্রণালী ব্যবহারের উদ্দেশ্যগুলি লিপিবন্ধ করুন। ২+৫

(খ) প্রাথমিক স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের, ক্ষেত্রে আরোহী পদ্ধতির প্রয়োগ কেন যুক্তিযুক্ত — দু এক কথায় লিখুন। এই পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধার দিকগুলি উল্লেখ করুন। ২+২+৩

(গ) মাতৃভাষা শিক্ষাদানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতির নাম লিখুন এবং প্রকল্প পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নিজের ভাষায় বিবৃত করুন। ৩+৭+৬

### ২

ক) শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলিকে প্রধানত কটি ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি? ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে উপকরণসমূহের গুরুত্ব বিবৃত করুন। ২+২+৩

(খ) ব্যাকারণ পাঠকে মনোগ্রাহী করার জন্য শিক্ষক হিসেবে আপনি কোন পদ্ধতিটি বেছে নেবেন? সেই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন। ১+৬

(গ) প্রাথমিক স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা ও মান্যচলিত ভাষার পার্থক্যজনিত সমস্যা ও সমাধান সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করুন। ১৬

### ৩

(ক) ভাষা শিক্ষার প্রধান চারটি স্তম্ভ হলো — শোনা, বলা, পড়া ও লেখা — উক্তিটির তাৎপর্য বিবৃত করুন। ৭

(খ) আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নিজের ভাষায় লিপিবন্ধ করুন। ৪+৩

(গ) সরব পাঠ ও নীরব পাঠের সংজ্ঞা দিন। এই দুই পাঠের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আপনার সুচিন্তিত মতামতসহ লিখুন। ৪+৬+৬

### ৪

(ক) অনুপাঠ বলতে কি বোঝায়? বৃহত্তর পাঠের সঙ্গে এ পাঠের পার্থক্য সংক্ষেপে লিখুন। শ্রেণী শিক্ষণের ক্ষেত্রে এ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কতখানি উদাহরণসহ লিখুন। ২+২+৩

(খ) আদর্শ পাঠ কাকে বলে? এ পাঠের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেক করুন। ৩+৪

(গ) শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করুন। ১৬

৫

(ক) সার্থক মূল্যায়ন বলতে কি বোঝায়? নিরবচ্ছিন্ন ও সামগ্রিক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করুন। ২+৩+২

(খ) শব্দানুক্রমিক ও বাক্যনুক্রমিক পদ্ধতির সংজ্ঞা নিরুপন করুন। এই দুই পদ্ধতির গুরুত্ব লিপিবদ্ধ করুন। ৩+৪

(গ) বাংলা বানান ভুলের কারণ ও প্রতিবার সম্বন্দে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করুন। ১৬